গ্লোবাল ডায়লগ

১৭ টি ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

১১.২

সংকট মুহূর্তে সমাজবিজ্ঞান

ডাস্টে হুলিয়ানের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার — জোহানা সিটেল, ওয়ালিদ ইব্রাহিম

বৈশ্বিক অসমতা এবং মহামারী

কারিন ফিশার
কাজল ভার্দওয়াজ
ক্যামিলা জিয়ানেলা
ক্রিস্টিনা লাসকারিডিস
লাকিস্টার মিয়ান্দাজি
ই. ভেঙ্কট রামনাইয়া
বিহা এমান্তি

রাষ্ট্রের নতুন ভূমিকা?

জুলি ফ্রাউড
অ্যান্ড্রিয়াস নভি
রিচার্ড বারান্থলার
বব জেসোপ
ক্লাউস দোরে
ওয়ালিদ ইব্রাহিম্
ড্যানিয়েল মুলিস

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

আর্থার বুয়েনো

শিল্পের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

জেনি টিশার

কোভিড-১৯: অতিমারী ও সঙ্কট

মার্গারেট আব্রাহাম
কারিনা বাথিইয়ানি
এসটেবান তোরেস
মাহমুদ দাউদী
আলেজান্দ্রো পেলফিনি

উন্মুক্ত বিভাগ

> নাগরিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে সমাজবিজ্ঞানী
> ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সহিংসতাকে ঘিরে নীরবতা
> পৃথিবীর যত্ন নেয়ার সক্ষমতা সম্পর্কে
> হোমো কালচারাস হিসাবে মানুষ
> নরওয়ের ২০১১ সালের ২২ জুলাই এর সন্ত্রাসী হামলা

ম্যাগাজিন

ভলিউম ১১/ সংখ্যা ২/ আগস্ট ২০২১
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

isa International Sociological Association

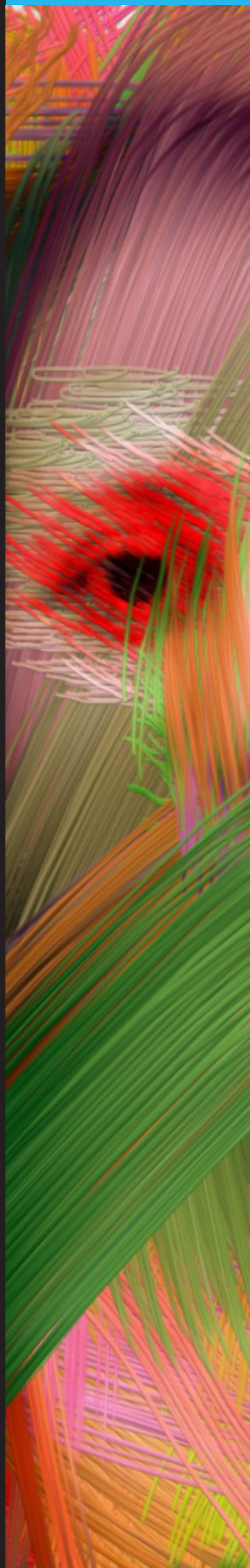

> সম্পাদকীয়

গ্লোবাল ডায়লগের এই সংখ্যায় 'টকিং সোসিওলোজি' বিভাগের সাক্ষাৎকারে চিলির সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ আলোকপাত করা হয়েছে। জোহানা সিটেল এবং ওয়ালিদ ইব্রাহিমের সাথে এই সাক্ষাৎকারে সমাজ-বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সমন্বিত ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করা সর্বাধিক খ্যাতিমান গবেষক, ডাস্টে হুলিয়ান তাঁর দেশের রাজনৈতিক বিকাশ, সামাজিক আন্দোলন ও অনিশ্চিত কাজ সম্পর্কে এবং সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন।

বিগত দেড় বছর যাবৎ কোভিড-১৯ অতিমারীটি দৈনন্দিন জীবনে মৌলিক পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের নতুন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের দিকে ধাবিত করছে। এই দুর্যোগের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে গ্লোবাল ডায়লগ বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন বিষয়ে অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে নিরন্তর পরিশ্রম করছে। এই সংখ্যাটির জন্য ভারত, পেরু, যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সহযোগীদের সাথে কেরিন ফিশার একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেন এবং অতিমারী ও বৈশ্বিক অসমতার বিষয়ে পদ্ধতিগতভাবে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। যদিও অতিমারীটি বিশ্ব জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে। তবে 'আমরা সবাই একই নৌকায় বসে নেই'। টিকার উন্নয়ন, বাজ-ারজাতকরণ এবং (অ) প্রাপ্যতা এবং স্বাস্থ্য বা শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিমারীটির প্রভাব তুলে ধরে–যা ধনী ও দরিদ্র দেশ, বৈশ্বিক উত্তর ও বৈশ্বিক দক্ষিণ এবং দুর্বল গোষ্ঠীগুলো–যারা ইতিমধ্যে পরিবেশগত সমস্যায় বা অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছেন ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে এদের মধ্যে বৈশ্বিক বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে।

আমাদের দ্বিতীয় সিম্পোজিয়ামটি অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছে। বুনিয়াদি অর্থনীতি ('ফাউন্ডেশনাল ইকোনমি') ধারণার প্রবক্তা পণ্ডিতরা বিগত দশকগুলোর অর্থনৈতিক উদারিকরণের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা প্রবৃদ্ধির প্রভাবশালী ধারণার সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করেছেন এবং অবকাঠামোসহ স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, খাদ্য, ও সরকারি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মতো ক্ষেত্রগুলোতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত নতুন পদ্ধতির বন্টনব্যবস্থার পক্ষে জোড়ালো যুক্তি উত্থাপন করেছেন। সিম্পোজিয়ামটিতে প্রবন্ধকাররা অতিমারী মোকাবিলায় রাষ্ট্রের পরিবর্তিত ভূমিকার আলোকে কর্তৃত্ববাদী বা গণতান্ত্রিক প্রবণতাগুলোর সাম্ভাব্য গতিপথ, অর্থনীতি ও রাজনীতির দীর্ঘকালীন সম্পর্ক, এবং এর প্রভাব ও নতুন হস্তক্ষেপবাদী রাষ্ট্রে সমাজবিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করেছেন।

'তাত্ত্বিক বিভাগে' আর্থার বুয়োনো নয়া-উদারবাদী যুগকে তুলে ধরেছেন–যা গত দশকগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ক্রিয়াশীল শ্রেণির (সাবজেক্টিভিটির) সংকট সৃষ্টি করেছিল। তিনি মূলত; হতাশার ওপর আলোকপাত করে উদ্যোক্তা থেকে অবসন্ন হওয়া এবং আত্ম-উপলব্ধি থেকে বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি, প্রতিবাদ আন্দোলন ও কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির প্রভাব এবং ভবিষ্যতের প্রসঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করেছেন।

শিল্পী জেনি টিশার অদৃশ্য কাজকে আরও দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে মহামারীতে অপরিহার্য কাজগুলো নিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ বিতর্কে তাঁর দু'টি কোলাজ ব্যাখ্যা করেছেন।

'কোভিড-১৯ এর' বিভাগটি সমাজবিজ্ঞানের জন্য কিছু সমস্যাপূর্ণ বিষয়ে রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছে:, মার্গারেট আব্রাহাম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন অতিমারী কীভাবে পারিবারিক সহিংসতার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে; কারিনা ব্যাথিনি এবং এস্তেবান টরেস সামাজিক অসমতার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছেন; এবং মাহমুদ ধাওয়াদি ঘৃণামূলক কথার ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলেজান্দ্রো পেলফিনি সমাজের শেখার প্রক্রিয়াগুলোতে আলোকপাত করেছেন।

সর্বশেষে 'উন্মুক্ত বিভাগে' কিছু গুরুত্বপূর্ণ, তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত; মানবতার প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, সহিংসতা এবং যত্ন সম্পর্কে সমকালীন পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। ■

-ব্রিজিট অউলেনব্যাকার এবং **ক্লাউস ডুর**
সম্পাদক, গ্লোবাল ডায়লগ

> গ্লোবাল ডায়লগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে আইএসএ ওবসাইটে ISA website.
> গ্লোবাল ডায়লগ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ globaldialogue.isa@gmail.com.

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদক: Johanna Grubner, Walid Ibrahim.

সহযোগী সম্পাদক: Aparna Sundar.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy.

গনমাধ্যম পরামর্শক: Juan Lejárraga.

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ

আরব বিশ্ব: (তিউনেশিয়া) Mounir Saidani, Fatima Radhouani, Habib Haj Salem; (আলজেরিয়া) Souraya Mouloudji Garroudji; (মরক্কো) Abdelhadi Al Halhouli, Saida Zine; (লেবানন) Sari Hanafi.

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Martín Urtasun.

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার , খায়রুল চৌধুরী, আবদুর রশীদ, আশিষ কুমার বণিক, এ বি এম নাজমুস সাকিব, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, ইসরাত জাহান ইয়ামুন, একরামুল কবির রানা, হেলাল উদ্দীন, জুয়েল রানা, এম ওমর ফারুক, মাসুদুর রহমান, মোঃ শাহীন আক্তার। মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, , রুমা পারভীন, সাবিনা শরমীন, সালেহ আল মামুন, , সরকার সোহেল রানা, সেবক কুমার সাহা, শাহীদুল ইসলাম, শামসুল আরেফীন, শারমিন আক্তার শাপলা, সায়কা পারভিন, ইয়াসমিন সুলতানা,

ব্রাজিল: Gustavo Taniguti, Angelo Martins Junior, Andreza Galli, Dmitri Cerboncini Fernandes, Gustavo Dias, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Nidhi Bansal, Manish Yadav, Sandeep Meel.

ইন্দোনেশিয়া: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Abbas Shahrabi, Sayyed Muhamad Mutallebi.

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov.

পোল্যান্ড: Justyna Kościńska, Jonathan Scovil, Sara Herczyńska, Weronika Peek, Aleksandra Wagner, Aleksandra Biernacka, Jakub Barszczewski, Adam Müller, Zofia Penza-Gabler, Iwona Bojadżijewa.

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Iulian Gabor, Monica Georgescu, Ioana Ianuș, Bianca Mihăilă.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur.

তাইওয়ান: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Tsung-Jen Hung, Syuan-Li Renn, Yu-Chia Chen, Yu-Wen Liao, Po-Shung Hong, Kerk Zhi Hao, Yi-Shuo Huang

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

ডাস্টে হুলিয়ানের সাথে এই সাক্ষাৎকারে, আমরা চিলিতে হওয়া সাম্প্রতিক গণবিক্ষোভ, নতুন সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং ব্যাপক অনিশ্চয়তার সম্মুখে সক্রিয় সমাজবিজ্ঞানীদের ভূমিকা কী হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছি।

কোভিড-১৯ অতিমারীটি বিদ্যমান সম্পদ ও আয়, লৈঙ্গিক এবং বর্ণ ইত্যাদি বৈষম্য কে শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়েই বরং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও উম্মোচিত এবং বৃদ্ধি করেছে । টীকার উদ্ভাবন, বাজারজাত করণ ও এর কারন (অ) প্রাপ্যতা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অতিমারির প্রভাব ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে, বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে, এবং ঝুকিপূর্ণ গোষ্ঠী সমুহ (যারা ইতিমধ্যে পরিবেশ বিপর্যয় এবং আর্থিক সংকটে ভুগছে) ও সামর্থ্যবান গোষ্ঠী সমুহ (যারা নিজেদের বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা করতে পারে) মধ্যে **বৈশ্বিক বৈষম্য** জাহির করে ও বৃদ্ধি করে।

এই সিম্পোজিয়াম মূলতঃ রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির সম্পর্ক নিয়ে যে প্রশ্ন তা নিয়ে কাজ করেছে। অংশগ্রহনকারী প্রবন্ধকাররা কীভাবে চলমান অতিমারী একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং কীভাবে ইতিমধ্যে দৃশ্যমান রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ঘটনা সমুহ ব্যাখ্যা করা সম্ভব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। **রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের** কোন নতুন ধরণ কি তৈরি হতে যাচ্ছে? যদি তাই হয়, তবে তার চরিত্র কি একনায়কতান্ত্রিক হবে- নাকি গণতান্ত্রিক হবে?

জিডি

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই ইস্যুতে

সম্পাদকীয় ২

> সমাজবিজ্ঞান কথন

সংকট মুহূর্তে সমাজবিজ্ঞান: ডাস্টে হুলিয়ানের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার
জোহানা সিটেল এবং ওয়ালিদ ইব্রাহিম, জার্মান ৫

> বৈশ্বিক অসমতা এবং মহামারী

কোভিড-১৯ ও বৈশ্বিক অসমতা
কারিন ফিশার, অস্ট্রিয়া ৯

মূনাফার উপরে মানুষ: কোভিড-১৯ এর উদাত্ত আহ্বান
কাজল ভার্দওয়াজ, ভারত ১০

কোভিড-১৯ টিকা: বৈশ্বিক অসমতা উন্মোচন
ক্যামিলা জিয়ানেলা, পেরু ১২

পাওনাদার এবং ঋণখেলাপীদের মধ্যে স্থায়ী পার্থক্য
ক্রিস্টিনা লাসকারিডিস, যুক্তরাজ্য ১৪

দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসকরণে আফ্রিকার প্রতিবন্ধকতাসমূহ
লাকিস্টার মিয়ান্দাজি, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬

ভারতে জোড়া বিপর্যয় একটি অসমাপ্ত কর্মসূচি
ই. ভেঙ্কট রামনাইয়া এবং বিহা এমান্ডি, ভারত ১৮

> রাষ্ট্রের নতুন ভূমিকা?

বুনিয়াদি অর্থনীতি সামাজিক নবায়নে চাবিকাঠী:
জুলি ফ্রাউড, যুক্তরাজ্য ২০

ভবিষ্যৎ-উপযোগী অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র
অ্যান্ড্রিয়াস নভি এবং রিচার্ড বারান্থলার, অস্ট্রিয়া ২২

কোভিড-১৯: রাষ্ট্র ও অর্থনীতির নতুন রূপরেখা
বব জেসোপ, যুক্তরাজ্য ২৪

লেভিয়াথান ফিরে এসেছে! করোনা-রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান
ক্লাউস দোরে এবং ওয়ালিদ ইব্রাহিম, জার্মানি ২৬

কোভিড-১৯: জার্মানিতে অনিরাপদ স্থানগুলো যেভাবে তৈরি করা হয়েছে
ড্যানিয়েল মুলিস, জার্মানি ২৮

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

হতাশার পর উত্তর-নব্যউদারতাবাদী বিষয়
আর্থার বুয়েনো, জার্মানি ৩০

> শিল্পের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

অদৃশ্য কাজের দৃশ্যমান উপস্থাপন
জেনি টিশার, অস্ট্রিয়া ৩৩

> কোভিড-১৯: অতিমারী ও সঙ্কট

বিশ্বব্যাপী অতিমারী চলাকালীন পারিবারিক সহিংসতা
মার্গারেট আব্রাহাম, যুক্তরাষ্ট্র ৩৫

কোভিড-১৯ সঙ্কটঃ নব্য সমাজবিজ্ঞান ও নারীবাদ
কারিনা বাথিইয়ানি, উরুগুয়ে ও এসটেবান তোরেস, আর্জেন্টিনা ৩৭

বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ এর ভয়াল থাবা
মাহমুদ দাউদী, তিউনেসিয়া ৩৯

মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতি অভিযোজন থেকে সম্মিলিত শিক্ষা
আলেজান্দ্রো পেলফিনি, আর্জেন্টিনা ৪১

> উন্মুক্ত বিভাগ

নাগরিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে সমাজবিজ্ঞানী
ফ্রেডি আল্ডো ম্যাসাডো হুয়ামান, মেক্সিকো ৪৩

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সহিংসতাকে ঘিরে নীরবতা
এমেন্ডা চিন প্যাঙ, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ৪৫

পৃথিবীর যত্ন নেয়ার সক্ষমতা সম্পর্কে
ফ্রান্সেসকো লারুফা , সুইজারল্যান্ড ৪৭

হোমো কালচারাস হিসাবে মানুষ
মাহমুদ ধাউডি, তিউনিশিয়া ৪৯

নরওয়ের ২০১১ সালের ২২ জুলাই এর সন্ত্রাসী হামলা
পল হ্যালভরসেন, নরওয়ে ৫১

“অনেক ক্ষেত্রে মানুষের দুর্ভোগ এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মাধ্যমে অর্থনীতি বৃদ্ধি পায়”

ফ্রান্সেসকো লারুফা

> সংকট মুহূর্তে সমাজবিজ্ঞান

ডাস্টে হুলিয়ানের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

ডাস্টে হুলিয়ান

ডক্টর ডাস্টে হুলিয়ান চিলির অস্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এর একজন একাডেমিক এবং গবেষক। তিনি বর্তমানে চিলির জাতীয় গবেষণা এবং উন্নয়ন সংস্থার অর্থায়নে 'চিলির দক্ষিণাংশের বৃহৎ-অঞ্চলে কাজের অনিশ্চয়তা: মাওলি, নোবল, বিয়োবিও এবং লা আরাউকানিয়া অঞ্চলগুলোতে বিভক্তি, অঞ্চল এবং প্রতিরোধ' (২০২০-২০২৩) নামক প্রকল্পের প্রধান গবেষক হিসাবে কাজ করছেন। এছাড়া তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অবস্থিত উইটওয়াটারস্র্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সোসাইটি, ওয়ার্ক অ্যান্ড পলিটিক্স ইনস্টিটিউট (এসডব্লিও-ওপি)' এর গবেষণা সহযোগী। ডাস্টে হুলিয়ান জার্মানির জেনা শহরে অবস্থিত ফ্রিডরিক শিলার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করেছেন এবং মূলত: কাজের অনিশ্চয়তা ও জীবন, ইউনিয়ন কৌশল ও সংগঠন, নির্যাসবাদ (এক্সট্রাকটিভিজম), গণ-সমাজবিজ্ঞান এবং সাধারণভাবে বৈশ্বিক দক্ষিণের বিষয়াবলী নিয়ে কাজ করেন। তাঁর গবেষণা নাগরিক সমাজ, ট্রেড ইউনিয়ন এবং এনজিওদের নিবিড় সহযোগিতায় হয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ডাস্টে হুলিয়ান এর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন ফ্রেড্রিক শিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প ও অর্থনৈতিক সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণা সহযোগী **জোহানা সিটেল** এবং **ওয়ালিদ ইব্রাহিম**।

২০১৯ সালে চিলিতে সামাজিক প্রতিবাদগুলো কীভাবে শুরু হয়েছিল? গণপরিবহনে ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় পরিষেবা ও দ্বন্দ্বের অবস্থা যেমন একটি সমাজের অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেয়, তেমনি এটি কি কেবল একটি ছোট্ট আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিল যা পরিস্থিতিকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল অথবা এর থেকেও বেশি কিছু?

সামাজিক প্রতিবাদসমূহের ঐতিহাসিক ভিত্তি হলো অগস্টো পিনোশেটের সিভিল-মিলিটারি একনায়কতান্ত্রিক সরকারের (১৯৭৩-১৯৯৯) সংবিধান যা গণতান্ত্রিক শক্তির নিয়মাতান্ত্রিক ধ্বংসকরণ এবং ১৯৮০ সালের একটি জালিয়াতি গণভোটের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লাতিন আমেরিকায় চিলি একমাত্র দেশ যারা সামরিক একনায়কতন্ত্রের অধীনে তৈরি একটি সংবিধান ধরে রেখেছে। সামাজিক জীবনে এর উপস্থিতির একাধিক অভিব্যক্তি রয়েছে। কারণ, তা নৃশংস এবং সামগ্রিকভাবে নব্য-উদারতাবাদের নীতি প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছে। এই মতে, গত পাচ দশক ধরে চিলির সমাজকে নিরবিচ্ছিন্ন এবং অভূতপূর্ব পণ্যে রুপান্তরের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (কমোডিফিকেশন) গভীরভাবে লুণ্ঠন ও অনিরাপদ করা হয়েছে।

১৯৯০ সাল থেকে চিলি শাসন করেছে এমন দু'টি জোটের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের একটি দিক হলো: দুইভাবে নব্য-উদারতাবাদের আধিপত্য বজায় রাখা। এই দুটি অক্ষ হচ্ছে: প্রথমত, জন-কল্যাণ বরাদ্দ এবং সামাজিক একত্রীকরণের একটি সত্তা হিসেবে বাজারের ওপর আস্থা এবং দ্বিতীয়ত, পিনোশেটে সংবিধানকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ণের বাঁধা হিসাবে বিবেচনা করা। তাদের এই সময়কাল (১৯৯০-২০১৯) 'গণতান্ত্রিক উত্তরণ' নামে অভিহিত হয়েছিল–যা সমাজে সহাবস্থান এবং গণতান্ত্রিক সংগঠনের কয়েকটি ভিত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পর্যায়ক্রমিক গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। যাই হোক, যখন অর্থনৈতিক মডেলগুলো উচ্চ প্রবৃদ্ধির হারে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল; তখন প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক কর্মীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অংশ-

>>

গ্রহণ এবং সক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথগুলোকে রুদ্ধ করেছিল।

নাগরিকদেরকে গভীর অন্ধকারে রেখে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অবিশ্বাস এবং তার অবৈধকরণের একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। অর্থনৈতিক গোপন চুক্তির প্রক্রিয়াসমূহ, নির্বাচনী প্রচারণায় অবৈধ অর্থ, বিচারিক আদালতে ব্যাবসায়ীদের দায়মুক্তি প্রভৃতি ঘটনা ছিল স্বৈরশাসনের সময় ক্ষমতার জালে বন্দী এশটি সমাজের উপসর্গ। 'চিলি জেগে উঠেছে' স্লোগ-ানটি ঠিক যেমনটি সচেতনতা, পরিচয়, ক্ষমতার প্রকাশ এবং বিদ্রোহের এই মুহূর্তটির কথাই বলে, ঠিক তেমনি সরকারের 'যুদ্ধের ঘোষণা', মানবাধিকার লঙ্ঘন (আদালতে ৮,৮২৭ টি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ) এবং বিক্ষোভকারীদের কারাদণ্ড (কমপক্ষে ২৭,৪৩২ জন) তৎকালীন রাজনীতিতে স্বৈরাচারী, রক্ষণশীল এবং সামরিক ভাবকে তুলে ধরে।

এছাড়াও চিলিতে সংঘটিত প্রতিবাদসমূহ বিচিত্র ভৌগোলিক সীমারেখা এবং বিভিন্ন মুল্যবোধ ও চেতনার সক্রিয়কর্মীদের (সাব্জেক্টিভিটি) কে একত্রে যুক্ত করে। যুবক, মহিলা, প্রবীণ, আদিবাসী, স্থানান্তরিত অভিবাসী ইত্যাদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে জোটবদ্ধতার সংস্কৃতি (রেপার-টওয়ার) তৈরি করেছে। বিভিন্ন প্রজন্মের লোকেদের মুখোমুখি হওয়া এবং ব্যক্তিগত ও পাবলিক স্পেসে রাজনৈতিক স্মৃতিচারণের ফলে বর্তমান এবং অতীত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ রাজনীতির রাজনৈতিক দিকটি (দ্যা পলিটিকাল) নিজেকে নান্দনিকতা, শৈল্পিক সৃজনশীলতায়, সংগীতে, রাস্তায়, গ্রামীণ অঞ্চলে, পাশাপাশি সমাবেশ, কথোপকথনে, ভার্চুয়াল স্পেস ইত্যাদির দখলের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত করেছে। একটি সমাজ হিসাবে আমাদের গভীরতর একটি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং প্রতীকী পুর্ননির্মাণ হয়েছিল –যা একটি উদ্দেশ্য এবং লোকরীতি হিসাবে 'মর্যাদার' সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং, এই লড়াইয়ের মধ্যে যা উদ্ভাসিত হয়েছে তা হলো চিলির সমাজের মূল এবং গঠনমূলক উপাদান: এর সামাজিক চুক্তি, এর ভিত্তি এবং এর সংবিধান।

সংবিধান সম্প্রসারণের প্রক্রিয়াটি এই মুহূর্তকে কী পর্যায়ে আছে? কোনো সক্রিয় পক্ষ কি এই প্রক্রিয়াটির বাইরে আছে? এখানে কি সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ কোন ভূমিকা পালন করে; কিংবা আইন বিশেষজ্ঞরা প্রভাব বিস্তার করে?

এক বছর আগে ২৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখে চিলিতে একটি জাতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৭ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এতে অংশ নিয়েছিল। ৭৮% এরও বেশি ভোটার অর্থাৎ প্রায় ৫.৮ মিলিয়ন লোক একটি নতুন সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুমোদন করেছিল। পাশাপাশি, কংগ্রেসের সদস্যদের অংশ-গ্রহণ ব্যতিরেকে, নির্বাচিত সাংবিধানিক সভা সদস্যদের দ্বারা এটি সম্পন্ন করা প্রয়োজন। নিবন্ধিত ভোটারদের প্রায় ৫০% এই প্রক্রিয়াতে ভোট দিয়েছেন।,ভোটের স্বেচ্ছাসেবী প্রকৃতির কারণে অংশগ্রহণের এই হার ছিল ঐতিহাসিক।

বর্তমানে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ, যারা সাংবিধানিক সভা গঠন করবেন তাদের নির্বাচন ১১-ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এই সংবিধানটিতে লিঙ্গ সমতা এবং আদিবাসীদের অংশ-গ্রহণ সম্পর্কিত একাধিক আলোচনা জড়িত ছিল – যা মূলত নির্বাচনের বিষয় নয়, বরং সরকারের হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক তদবিরের ব্যাপার। এজন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোর উপর অবিচ্ছিন্ন নজরদারি প্রয়োজন ছিল। এই সম্মিলিত সতর্কতা প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলী বিজয়কে প্রতিফলিত করে–যার মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি গৃহীত হয়েছিল। যদিও ইতোমধ্যে সংবিধান প্রণয়নের মুহূর্তটির একটি নতুন রাজনৈতিক অর্থ তৈরি হয়েছে এবং তা হচ্ছে দলীয় পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন।

যদিও জনগণের আন্দোলনের ওপর আস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সন্দেহ সমালোচনার কারণে এই বিদ্রোহের একটি (রাজনৈতিক) দলবিরোধী সংবেদনশীলতা ছিল–রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহই শেষ পর্যন্ত সংবিধান গঠন ও রূপদানের প্রক্রিয়ার সম্পন্ন করেছিল। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের তুলন-ায় রাজনীতি নিরেপেক্ষ স্বতন্ত্র শক্তি ও তাদের প্রার্থীদের প্রার্থীতার নিবন্ধন, অর্থায়ন এবং গণমাধ্যমে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন সমস্যার এবং অসমতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটি স্বাধীন স্বতন্ত্র শক্তিগুলোর সংগঠিত হওয়ার পথকে রুদ্ধ করেছে–যারা ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে বিক্ষিপ্ত এবং খন্ডিত হয়ে পড়েছিল। চলমান অতিমারী বিভিন্ন প্রস্তাবনার সম্প্রসারণ ও আলোচনার জন্য বিতর্ক এবং আলোচনার স্থানকে সীমাবদ্ধ করেছে। প্রচলিত একাডেমিক ভূমিকা ছেড়ে, জনসাধারণের ভূমিকায় দাড়িয়ে এবং এই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জগুলোকে গ্রহণ করে সামাজিক বিজ্ঞানগুলো সমালোচনা ও চিন্তাশীল মতামতসহ এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক মনের উদীয়মান ভাবনাকে অগ্রসর করেছে,–যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে সম্মিলিত সচেতনা লঙ্ঘনের নিন্দামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। তবে, এই প্রচেষ্টাগুলোর বেশিরভাগই ভার্চুয়াল পরিসর বা সনাতন মিডিয়া যেমন বই ও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ ছিল; যা তাদের প্রভাব এবং বিশালতাকে বাঁধাগ্রস্থ করেছে। তবুও, এটি অংশগ্রহণ, বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের একটি জন সচেনতা সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি চিলিতে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক বিরোধে আপনার সমাজ বৈজ্ঞানিক কাজের কোনো অংশগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে? এমন কোনো বিশেষ প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র বা সমস্যা আছে কি যা দায়বদ্ধ সামাজিক বিজ্ঞান এবং রাজনৈতিক কাজের সমন্বয়ে করে?

আমার বৈজ্ঞানিক লেখালেখি কাজ এবং জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে গবেষণার উপর জোর দিয়েছে। ক্ষমতার বিভিন্ন কাঠামোতে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক, অর্থনৈতিক এবং আঞ্চলিক উপাদানসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি চিলির সমাজে কাজ এবং জীবন ধারণের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণে। আমার উদ্দেশ্যগুলো হলো সামাজিক, পরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির সাথে একটি স্থানীয় ও আঞ্চলিক কাজের প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা, বৈশ্বিক গবেষণা নেটওয়ার্কগুলির সাথে সংযোগ তৈরি করা এবং শ্রমের অধ্যয়নে ক্ষেত্রে জাতীয় সামাজ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সংহতি জোরদার করা।

যেহেতু আমি সামাজিক অনিশ্চয়তার প্রক্রিয়া এবং কাজের জগতের উপর গবেষণা করে চলেছি। তাই, আমি সরাসরি দেখতে সক্ষম হয়েছি কীভাবে কাজ, কর্মসংস্থান এবং বেকারত্ব মানুষের জীবনযাপনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচিত হয়। কর্মসংস্থানের গুণগত অবস্থা, মজুরি, আয়, যান্ত্রিকীকরণ (অটোমেশন), প্ল্যাটফর্মের প্রবর্তন এবং সামাজিক অধিকার ব্যবস্থার দুর্বলতা ইত্যাদি মানুষের জীবনকে চাপের মুখে ফেলে দেয়। ঋণগ্রস্থতা, অনানুষ্ঠানিক কাজের সন্ধান বা একাধিক কাজের সন্ধান জীবনের মর্যাদাবোধ এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে বিবাদের একটি অংশ। এর মধ্যে অনেকগুলো মৌল সমস্যা– যা চিলির রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধের মধ্য দিয়ে চলে আসে এবং যুবক, মহিলা, অভিবাসী, ও প্রবীণ বিভিন্ন জন-সমষ্ঠিকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়।

>>

সামাজিক বিজ্ঞান কি কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করে, বিশেষত যখন দ্বন্দ্ব সামনে আসে? অথবা আপনি কি মনে করেন যে, বিজ্ঞান একটি ভিন্ন সময়সীমার মধ্যে, সম্ভবত দীর্ঘকালীন সময়ে প্রেক্ষিতে কাজ করে?

বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং ওর্য়াকিং গ্রুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পদক্ষেপ, গণতান্ত্রিক আলোচনায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গুরুত্ব দৃশ্যমান করা ও তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান এবং সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছেন। গবেষণার জগৎ, জনপরিসর (পাবলিক স্পেয়ার) এবং বিশেষত সামাজিক আন্দোলনের কার্যকলাপের মধ্যে এই ব্যবধানকেই অতিক্রম করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, নারীবাদ, পরিবেশ এবং অন্যান্য আন্দোলনের মতো অনেক আন্দোলন ইতিমধ্যে একটি উদাহরণ তৈরি করেছে এবং এই ধরনের আন্দোলনের গাথুঁনি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পেতে সাহায্য করেছে।

সংকটের মুহূর্তগুলোতে সামাজিক বিজ্ঞানের দায়িত্বশীলতা কি তা তাদের জন্য পরিষ্কার হয়ে যায়?। দ্বন্দ্ব প্রায়শই সংকটের লক্ষণ এবং একই সময়ে পরিবর্তনের একটি অগ্রদূত। এই প্রক্রিয়াটি প্রায়শই সামাজিক বিজ্ঞানের একটি রেফারেন্স ক্ষেত্র। ব্যক্তিগতভাবে, আমার সমাজবিজ্ঞানের চর্চা জরুরি বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া। যেমন ধরুন, সমাজের উপর অব্যাহত যুদ্ধ, অবক্ষয় এবং অনিশ্চয়তা–যা একটি নিরাপত্তাহীন, যুক্তিহীন, অনিশ্চিত অস্থায়িত্বের সম্ভাবনার অংশ। সুতরাং আমাকে অবশ্যই এ বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং এগুলো বিদ্যমান ধরে কাজ করতে হয়েছে। যেহেতু এর নিজের মধ্যেই বৈপরীত্য ও নেতিবাচকতা আছে এবং এটি ভবিষ্যতের ধারণাটিকে বাঁধা দেয় (যা কাল্পনিকতার ঘাটতিকে অবরুদ্ধ করে)। তবে একই সাথে, এটি আমাদের শেখায় কীভাবে আরও ব্যবহারিক ও সক্রিয় পদ্ধতিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কল্পনাকে জোড়দার করা যায়।

আপনার গবেষণার ফলাফলগুলো কি প্রকাশ্যে এবং বিজ্ঞানের বাইরে অনুধাবন করা গেছে এবং রাজনৈতিক কলাকুশলীরা কি সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফলগুলোতে আগ্রহী?

আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে: ঠিক এমনটিই ঘটেছে। তবে, আমি বিশ্বাস করি যে, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফলগুলো অনুধাবন করা হয়েছে কিনা সেটি প্রশ্ন নয়। বরং প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞানের আদানপ্রদান, সংলাপ এবং মত বিনিময় করার জন্য পথ এবং নেটওয়ার্ক সৃষ্টির কাজ হয়েছে কি? এখানে সংগঠনগুলো, সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ আছে। সংলাপের এই সকল স্থান থেকে উদ্ভুদ সমস্যার ভিত্তিতে বাস্তবে আমরা যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করি সে সম্পর্কে আমাদের গবেষণার এজেন্ডাগুলো কার্য়করী করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমরা একটি সমন্বয়পূর্ণ দৃষ্টভঙ্গির মাধ্যমে এই অঞ্চলের বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জ এবং জনগণের সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করতে চাই।

এভাবেই 'গ্রুপো দে এস্তুডিওস দেল ট্রাবাজো দেসদে এল সুর' (Grupo de Estudios del Trabajo desde el Sur, GETSUR) বাস্তব হয়ে উঠে। জিইটিএসইউআর একটি স্থানীয় ও আঞ্চলিক কাজের প্ল্যাটফর্ম– যা বিশ্ব গবেষণা নেটওয়ার্কগুলো ওপর নির্ভর করে এবং সামাজিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সম্পর্কে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। আমরা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রয়োজনে এক ধরনের সমন্বয় এবং পারস্পরিক নির্ভরতাকে উদ্বুদ্ধ করি। একাজে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও বিভিন্ন ধরণের সুবিধা সহজলভ্য করেছি এবং একইভাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান এবং গবেষণার স্বক্ষমতাকে প্রশিক্ষণ, তথ্য এবং/অথবা চিন্তাশীল মতামত প্রকাশে নির্দিষ্ট সমস্যা মোকাবেলার জন্য তৈরী করেছি।

অক্টোবর বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। বিজ্ঞানী হিসাবে আমরা আমাদের নিজস্ব জাগরণ প্রত্যক্ষ করছি এবং এই জাগরণে অংশ নেওয়া একজন কলাকুশলী হিসাবে এই জাগরণ ছিলো পুনরুজ্জীবন এবং নতুন ভালো লাগা। আমি বিশ্বাস করি যে অনিশ্চয়তা এবং বিপজ্জনক অনিশ্চিত অবস্থার ধারণাসমূহ আমাদের অক্টোবর বিদ্রোহের সাথে চলার একাধিক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

আপনার গবেষণার বিষয়গুলো যথা : অনিশ্চয়তা, শ্রমবাজারের নিরাপত্তাহীনতা কীভাবে সমাজের গঠনে অবদান রাখে। তবে, আপনি অনেক প্রকল্পে অংশ নিয়েছেন যা তেমুকো পাড়া প্রতিবেশি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের পুনর্ব্যবহারের মডেলের সাথে জড়িত। আপনি কি আমাদের এই গবেষণা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন? বিশেষ সমস্যা ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার চ্যালেঞ্জগুলি সনাক্ত করতে পারেন?

অবশ্যই। ব্যক্তিগত কৌতূহল, শিক্ষণকৌশল, এবং সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে আমি এই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করেছি। এই অভিজ্ঞতাগুলোই আমাকে স্থানীয় পরিসরে অন্যান্য কলাকুশলীদের সাথ কাজ করার জন্য পরিচালিত করে। সম্পদের পুনর্ব্যবহারযোগ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি 'রেড ডি অ্যাকিয়েন পোর লস ডেরেকোস অ্যাম্বিয়েন্টালেস' (Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA) নামে চিলির একটি এনজিওর সাথে কাজ করেছি। এই সংস্থাটি লা আরাওকানিয়া এবং ওয়ালমাপু অঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন, ম্যাপুচে সম্প্রদায় এবং আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক কাজ করে। তেমুকো শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য তাদের একটি কৌশল এবং একটি 'শূণ্য আবর্জনা' পরিকল্পনা রয়েছে –যার জন্য সরকারি অনুদান চেয়ে তারা সাফল্যের সাথে ২০১৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল।

আমরা এই অভিজ্ঞতা শুরু করেছিলাম ২০১৬ সালের পরে যখন ১৯৯২ সালে থেকে চালু থাকা নগরীর ল্যান্ডফিল ভাগাড়টি বন্ধ করে দেয়া হয়। ভাগাড়টি স্থাপন করা হয়েছিল শহরের পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে ২২ টি মাপুচে সম্প্রদায়ের অধিবাসী বসবাস করত–যা ধসে পড়েছিল এবং ঐ অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলকে দূষিত করেছিল। বিভিন্ন তদন্তে আশেপাশের জনগণের স্বাস্থ্যের ওপর যে বিরূপ প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে। পরিবেশের উপর এই বিরূপ প্রভাব প্রশমনের জন্য সরকার বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করেছিল। এই দূষণ স্থানীয় অর্থনীতি, জীবনযাত্রার পরিস্থিতি এবং পরিবেশকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও, অনেকে ভাগাড়টিতে বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং বিক্রয় নিয়ে অর্থনৈতিক পরিসরে কাজ করার সম্ভাবনা দেখেছিলেন।

এইভাবে ২০১৬ সালে আমরা ভাগাড়ে অনানুষ্ঠানিক পুনর্ব্যবহারকারী ও ঝাড়ুদারদের একটি নিবন্ধন (ক্যাডাস্টার) পরিচালনা করেছিলাম। ভাগাড়টি বন্ধ হওয়ার আগে, আমি আরএডিএর (RADA) সাথে একত্রে পুনর্ব্যবহারকারীদের ইউনিয়ন গঠনে সহযোগিতা করেছি। ইউনিয়নের সদস্য ছিল ৬২ জন। কেউ কেউ ছিলেন এই সেক্টরে কাজ করা ম্যাপুচে পুরুষ এবং মহিলা, অন্যরা ছিলেন তেমুকোর দরিদ্র পাড়ার লোক। তাদের বেশিরভাগই এটিকে একটি পারিবারিক কাজ হিসাবে দেখেছিল। এই কার্যক্রমে আমার সাথে একজন সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ছিলেন–যিনি ভাগাড়টির সমাপ্তির প্রক্রিয়া (ক্লোজার

>>

প্রসেস) এবং পুনর্ব্যবহারের (রিসাইকেল) অর্থনৈতিক বিকল্প গড়ে তুলার বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। সেখানে ইউনিয়ন যখন জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র অনুসন্ধানের প্রস্তাব দেয়, তখন আমরা বাস্তুসংস্থানিক উপায়ে পরিবেশকে রক্ষা করা যায় এমন একটি প্রস্তাবের কথা ভেবেছিলাম।

আপনার মতে, অনিশ্চয়তা এবং স্থানীয় পরিবেশগত উদ্যোগ, এই দুটি গবেষণা ক্ষেত্র কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত?

আমার মনে হয়, আমি আপনাকে যে অভিজ্ঞতাগুলোর কথা বলছিলাম তার মাধ্যমেই এই সম্পর্কটি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করা যায়। এই অভিজ্ঞতায় আমরা কাজ শুরু করেছিলাম আন্তঃসম্পর্কের প্রথম কেন্দ্রবিন্দুতে। সেখানে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে নিয়োজিত আবর্জনা পুনর্ব্যবহারকারীদেও নিরপত্তাহীনতা, এই সেক্টরে বসবাসকারী মাপুচে সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা এবং তাদের উপর ভাগাড়ের পরিবেশগত বৈষম্য নিয়ে কাজ করেছি। উভয় ধরনের অনিশ্চয়তাই সমাজ, কাজ, উন্নয়ন, প্রকৃতি এবং জীবনকে বোঝার ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। ভাগাড়, ভাগাড়ের নির্মাণ, পরিচালনা, এবং বন্ধ করাকে ঘিরে যে দ্বন্দ্ব, সেখানেও উভয় ধরনের অনিশ্চয়তাই ছিল।

আবর্জনা একটি ভোগবাদী সমাজের পণ্য এবং বাস্তুসংস্থানীয় অ-টেকসই বস্তু– যা আমাদের শিখিয়েছে তা কীভাবে এর আশেপাশের নিরাপত্তাহীনতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আবর্জনা ফেলে শ্রমিকরা জীবিকা নির্বাহ করে। আবর্জনার মধ্যে মানুষ খাবার খেতে ও খাবারের সন্ধান করতে প্রস্তুত। চরম দারিদ্র এবং সামাজিক অবহেলা। এ কারণে ভাগাড় বন্ধ হওয়ার আগে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রম আবর্জনা পুনর্ব্যবহারের সাথে যুক্ত ছিল, তাদেরকে সামাজিক বিতাড়নের শিকার হয়ে নতুন অঞ্চলে যেতে বাধ্য করা হয় যেখানে জীবন ও জীবিকার সন্ধান তাদের জন্য আরো কঠিন। এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করলেই রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়া যাবে। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শ্রমিকদের সংস্থাগুলোকে আরো ভাঙ্গনের দিকে ঠেলে দেয়; তবে, একই সাথে এটি আমাদেরকে বিশদ বিকল্পের জন্য একটি সহযোগী সত্তার কথাও ভাবতে সাহায্য করে।

এমন একটি ধারাবহিক সংকট আছে–যা মানুষের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলছে। তাই, শুধু ঝুঁকি নয় বরং জীবনের নিরাপত্তাহীনতা গুণিতক হারে বেড়েছে। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমানের রাজনৈতিক বিরোধগুলো একটি নতুন রাজনৈতিক দায়বোধের সূচনা করেছে; বিশেষ করে, নারীবাদী, বাস্তুসংস্থানিক, এবং জ্ঞানের অউপনীবেশিক আন্দোলন সমুহ আমাদেরকে উদারসর্বস্ব, লুণ্ঠনমূলক, যুদ্ধাংদেহী পুঁজিবাদের মুখে জরুরি অবস্থার বোধ, সংকট, এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে নতুনকরে চিন্ড্র় করতে আহ্বান করে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: ডাস্টে হুলিয়ান <dasten@gmail.com>

১. অতিমারীর কারনে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। এই নির্বাচন ১৫ এবং ১৬ মে, ২০২১ এ

> কোভিড-১৯ ও বৈশ্বিক অসমতা

কারিন ফিশার, জোহানেস কেপলার বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রিয়া

"কোভিড-১৯ বিশ্বের জন্যে একটি চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ যত বাড়বে, চিন্তার জগৎ ততোই জাতীয়তাবাদী কিংবা আরো সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দিকে চলে যাবে"

করোনা ভাইরাস কাউকে রেহাই দেয় না কিংবা কোনো জাতীয় সীমানাকে সন্মান করে না। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির মতে, ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রথমবারের মতো শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রা মানের সমন্বিত মান, মানব উন্নয়ন সূচক হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই –ধনী ও দরিদ্র–এই হ্রাস প্রত্যাশিত।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে একটি 'কাল্পনিক সমতার' উস্কানি অনুভব করা ঠিক হবে না। কোভিড-১৯ এই সত্য তুলে ধরে যে, 'আমরা সকলেই একই নৌকায় নেই'। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস যেমনটি বলেছেন, 'আমরা যখন সবাই একই সমুদ্রের উপর ভাসমান অবস্থায়, তখন এটি স্পষ্ট যে কিছু কিছু মানুষ প্রমোদতরণীতে রয়েছে, আবার অন্যরা আঁকড়ে রয়েছে বয়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষের সাথে।' অতিমারীটি জাতীয় সীমান্তের মধ্যে তবে, বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সম্পদ ও আয়, লিঙ্গ ও বর্ণের বিদ্যমান বৈষম্যগুলোকে উন্মোচিত এবং বৃদ্ধি করেছে।

পরিবার থেকে আন্তঃদেশীয় এবং দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে অতিমারীটির উচ্চ অসম প্রভাবসমূহ দৃশ্যমান। 'বৈশ্বিক অসমতা এবং মহামারী' এই বিশেষ বিভাগের প্রবন্ধগুলো অসমতার উপর যেমন উত্তর-দক্ষিণ বিভাজনে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিবদ্ধ করেছে। তিনটি প্রাসঙ্গিক বিষয় : ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অসমতার চিত্র তুলে ধরে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন, চিকিৎসাসেবা, প্রযুক্তিগুলোর অসম সুযোগ ,প্রবল ঋণের বোঝা এবং অসম আর্থিক সম্পর্ক; এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অসম প্রভাব।

প্রথম নিবন্ধটি কাজল ভরদ্বাজের–যা বিদ্যমান বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার টিআর-আইপিএস (TRIPS) চুক্তিকে ব্যাখ্যা করে–যা মূলত স্বাস্থ্যের মানবাধিকারের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার এবং ব্যক্তিগত মুনাফার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনগুলোর জন্য অসম, অসাম্য এবং জঘন্য প্রতিযোগিতা কোম্পানিসমূহের একচেটিয়া অধিকারগুলো বৃদ্ধি করেছে–যা ক্রমবর্ধমানভাবে 'ভ্যাকসিন বর্ণবাদ' বা 'ভ্যাকসিন সাম্রাজ্যবাদ' হিসাবে দেখা দিয়েছে । কমিলা গিয়েনেলা তাঁর প্রবন্ধের জন্য বিশ্বব্যাপী অসম টিকা সংগ্রহের যুদ্ধের একটি ক্ষেত্র হিসাবে পেরু ভ্রমণ করেছেন। লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে পেরুতে কোভিড-১৯ উচ্চ সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও ভ্যাকসিন ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তির কয়েকটি ধারা গ্রহণ না করায়, ফাইজার কমিলা গিয়েনেলার জন্মভূমি পেরুকে সরবরাহের তালিকার নীচে রেখেছিল।

অতিমারী এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট বিশ্ব মন্দা বিভিন্ন দেশকে ঋণের জালে পতিত করছে। তবে, এটি শুধু দরিদ্র দেশের সমস্যা নয়। গ্লোবাল সভ্রেইন ডেব্ট মনিটর ২০২১ অনুসারে, জরিপ করা বিশ্বজনীন দক্ষিণের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল ১৪৮ টি দেশের মধ্যে ১৩২ টি দেশ চরম ঋণী। ক্রিস্টিনা লাসকারিডস কোভিড-১৯ এর অধীনে চরম ঋণের অসম ভৌগলিক বিন্যাস তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ঋণ সংক্রান্ত নীতি একটি বিশ্বব্যাপী 'ক্ষমতার খেলা'–যার জীবনযাত্রার ওপর এক বিরাট প্রভাব রয়েছে। একইভাবে, লুকীস্টার মিয়ান্দাজী বিশ্বব্যাপী লাভের অসম ভৌগলিক বিন্যাস দেখিয়েছেন; যেখানে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলো থেকে অবৈধ আর্থিক প্রবাহ বিশ্বজনীন উত্তরের উন্নত দেশগুলোর ব্যক্তি, বাণিজ্য 'অংশীদার', ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনের সদর দফতর এবং ট্যাক্স অভয়াশ্রয়স্থলগুলো দ্বারা আত্মসাৎ করা হয়। তিনি লিখেছেন, আফ্রিকা প্রায় প্রতি বছরই বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্মিলিত প্রায় সম-পরিমাণ অর্থ হারায়। তার মানে এই যে, এই দেশগুলোর তাদের অর্থনীতিতে নগদ ব্যয় বা কোভিড-১৯ অতিমারীটির মোকাবিলায় বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অর্থায়ন করার কোনো আর্থিক সামর্থ নেই। জাম্বিয়ার উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখান যে, ঋণ পরিশোধের দায়বদ্ধতা এবং অবৈধ আর্থিক প্রবাহ তাদের অর্থনীতিকে আরও শ্বাসরোধ করে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

সর্বশেষ কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যেহেতু করোনা ভাইরাস এবং বাস্তুসংস্থানগত বিপর্যয় ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, ই ভেঙ্কট রামনায়া এবং বিহা এমান্ডি এ অবস্থাকে 'দ্বৈত বিপর্যয়' বলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারা দেখিয়েছেন যে, পানির স্বল্পতা, বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো পরিবেশ বিপর্যয় অতিমারীটির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবকে আরও তীব্রতর করেছে। ভিন্নভাবে, পরিবেশ বিপর্যয়ের পরিণতিগুলো অসমভাবে বিন্যস্ত এবং প্রাথমিকভাবে পরিবেশ বিপর্যয় তাদেরকেই প্রভাবিত করে–যারা এই অতিমারীতে সামঞ্জস্যহীনতায় ভুগছে।

কোভিড-১৯ একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। যাই হোক, সমস্যাগুলো যতো ঘনিয়ে আসে এবং প্রতিযোগিতা ততো বেশি হয় এবং সুযোগ ততোই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়; এটি জাতীয়তাবাদী বা এর থেকেও সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ হিসাবে মনে হয়। প্রবন্ধকারদের উদ্বাত্ত আহ্বান হলো : 'সবাই নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত, কেউই নিরাপদ নয়!' ■

সরাসরি যোগাযোগ: কারিন ফিশার <Karin.fischer@jku.at>

> মুনাফার উপরে মানুষঃ কোভিড-১৯ এর উদাত্ত আহ্বান

কাজল ভার্দওয়াজ, আইনজীবী, নয়াদিল্লী, ভারত।

অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি, ওয়েস্টমিনিস্টার, লন্ডন, ২০২১ -এর কার্যালয়ে টিকা দানে সার্বজনীন বৈশ্বিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রচারণা চালাচ্ছে, গ্লোবাল জাস্টিস নাউ এবং দ্যা পিপল'স ভ্যাক্সিন।

কৃতজ্ঞতাঃ ফ্লিকার Jess Hurd/Global Justice Now.

২০০১ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এইচআইভি অতিমারী মোকাবিলার বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টায় তার বহুপাক্ষিক চুক্তি, ট্রিপস চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির দায়বদ্ধতার প্রভাবের মুখোমুখি হয়েছিল। এ সময় বহুজাতিক ফার্মা কোম্পানিগুলো এইচআইভি চিকিৎসার সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ঔষধ আমদানীর অনুমতি দেওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার বিরুদ্ধে আইনি বিধান নিয়ে মামলা করেছিল; এইচআইভি চিকিৎসা-সেবার স্বত্বাধিকারী হিসাবে এই কোম্পানিগুলো তাদের চিকিৎসা-সেবার জন্য হাজার হাজার ডলার ধার্য করেছিল –যখন জেনেরিক এইচআইভি ওষুধের জন্য দিনে এক ডলার খরচ হতো। কোম্পানিগুলো অভিযোগ ছিলো যে, দক্ষিণ আফ্রিকার এই পদক্ষেপ ট্রিপস চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। মামলাটি করার জন্য ফার্মা কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভের ফলে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সকল সদস্য ট্রিপস এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক দোহা ঘোষণা গ্রহণ করেছিল। এই ঘোষণা নিশ্চিত করেছিল যে, ট্রিপস চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর ট্রিপস চুক্তিকে তাদের জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং জনগণের জন্য ওষুধ নিশ্চিত করার অধিকারকে সমর্থন করে এমনভাবে ব্যাখ্যা করার অধিকার আছে

> কোভিড-১৯ এবং ট্রিপসের বাধাসমুহ

বিশ বছর পরে এলো আরেকটি অতিমারী কোভিড-১৯। এখন এই প্রেক্ষিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ দাবি করছে যে, ট্রিপস চুক্তির আওতায় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বাধ্যবাধকতা মওকুফ করা উচিত। দোহা ঘোষণার মাধ্যমে ট্রিপসের যে নমনীয়তা লক্ষণীয় হয়েছিল (যেমন, বাধ্যতামূলক লাইসেন্স, সমান্তরাল আমদানি, বা কঠোর স্বত্বাধিকরণ মান ইত্যাদি); তা সাশ্রয়ী মূল্যের এইচআইভি, হেপাটাইটিস সি, ক্যান্সার এবং হৃদরোগের চিকিৎসা পেতে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা করেছে। কিন্তু ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান প্রস্তাবে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, কোভিড-১৯ এর মতো দ্রুত গতিশীল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল সংক্রামক রোগের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির বাধাগুলো মওকুফ প্রয়োজন– যা সদস্য দেশ এবং প্রতিযোগীদেরকে জটিল লাইসেন্সিং অ্যাপস আলোচনায় কালক্ষেপণ না করে এবং বহু মিলিয়ন ডলারের আইপি লঙ্ঘনের মামলাগুলোর ভয় ছাড়াই অথবা ধনী দেশগুলোর বাণিজ্য চাপের ভয় ছাড়াই কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিবে।

ধনী দেশগুলো যুক্তি দিচ্ছে এবং প্রত্যাশিতভাবে, কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির কোনো ধরনের বাধা তৈরি করছে না। কিন্তু অতিমারীর অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বছর পূর্তিতে প্রমাণগুলো তাঁদের যুক্তির ঠিক বিপরীত। এমনকি, কোভিড-১৯ টিকার জন্য অসম, অন্যায্য এবং মর্মস্পর্শী হাহাকার সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী মনযোগ সত্ত্বেও

>>

যা ক্রমবর্ধমানভাবে 'টিকা বর্ণবৈষম্য' হিসাবে দেখা হচ্ছে–যা শুরু থেকেই এই অসমতা মাস্ক, রোগনির্ণয়, সরঞ্জাম এবং চিকিৎসাপত্র ইত্যাদি অধিগত করার ক্ষেত্রে সমর্থন পেয়েছে।

ভেন্টিলেটর ভালভের জন্য থ্রি-ডি মুদ্রণে কাজ করা ইতালীয় গবেষকরা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীদের দ্বারা আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে পারেন এই সংবাদ সম্ভবত বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সুরক্ষার সহজ প্রাপ্তি এবং শক্তির উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিল। এ ধরনের আরও ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক উদাহারণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাস্ক ডিজাইনের ওপর শত শত স্বত্বাধিকারী থ্রিএম নামে একটি কোম্পানি তাদের স্বত্বাধিকার আক্রমণাত্মকভাবে প্রয়োগ করছিল এবং একজন মার্কিন সিনেটর কোম্পানিটিকে মাস্কের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য তার স্বত্ব ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। আইনি পদক্ষেপের হুমকি ফার্মা কোম্পানি রোচেকে নেদারল্যান্ডসে তার কোভিড-১৯ পরীক্ষার কৌশল প্রকাশ করতে বাধ্য করেছিল। সেপেইডের ৪৫ মিনিটের কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত মূল্য ১৯.৮০ মার্কিন ডলার যা সুশীল সমাজের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল এবং তা সর্ব্বনিম্ন ৫ মার্কিন ডলারের মতো হতে পারতো। মার্কিন বহুজাতিক কর্পোরেশন গিলিয়েড অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ রেমডেসিভির ২৩৪০ মার্কিন ডলারে বিক্রি করে। সীমিত সংখ্যক উন্নয়নশীল দেশে সরবরাহকারী এর মুষ্টিমেয় লাইসেন্সধারী এবং এর মূল্য ৩২০ ডলার মূল্য নির্ধারণ করে। তবে, লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা হিসাব দেখান যে, গণ-উৎপাদনে এর দাম ৬ মার্কিন ডলারেরও কম হতে পারতো।

ধনী দেশগুলো যখন প্রতি সেকেন্ডে একজনকে টিকা দেয়; তখন বেশি-রভাগ দরিদ্রতম দেশগুলো এখনও একটি ডোজও সরবরাহ করতে পারেনি। যদিও বিশ্বজনীন দক্ষিণের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর টিকা উৎপাদনে যথেষ্ঠ সক্ষমতা রয়েছে। তবে, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির সুরক্ষার লুকানো বিপদ তথা স্বত্ব, বাণিজ্যিক গোপনীয়তা এবং তথ্য-উপাত্তের একচেটিয়া অধিকার তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় পেটেন্ট অফিসের তথ্য মতে, করোনা ভাইরাস টিকা সম্পর্কিত শত শত স্বত্ব রয়েছে। গবেষণার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, টিকার স্বত্বগুলো অত্যন্ত বিস্তৃত; এমনকি টিকার উপাদান, প্রযুক্তি প্রক্রিয়া, বয়সগোষ্ঠী এবং ডোজ বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধিগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক গোপনীয়তার সুরক্ষা টিকা-উৎপাদকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানে তাদের মালিকানা ধরে রাখতে সহায়তা করে। যদিও এই প্রযুক্তিগত জ্ঞান অন্যান্য উৎপাদকদের দ্রুত উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা করতে পারে; টিকা উৎপাদকদের তথ্য-উপাত্ত এবং বাজারের ওপর একচেঠিয়া অধিকার, অন্যান্য উৎপাদকদের নিবন্ধিকরনে আরও বাধা তৈরি করবে।

> উন্নত-উন্নয়নশীল দেশে চিকিৎসাসেবার বিভাজন তরান্বিতকরণ

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোভিড-১৯ প্রযুক্তিতে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অ-নিরঙ্কুশ লাইসেন্সিংয়ের মূল অঙ্গীকারের অধীনে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা টিকাটি ব্যাপক উৎপাদনের জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত ছিল। অথচ অ্যাস্ট্রাজেনেকার সাথে একটি একচেটিয়া চুক্তি করা হয়েছিল–যা কিছু উৎপাদকদের সাথে গোপন উপ-অনুজ্ঞাপত্রে প্রবেশ করেছিল। যদিও কিছু উন্নয়নশীল দেশে ভারতথেকে অল্প পরিমাণ টিকার ডোজ সরবরাহ পায় এবং তা উৎপাদন ক্ষমতা স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত। এমনকি, অলাভজনক মূল্য নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি, দরিদ্র দেশগুলো প্রতিটি টিকার ডোজের জন্য ৩ থেকে ৮ মার্কিন ডলারের মধ্যে অর্থ প্রদান করছে বলে জানা যাচ্ছে।

মজার ব্যাপার হলো, ফ্রান্স, জার্মানি এবং কানাডার মতো ধনী দেশগুলো কোভিড-১৯ বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের সুবিধার্থে প্রথম আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। একইভাবে, ইসরায়েল এন্টি-ভাইরাল লোপিনাভির/রিতোনাভিরের ওপর এবং হাঙ্গেরি ও রাশিয়া রেমডেসিভিরের জন্য বাধ্যতামূলক লাইসেন্স জারি করেছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির বাধা অপসারণে বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপের ফলে কোম্পানিগুলো প্রায়শই তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি কেন্দ্রীক মুনাফার আচরণ পরিবর্তন করে। ইসরায়েলের বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের পদক্ষেপের ফলে এব্‌ভি ফার্মাসিটিক্যাল ঘোষণা করে যে, তারা লোপিনাভির/রিতোনাভিরের ওপর তার স্বত্ব বিশ্বব্যাপী আর প্রয়োগ করবে না। ভারত, থাইল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনার রোগীদের একদল ইতিমধ্যে রেমদেশিভির এবং ফাভিপিরাভিরের স্বত্ব চ্যালেঞ্জ নথিভুক্ত করেছে। জনসন এন্ড জনসন টিকার জন্য একজন কানাডিয়ান প্রস্তুতকারক প্রকাশ্যে লাইসেন্স চেয়েছেন এবং তিনি বাধ্যতামূলক লাইসেন্সও চাইতে পারেন।

কোভিড-১৯ টিকা পরীক্ষা এবং চিকিৎসার উন্নয়নে, ধনী দেশগুলো লক্ষ লক্ষ গণ-তহবিল ব্যয় করেছে। তবুও, তারা উচ্চ মূল্য প্রদান করে এবং সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার মুখোমুখি হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বাধা অপসারণ, ব্যবহারিক জ্ঞানের অংশীদারিত্ব উন্মুক্ত করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আইনি ব্যবস্থা ব্যবহার ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ধনী দেশগুলো বরং তাদের প্রাপ্য কোভিড-১৯ টিকা ও চিকিৎসার সরবরাহগুলো দ্রুত আয়ত্তে আনছে এবং এসবের রপ্তানিতে বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করছে। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো, কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদন ক্ষমতা, দাম কিংবা তাদের চুক্তি সম্পর্কে স্বচ্ছ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো দায়বদ্ধতা নেই। কথিত আছে, কিছু দর-কষাকষি আলোচনায় দাবি করা হয়েছে যে, যেন দেশগুলো কোম্পানিগুলোকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য আইনি মুক্তি দেয় অথবা দূতাবাসের মতো সরকারি সম্পদ অতিরিক্ত জামানত হিসাবে রাখে। যদিও, কোম্পানিগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রযুক্তি অ্যাক্সেস পুলের সাথে জড়িত হতে অস্বীকার করে এবং কোভিড-১৯ টিকার ন্যায্য বন্টনের লক্ষ্যে কোভাক্স সুবিধায় সরবরাহকে অগ্রাধিকার মুক্ত করে স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে এবং ফার্মা কোম্পানিগুলোর সংগঠন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বাধা অতিক্রম করার অভিপ্রায়ে সরকার এবং জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে তাদের তদবির বাড়াচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলো সোচ্চারভাবে ট্রিপস মওকুফকে সমর্থন করেছে। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সচিবালয় এ বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে এবং একই সাথে স্বেচ্ছাসেবী পন্থাগুলো এগিয়ে নিতে অনড়ভাবে চাপ দিচ্ছে। ট্রিপস স্বত্ব মওকুফের জন্য সক্রিয় কর্মীদের কয়েক মাসের প্রচারণার পর, যখন এই অবস্থানগুলো আরও বেশি দৃঢ়তর হয়েছে বলে মনে হচ্ছে; তখন ৫ মে, ২০২১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি ট্রিপস মওকুফকে সমর্থন করে একটি বিস্ময়কর ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও এটি কোভিড-১৯ টিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

যখন ট্রিপস স্বত্ব মওকুফের বিষয়ে মার্কিন পদক্ষেপ দর-কষাকষি আলোচনাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে, তখন এটা স্পষ্ট যে, আমরা গত এক বছর নষ্ট করেছি কোম্পানিগুলো সঠিক কাজ করার অপেক্ষায়। 'জনগণের জন্য টিকা'র আহ্বান আরও জোরালো হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর নতুন ধরন উদ্ভব হওয়ার সাথে সাথে আমার দেশের মতো দেশগুলো একের পর এক বিধ্বংসী ঢেউয়ের মুখোমুখি হয়। কোভিড-১৯ থেকে মৃত্যু এবং দীর্ঘকালীন অসুস্থতা রোগী, রোগীর পরিবার এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তাদের ক্ষতি নির্ধারণ করে দেয়। জটিল বাণিজ্য বিধিগুলো যা মুনাফাকে মানুষের উপর মুল্যবান মনে করে, তার সুক্ষ পর্যালোচনা করে আমাদের নষ্ট করার মতো সময়ও আর নেই। কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্য প্রযুক্তি নিশ্চিত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ট্রিপস স্বত্ব মওকুফ করা হবে সবার জন্য। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য: কাজল ভার্দওয়াজ <k0b0@yahoo.com>

> কোভিড-১৯ টিকা: বৈশ্বিক অসমতা উন্মোচন

ক্যামিলা জিয়ানেলা, পেরু সিসেপা পন্টিফিকাল ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, পেরু

এ মহামারি শুরুর আগে বিশ্বে যে সার্বিক বৈষম্য চলমান ছিলো, টিকা দানের ক্ষেত্রেও তাই অনুসরণ করা হচ্ছে।
কৃতজ্ঞতা: FrankyDeMeyer/Getty Images/iStockphoto.

কোভিড-১৯ মহামারী বিশ্বজুড়ে ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ফেলছে। যাই হোক, এই বৈশ্বিক সংকট থেকে একটি বিপজ্জনক বার্তা উঠে এসেছে যে, আমরা সর্বত্র একই সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি অর্থাৎ আমরা একই নৌকায় আছি। যেমন, নরওয়ের বার্গেনে লকডাউনের মুখোমুখি হওয়া অথবা পেরুর লিমায় লকডাউনের মুখোমুখি হওয়া একই কথা; অথবা লিমার একটি ধনী এলাকায় লকডাউনের মুখোমুখি হওয়া কিংবা একই শহরের বস্তিতে বসবাসকারী পরিবারগুলোর জন্য লকডাউনের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান ঝুঁকিগুলো মোকাবিলা করা একই ধরনের সমস্যা।

রাষ্ট্রগুলোতে সমান প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো সত্ত্বেও, এই প্রাধান্যকারী ভাবপ্রকল্প বা পরিকল্পনা কোভিড-১৯ টিকাগুলোর

>>

একটি অসম বিতরণকে অনুমোদন দিয়েছিল। বাস্তবতা হচ্ছে ধনী দেশগুলো এই দৌড়ে বিজয়ী হয়েছে–টিকা ক্রয়ের সক্ষমতার দিক থেকে তারা প্রথম ছিল এবং যার ফলস্বরূপ তাদের জনগণকে টিকা দেওয়া শুরু করেছিল। যদিও এটা সত্য যে, নরওয়ের মতো কিছু ধনী দেশ দরিদ্র দেশগুলোর সাথে ২০২১ সালের জানুয়ারির মধ্যে টিকার ডোজ ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; তবুও একটি দেশের সম্পদই টিকা পাওয়া অথবা না পাওয়া নির্ধারণ করেছিল।

> বেসরকারীকৃত ওষুধ উদ্ভাবন ব্যবস্থা

টিকা অধিগত করা অথবা পাওয়া সম্পর্কে আমরা বিশ্বব্যাপী যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি তা নির্দিষ্ট দেশগুলোর কেবল কৃপণতার ফলাফল নয়; বরং এটি বিশ্বব্যাপী একটি অনিশ্চিত ওষুধ উদ্ভাবন ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। ধনী দেশগুলো টিকার উন্নয়নে সরকারী তহবিল বরাদ্দ করেছে। এমনকি ফাইজারের ক্ষেত্রেও –যারা তার টিকার উন্নয়নে সরকারী অর্থ ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছে কিন্তু প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, তার অংশীদারী সংস্থাগুলো যারা ফাইজারের টিকার সহযোগী ও উন্নয়নে সহায়তা করেছে তারা সরকারী তহবিল গ্রহণ করেছে। টিকার উন্নয়নে ধনী দেশগুলোর অংশগ্রহণ তাদেরকে 'আরও ভালো দাম' চাওয়ার সুযোগ করে দেয় কিন্তু বেসরকারী কোম্পানিগুলোর টিকা থেকে লাভ করার অধিকার অস্বীকার করে না। এর ফলে, বর্তমান নিয়ম অনুসারে এই রোগ ও এর নতুন ধরনগুলোর বিস্তার বন্ধ করতে দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণকে টিকা দেওয়ার জরুরি প্রয়োজন সত্ত্বেও, দক্ষিণ আফ্রিকাকে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড-১৯ টিকার ডোজের জন্য বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশের চেয়ে প্রায় ২.৫ গুণ বেশি অর্থ প্রদান করতে হয়েছে।

টিকা উৎপাদনে সরকারী অর্থ বরাদ্দ স্বত্ত্বেও, বেসরকারী টিকা উৎপাদনকারীদেরকে গোপনীয়তা সংক্রান্ত আইনের ধারা বিষয়ে তাদের অধিকার এবং তাদের কোভিড-১৯ টিকার প্রয়োগে অপ্রত্যাশিত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট মামলা থেকে রক্ষা করার জন্য আইনি সংশোধন চাইতেও বাধা দেয়নি। টিকার প্রয়োজনীয়তা এবং কোভিড-১৯ টিকার বাণিজ্যের ওপর কিছু ন্যূনতম শর্ত আরোপ করার জন্য বৈশ্বিক নেতৃত্বের অভাব, টিকা উৎপাদকদের প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছে। টিকা উৎপাদনকারীদের 'আইনি সুরক্ষা' টিকার প্রয়োজন এমন দেশগুলোর সাথে তারা আলোচনা বিলম্বিত বা অবরুদ্ধ করছে এবং এইভাবে তাদের টিকা অধিগত করা অথবা পাওয়া বিলম্বিত করছে এবং শেষ পর্যন্ত টিকা উৎপাদনকারীরা আরও মৃত্যু এবং ভাইরাসের নতুন ধরনগুলোর বিকাশে (এবং ছড়িয়ে পড়ায়) অবদান রাখছে!

এমন একটি উদাহরণ হল পেরু এবং ফাইজারের সাথে এর ব্যর্থ আলোচনা। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এবং বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ কোভিড-১৯ আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার সম্বলিত দেশগুলোর মধ্যে পেরু অন্যতম। ২০২১ সালের জানুয়ারির মধ্যে দেশটিতে যখন দ্বিতীয় ঢেউয়ের শুরু হয়েছিল, তৎপূর্বেই দেশটির স্বাস্থ্যব্যবস্থা ধসে পড়েছিল। ২০২০ সালে পেরুর সরকার ফাইজারের সাথে আলোচনা শুরু করে কিন্তু কোম্পানি কর্তৃক আরোপিত অ-দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত কিছু ধারা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এর ফলে, পেরুতে কোভিড-১৯ এর বিধ্বংসী প্রভাব সত্ত্বেও ফাইজার দেশটিকে 'টিকা অগ্রাধিকার' তালিকার নীচে রাখে। যেমন-টি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং টিকার দামের ক্ষেত্রে; টিকা উৎপাদনকারীরা শর্ত আরোপ করছে এবং সিদ্ধান্ত নিচ্ছে টিকা অধিগত করা অথবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কার অধিকার থাকবে এবং কত দামে বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থার মধ্যেও এসব সম্পূর্ণ আইনি দায়মুক্তি দিয়ে করা হয়েছে।

> টিকার প্রাপ্যতা ও স্বাস্থ্য অধিকার

টিকার মতো ওষুধের প্রাপ্যতা প্রত্যেক মানুষের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনীয় মানের অধিকারের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে একটি। ঔষধের উদ্ভাবন ও এই উদ্ভাবনের সুযোগ, ওষুধ অধিগত করার একটি মূল উপাদান গঠন করে এবং ফলশ্রুতিতে, ওষুধ উদ্ভাবনের সুযোগ নিয়ন্ত্রণকারী আইন এবং বিধিগুলো জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিগুলোর কেন্দ্রীয় উপাদান। কোভিড-১৯ অতিমারী বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের অভাব, মূল্যবান পণ্য উৎপাদকদের ওপর শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর দুর্বলতা ও বর্তমান চিকিৎসাক্ষেত্রে উদ্ভাবন প্রকল্পগুলোর সীমা উন্মোচন করেছে। স্পষ্টতই; ওষুধের সর্বজনীন সুযোগের নিশ্চিতকরণের জন্য বেসরকারী কোম্পানিগুলোতে সরকারী অর্থের বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। ■

সরাসরি যোগাযোগঃ ক্যামিলা জিয়ানেলা <gianella.c@pucp.edu.pe>

> পাওনাদার এবং ঋণখেলাপীদের মধ্যে স্থায়ী পার্থক্য

ক্রিস্টিনা লাসকারিডিস, দ্য ওপেন ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য।

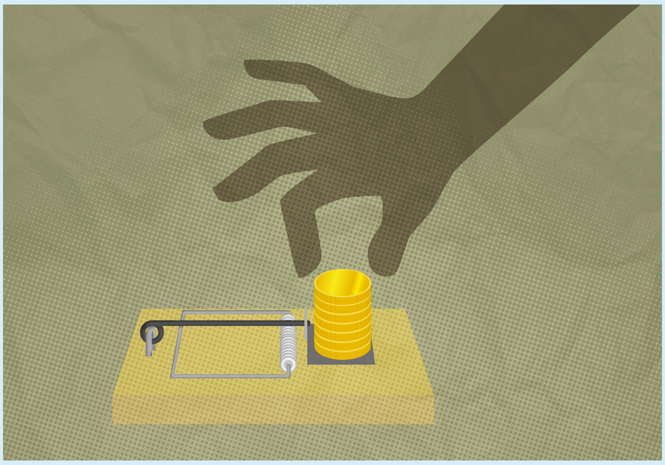

চিত্রায়নে: আরবু

বিত্তবান দেশগুলো যেখানে ঋণ অর্থায়িত ব্যয় এবং অর্থনৈতিক উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মন্দার বিরুদ্ধে লড়াই করছে; সেখানে বিশ্বের দক্ষিণের নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলো নিবিড়ভাবে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে। উপনিবেশবাদের জের এবং বিশ্বের দক্ষিণের পূর্বের মতো প্রবল প্রতাপশালী ঋণের ধরন কোভিডের সময়ে আরও চাঙ্গা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দীর্ঘস্থায়ী এ ধরনের ঋণ বিতরণ ব্যবস্থায় ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ থেকে মুক্ত করার চেয়ে ঋণ দাতার স্বার্থ রক্ষাকে বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়।

> উত্তর-দক্ষিণ বৈষম্য এবং বিশ্ব ঋণের আর্থিক সংস্থান

ডেভিড গ্রাবার অন্যদের মত আলোচোনা করেছেন যে, কীভাবে ঐতিহ-্যাসিক নির্ভরতা ও ক্ষমতার অসম শক্তির ওপর ভিত্তি করে ঋণ দেয়া হয়। তিনি বারবার বলেন যে, সহিংসতার সম্পর্ক পুন:নির্মিত হচ্ছে ঋণের মাধ্যমে –যেখানে অকপট ভাবে দুর্বল অবস্থানে থাকা ব্যক্তিকে ভুল হিসাবে উপস্থিত করা হয়। আন্তর্জাতিক ঋণ ছিল ঔপনিবেশিক প্রকল্পের অংশ। ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতা ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছিল –যার ফলে সরাসরি বিদেশী তদারকি ব্যবস্থা এবং সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়। তবে ঋণখেলাপীরা অর্থ প্রদান স্থগিত বা ঋণ আদায়কে বাধা দিয়েছেন এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছিল। অতি সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক ঋণের বৈশ্বিক অসমতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে নব্য-উপনিবেশবাদ এবং আর্থিকীকরণের প্রিজমের মাধ্যমে। অধঃস্তন আর্থিকীকরণ হচ্ছে অসম ঋণ সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য–যা ছিল মূলত অধঃস্তন দেশের উন্নয়নের কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা।

এর একটি দিক আন্তর্জাতিক অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। যেমন, কেইনশ এবং পরবর্তীকালে অনেক পোস্ট-কেইনশিয়ানরা দাবি করেছেন যে, তারল্যের অগ্রাধিকার আর্থিক সম্পদের একটি শ্রেণিবিন্যাস প্রকাশ করে, যা অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতার সময়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে সর্বাধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাহামারীর প্রাক্কালে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পরার সতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের শিথিল আর্থিক নীতি বছরের জন্য, বৈশ্বিক উত্তরের সংকটের প্রতিক্রিয়া ফলে, এর সাথে আর্থিক সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডের জন্য বৈশ্বিক তারল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান ঋণ সংকটের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে –যার ফলে বিশ্ব একটি নতুন পদ্ধতির অন্বেষণ করে যা নিম্ন ও নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের ঋণের ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। যেখানে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো জন্য অংশ গ্রহণ ও অর্থ ব্যয় অধিক অসম ছিল। এটি 'বাজার ঝুঁকি' এর জন্য কাঠামোগত দুর্বলতা তৈরি করে যাতে করে একটি দেশের অর্থায়ন এবং পুনঃঅর্থায়ন তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা বিষয়ের ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পণ্য নির্ভরতা থেকে উদ্ভূত বৈদেশিক মুদ্রার দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা, যা আরও উদ্বেগ বাড়ায়। উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা এবং উৎপাদনের বৈশ্বিক কাঠামো প্রক্রিয়া থেকে ঋণ পরিশোধের সমস্যাগুলো উদ্ভূত হয়। ফলে, অতীতের মতো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এ সকল ক্ষেত্রে সরকারি অর্থের স্থানীয় অব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা খুব কম করা হয়। আন্তর্জাতিক দীর্ঘমেয়াদি এসব ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ঋণ সংকট কীভাবে বিবেচনা করা হবে তা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। যখন ঋণ পরিশোধের সমস্যা দেখা দেয়, তখন দেশগুলোকে পাওনাদারদের ফোরামে একত্রিত করা হয়, তাদের কে বৈষম্যমূলক আইনী পরিবেশের মধ্যদিয়ে যেতে হয়, তারা মূলধন বাজার থেকে বাদ পরেন ও ঋণ ঝুঁকির মামলায় পড়েন। তখন বাধ্য হয়ে এসব দেশগুলোকে উন্নয়নের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়। এটি প্রায় আইএমএফ এর সংকোচনমূলক কর্মসূচিগুলোর মতো –যেখানে ঋণ সমস্যাগুলো জন্য ন্যায়সঙ্গত এবং

>>

দীর্ঘস্থায়ী সমাধান দিতে ব্যর্থ বরং দুর্বল জনগোষ্ঠী রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আরও দুর্বল কওে তোলে। এটি ব্যাপক ভাবে স্বীকৃত যে, ঋণ সংকটগুলো 'খুব অল্প, খুব দেরী' নীতিতে মোকাবিলা করা হয় এবং বারবার ঋণের স্থায়িত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয় এবং ঋণগ্রস্থ দেশগুলোকে অধিক পরিমাণে সামাজিক ব্যয় করতে হয়।

> ঋণের ওপর কোভিড ১৯ এর প্রভাব

মহামারী শুরুর সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্যগুলো উন্মোচিত হয়েছে এবং বেড়েছে। যে দেশগুলো বৈদেশিক লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল, তাদের বাণিজ্য বিপর্যয়ের পাশাপাশি আর্থিক বাজারের নির্ধারিত মূল্য থেকে কম দাম পেতে হয়েছিল–যার ফলে, ২০২০ সালের বসন্তে মূলধনের প্রবাহ রেকর্ড পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক বাজারে ঋণগ্রস্ত দেশের মুদ্রার মানের অবমূল্যায়ন ঘটে –যার ফলে বৈদেশিক ঋণের বোঝা আরো বেড়ে যায়।। মুদ্রার মানের শক্ত অবস্থানের অভাব, আন্তর্জাতিক বাজারে অসম সংহতি অধিনস্ত অবস্থানকে তুলে ধরে এবং এসব থেকে উত্তরণের দক্ষতাও অসম প্রকৃতির হয়। যদিও এটি সবচেয়ে সুস্পষ্ট যে, আর্থিক দলগুলোকে বিভিন্ন মাপকাঠিতে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছিল কিন্তু শক্তিশালী ক্রীড়ানকদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় তারল্যের বন্টন অসম ছিল।

ইউএস ফেডারাল রিজার্ভ ও ব্যাংকের উদ্বোধনকৃত বৃহত্তম ডলার বিনিময় লাইনগুলোতে কেবল কয়েকটি বৃহত্তম দেশের প্রবেশাধিকার রয়েছে ও আঞ্চলিক অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থাগুলো বেশির ভাগই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং জি-২০ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে আসা ঋণগুলোর মূল নীতিতে পরিবর্তন এসেছে। অনুমানিক ২.৫ মিলিয়ন ডলার শর্তহীন এবং ঋণ-মুক্ত অর্থায়নের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও, আর্থিক দলগুলোর এক ট্রিলিয়ন ডলারের আনুমানিক ঋণ বাতিলের পরও এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল ও আর্থিক দলগুলো উচ্চ ঋণের ওপর নির্ভরশীল। ইতিমধ্যে এসব দেশ ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে ঋণ দেয়ার জন্য জনসাধারণের রাজস্ব ব্যয় করে ফেলেছে–যা স্বাস্থ্যসেবার জন্য ব্যয় করা পরিমাণের চেয়ে বেশি। আইএমএফ দ্বিপক্ষীয় ঋণ পরিষেবা এপ্রিল ২০২০ এ জি-২০ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাসপেনশন ইনিশিয়েটিভ (ডিএসএসআই) এর মাধম্যে অস্থায়ী ভাবে স্থগিত করা হয়েছে–যা বিদ্যমান ঋণের সমস্যাগুলো আরও খারাপ করে তুলে এবং ভবিষ্যতে আরও কঠোর হবার পূর্বাভাস দেয়। কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে অ-অংশগ্রহণকারী বে-সরকারি এবং বহুপাক্ষিক ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধের জন্য সক্ষম করে তোলে। ডিএসএসআইয়ের সেবামূলক কাজের দিক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঋণ পরিষেবা অব্যাহতির বিষয়টি পক্ষপাতমূলক এবং অ-অংশগ্রহণকারী ঋণদাতাদের অনুকূলে।

> একপেশে আন্তর্জাতিক ঋণের নির্মাণ কৌশল

মহামারীর ফলে আন্তর্জাতিক সার্বজনিক ঋণ ব্যবস্থায় দীর্ঘকালীন অক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার ব্যর্থতা প্রকাশ পায়। ঋণদাতারা নিজেদের মধ্যে তারল্য বিনিময় করে এবং সর্বাধিক লক্ষণীয় যে, ঋণ পরিশোধের অসুবিধা দ্রুত, স্বচ্ছ ও স্বতন্ত্রভাবে মোকাবিলা করার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় এবং ঋণ সংকটের ফলে দেশগুলো তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করতে পারে না। এটি স্মরণ করা গুরত্বপূর্ণ যে, বিদ্যমান পদ্ধতিটি ঋণদাতাদের তাদের স্বার্থ অনুসারে ঋণের সংকট অবিরাম তদারকি করার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলার প্রস্তাব এবং প্রচেষ্টা বারবার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার একটি মূল উপাদান হল বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের কঠোর কর্মসূচি–যা ঘন মানবাধিকারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়াগুলো ঋণকে 'টেকসই' করে তুলে ঋণের বোঝা আরও বাড়িয়ে তোলে; যেখানে প্রকৃত অর্থে সমস্যাটির মাত্রাটিকে অবমূল্যায়ন করা হয়। সব সময়ে যেহেতু কিছু নির্দিষ্ট উচ্চ-আয়ের দেশে ক্রমাগত উদ্দীপনার ঘণ্টা বেজে উঠবে, বৈশ্বিক ঋণ সমস্যা সমাধানের প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রবৃদ্ধি প্রাক-মহামারী স্তরে ফিরে আসবে, অল্প ঘাটতি ব্যয়ের পরে দেশগুলো মহামারীকে সাগ্রহে গ্রহণ করবে, সরকারি ব্যয় কমাতে বিনিয়োগ ও সামাজিক প্রয়োজনের ব্যয় কমাবে।

আমরা জানি যে, আইএমএফের শর্তাবলি এবং কঠোরতা উন্নয়নের সম্ভাবনাগুলো আরও খারাপ করে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর এক বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলে, বৈষম্য, দারিদ্র এবং ঋণ পরিশোধের জন্য ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এটি নিম্ন মানের, দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো পুনরায় উৎপাদন করে– যা এই সংস্থাগুলোর বৈধতার অভাবকে আরও স্পষ্ট করে তুলে। এই প্রতিক্রিয়া থেকে আবারো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলো আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে সংহতকরণের ঐতিহাসিক উপাদানগুলোকে শক্তিশালী করে। ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়া থেকে লক্ষ করা যায় যে, ঋণখেলাপি ও ঋণদাতাদের মধ্যে অসম ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে –যেখানে রাজনৈতিক বোধের সিদ্ধান্ত থেকে গ্রহণ করা হয় যে, কি দেয়া যাবে এবং কি দেয়া যাবে না। এখানে ঋণ গ্রহিতাদের পরিস্থিতি লাঘব করতে ঋণ পুনর্গঠনের ব্যয় থেকে ঋণ পুনর্গঠনের খরচ কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ■

সরাসরি যোগাযোগ: ক্রিস্টিনা লাসকারিডিস
<christina.laskaridis@open.ac.uk>

> দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসকরণে

আফ্রিকার প্রতিবন্ধকতাসমূহ

লাকিস্টার মিয়ান্দাজি, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, ট্যাক্স ইন্সপেক্টরস উইদাউট বর্ডার এবং আফ্রিকার সমন্বয়ক, ইউএনডিপি আফ্রিকা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর হাব, দক্ষিণ আফ্রিকা।

করোনা মহামারী ২০২০ এর মার্চে বিশ্বে আঘাত হানার পূর্বথেকেই বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে পরিমিত বৈশ্বিক অসমতা দশকের পর দশক ধরে ক্রমবর্ধমান ছিল। যেমনটি আমরা ভেবেছি, কোভিড-১৯ অতিমারী এবং জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই এর অভূতপূর্ব প্রভাবসমূহের কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন – জাতীয়তা, বয়স, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতীয় অথবা সম্প্রদায়গত উৎপত্তি, ধর্ম, অর্থনৈতিক অবস্থান, এবং অন্যান্য বিষয়সমূহের পার্থক্যদ্বারা সৃষ্ট অসমতার বহুমাত্রিক দিকসমূহ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

> দারিদ্র্য এবং অসমতার তীব্রতা বৃদ্ধি

যদিও আফ্রিকা মহাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার এখনো কম, তবুও এই মহাদেশটি এই মহামারীর কারণে তীব্রতর হওয়া চড়া ঋণ ও আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এটি ১৭ টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজিস), বিশেষ করে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্যের নিশ্চয়তা, এবং শিক্ষা- অর্জনে আফ্রিকার অগ্রসরকে পিছিয়ে দিচ্ছে। বিশেষত, এটি ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় দারিদ্র্য দূরীকরণে অসমতা হ্রাসকরণের প্রয়োজনীয়তার যে স্বীকৃতি সেটিকে দুর্বল করে দেয়। মহাদেশীয় পর্যায়ে, আফ্রিকার এজেন্ডা ২০৬৩- টেকসই ও সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়ন করতে মহাদেশটির একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপান্তরকারী লক্ষ্যমাত্রা- এর অধীনে নির্ধারিত কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যসমূহের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য এবং অসমতা নির্মূলকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এভাবে অসমতা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং এটি বিশ্বব্যাপী পলিসির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, জাতিসংঘের দেওয়া একটি প্রতিবেদনের আগাম ভাষ্যমতে সাব সাহারান আফ্রিকাতে ২০২০ সালে চরম দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে এবং এই মহামারীর কারণে আরও ২৬ মিলিয়ন মানুষ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করবে। দারিদ্র্যের এই হার সাব-সাহারান আফ্রিকাকে ২০১৫ সালের দারিদ্র্যের পর্যায়ে নিয়ে যায়, যার মাধ্যমে অঞ্চলটির পাঁচ বছরের উন্নয়ন বিনষ্ট হয়ে যায়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি টেকসই, যথাযথ, এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে দরিদ্রতম ও সর্বাধিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে মনোযোগী হওয়া তাই অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন আফ্রিকার জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনেক আফ্রিকান দেশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অসমতা – সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আয় ও সুযোগের অসম বন্টন – সবচাইতে শঙ্কার বিষয়। এমনকি মোট দেশীয় পণ্য বা গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি)- এর ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা আফ্রিকার দেশগুলো, যেমন:- নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, আলজেরিয়া, মরক্কো, এবং অ্যাঙ্গোলাতে দারিদ্র্য ও অসমতার সর্বোচ্চ পর্যায় লক্ষ করা যায়। অসমতা হ্রাস এবং প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করার প্রচেষ্টায় আফ্রিকার দেশগুলোর সামনে আরও দুইটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তা হলো: অবৈধ আর্থিক প্রবাহ বা ইলিসিট ফাইন্যানশাল ফ্লোজ (আইএফএফস্) এবং বর্ধমান ঋণ সঙ্কট।

> অবৈধ আর্থিক প্রবাহ

অবৈধভাবে উপার্জিত, স্থানান্তরিত, অথবা ব্যবহৃত অর্থকে ইলিসিট ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লোজ বা আইএফএফস হিসেবে অভিহিত করা হয়। এগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য, এক্ষেত্রে অবৈধ শেল কোম্পানির মাধ্যমে কোম্পানিগুলোর প্রকৃত মালিকদেরকে লুকিয়ে রাখা হয়; সংগঠিত অপরাধমূলক কার্যক্রম যেমন দখল করা, ড্রাগস, অস্ত্র, মানব পাচার, তেল ও খনিজ সম্পদ চুরি; এবং দুর্নীতিমূলক কার্যাবলী অর্থের এই বহির্গমনকে সহজ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর আইএ-ফএফস এর অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দায়ী হয়ে থাকে ধনী বহুজাতিক সংস্থাগুলো, ট্যাক্স হ্যাভেন বা করের আশ্রয়স্থলসমূহ, এবং ব্যক্তিবর্গ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত নিষ্কাশন ও মাইনিং শিল্পগুলোতে আইএফএফস এর আধিক্য লক্ষ করা যায়, যে অর্থ ধনী ও উন্নত দেশগুলোতে ও আফ্রিকার বাণিজ্যের অংশীদারদের দিকেই গমন করে থাকে। গত দুই দশকে অসংখ্য করসম্পর্কিত কেলেঙ্কারি যেমন 'লুয়ান্ডা লিকস', 'মরিশাস লিকস', 'লাক্স লিকস', 'সুইস লিকস', 'দি পানামা পেপার্স', 'প্যারাডাইস পেপার্স' ইত্যাদি আইএফএফস এর বিষয়টিকে জনসম্মুখে এনে দিয়েছে এবং এই বিষয়টি সমাধান করার জন্য জনগণের ও রাজনৈতিক উদ্বিগ্নতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনে (ইউএনসিটিএডি) প্রাপ্ত তথ্যমতে, আইএফএফসের কারণে আফ্রিকা বছরে আনুমানিক ৮৮.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার যা এর জিডিপির ৩.৭ শতাংশ হারাচ্ছে। অর্থের এই বহির্গমন আফ্রিকার দেশসমূহে আসা বার্ষিক অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তা এবং বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগের সমন্বিত সমষ্টির প্রায় কাছাকাছি। এটি বিদেশি সহায়তা ছাড়া আফ্রিকার স্বনির্ভরতার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে, তবে, যদি মহাদেশটি এর হারিয়ে যাওয়া আইএফএফসকে ফিরিয়ে এনে এর উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়।

এই অর্থ এমন একটি মহাদেশ থেকে হারাচ্ছে যেটি আগে থেকেই আয়ের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আইএফএফস তাই কোনো ভিকটিমলেস বা ক্ষতির শি-কারহীন অপরাধ নয় – এটি সমাজ এবং এর ব্যক্তিবর্গের জন্য ক্ষতিকর। এটির উন্নয়নের উপরেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, যেহেতু এটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, এবং জনগণের অন্যান্য পণ্য ও সেবাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থকে সরিয়ে দিয়ে আফ্রিকাতে এবং বিশ্বব্যাপী আর্থসামাজিক অসমতার মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

>>

"অবৈধ অর্থ প্রবাহ কখনোই 'ক্ষতি হীন অপরাধ' নয় - এগুলি ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকর"

> বর্ধিষ্ণু ঋণ

আফ্রিকা অনিবার্য আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে যা সংঘটিত হয়েছে বিদেশি সরকারি এবং ব্যক্তিগত উভয় ধরনের ঋণদাতাদের থেকে ধার নেওয়ার ফলে সৃষ্ট বর্ধমান ঋণ সমস্যার কারণে। করোনা মহামারীতে কিছু আফ্রিকার দেশ ঋণ মওকুফ ও ঋণের জন্য সহায়তা চেয়েছে স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতিতে এই মহামারী দ্বারা সৃষ্ট বিধ্বংসী প্রভাব থেকে অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য।

তবে উদাহরণস্বরূপ জাম্বিয়ার মতো একটি স্থলবেষ্টিত, সম্পদ সমৃদ্ধ দেশের জন্য, যেটা ২০১১ তে নিম্ন মধ্যম আয়ের অবস্থা অর্জন করেছে, জটিল দুর্বহ বহিরাগত ঋণের বোঝা এবং সম্প্রতি ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার জন্য এর কিছু নাগরিক রাজনৈতিক এলিটদের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব, দুর্বল পলিসি গ্রহণকে দায়ী করেছেন, যা শুধু দারিদ্র্য এবং অসমতার হারকে ক্রমবর্ধমান করেছে। ২০২০ সালে জাম্বিয়া প্রথম আফ্রিকান জাতি হিসেবে ৪২.৫ মিলিয়ন ইউএস ডলারের ইউরোবন্ড ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। জাম্বিয়া অন্যান্য সরকার যেমন চীন, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং বিদেশি ব্যক্তিগত ঋণদাতাদেরকে ঋণ ও বন্ডসহ ধার পরিশোধ অব্যাহত রাখতে লড়াই করেছে। কোভিড-১৯ অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে বিশেষকরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে মানব ও অর্থনৈতিক সংকটকে তীব্রতর করেছে। এই মহামারিটি অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলোকে যেমন মাইনিং, কৃষি, এবং পর্যটনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে যা চাকরি হারানো এবং উচ্চ বেকারত্বের হারের মতো ঘটনার জন্ম দিয়েছে। ঋণ এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে প্রদত্ত কর উদ্দীপকসমূহের কারণে সামাজিক সুরক্ষা নেটে অধিকতর বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে যে পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন তার জন্য রাজস্ব সীমিত।

> দরিদ্র-বান্ধব কর পলিসির প্রয়োজনীয়তা

করারোপ এবং দরিদ্র-বান্ধব জাতীয় কর পলিসির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ কার্যকরতাসাধন বা ডমেস্টিক রিসোর্স মোবিলাইজেশন (ডিআরএম) আফ্রিকার অনেক সমাজে এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসকরণে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।

করারোপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সমতার উপর প্রভাব ফেলে থাকে, উদাহরণস্বরূপ, এর মাধ্যমে বৃদ্ধিকৃত রাজস্বকে জনগণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় পণ্য এবং সেবাসমূহ যেমন শিক্ষা, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ব্যয় করা যায়। ক্রমবর্ধমান করগুলো আয় এবং সম্পদের পুনরায় বণ্টন এবং সমাজ কল্যাণ সর্বোচ্চকরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে আর এভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে সহায়তা করে থাকে। করগুলো পছন্দ এবং আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে একটি শক্তিশালী সামাজিক সাধনযন্ত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, যেটার প্রভাব স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়। প্রতিনিধিত্ব এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো কর যেহেতু উন্নত কর বণ্টন ব্যবস্থাকে সরকারি সেবাসমূহের অর্থায়ন করতে প্রয়োগ করা যায় – যা বিশেষকরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উপকৃত করতে পারে।

এটি স্পষ্ট যে, উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর একটি অপরিহার্য সম্পদ এবং এটি আফ্রিকাতে ও পৃথিবীব্যাপী বৈষম্য হ্রাসকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। করের ভূমিকাকে শুধু একটি মাত্র দিক থেকে বিবেচনা করা উচিত নয়; করোনা মহামারীকে প্রতিহত করতে এবং অবস্থার পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থের যোগান দেওয়া ছাড়াও একটি উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ বিনির্মাণে এটি কাজ করে থাকে। ■

সরাসরি যোগাযোগঃ লাকিস্টার মিয়ান্দাজি <AzreeStar@gmail.com>

> ভারতে জোড়া বিপর্যয়

-একটি অসমাপ্ত কর্মসূচি

ই. ভেঙ্কট রামনাইয়া এবং বিহা এমান্ডি, ইয়ুথ ফর অ্যাকশন, ভারত।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব প্রাথমিকভাবেই তাদেরই প্রভাবিত করে যারা এই অতিমারিতে আনুপাতিক হারে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। উদাহরণস্বরূপ: ২০২০ সনে ভারতের হায়দ্রাবাদে করোনা রোগীদের জন্যে নিবেদিত ওসমানীয়া হাসপাতালটি অতিরিক্ত বৃষ্ঠির কারনে বন্যার কবলে পড়ে। কৃতজ্ঞতা: Twitter

এই চলমান মহামারীটি যদি কখনোবা হ্রাস পায়, তবুও জীবন থেকে স্বাভাবিকতা অনেক দূরে থাকবে। মানুষের জীবন, জীবিকা এবং সম্পত্তির ক্ষতি হবে বিপুল। যেমনটি ভারতে মানুষের কোভিড-১৯ এবং বন্যার মতো জোড়া বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এর মাঝেই ভারত প্রকৃতির রোষানলে পড়ে; যখন রাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণিঝড়ের ফলে জীবিকা ও ফসলের ক্ষতি হয় এবং মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এটি লক্ষ লক্ষ অভিবাসী যারা কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের গ্রামগুলোতে ফিরে আসে; তাদের ওপর বহুগুণে প্রভাব ফেলে এবং তারা নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারছিল না। সরকার এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর ত্রাণ কার্যক্রম এই বিশাল জোড়া বিপর্যয় মোকাবিলায় পর্যাপ্ত ছিল না। প্রকৃতি অবশেষে মানুষের পায়ের নীচের আশ্রয় সরিয়ে নিয়েছিল। কোভিড-১৯ নিঃসন্দেহে একটি জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় এবং এটি জনস্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বাড়ানোর তাগিদ দেয়। বস্তুত, এই মহামারী পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতারই প্রতিফলন। প্রমাণ রয়েছে যে, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি ও প্রাকৃতিক বিশ্বে ক্রমবর্ধমান মানব অনুপ্রবেশ কোভিড-১৯ এর মতো মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব এবং বিস্তারে বিশেষভাবে দায়ী। বাস্তুসংস্থানকে অনুধাবন এবং পরিবেশগত পরিবর্তনকে মূল্যায়নই হবে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য মহামারীগুলো সনাক্ত করার মূল চাবিকাঠি। কোভিড-১৯ কৃষিক্ষেত্র, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশকে প্রাধান্য দেয় এমন জৈব বিজ্ঞানের প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তায়ও জোর দেয়।

> মহামারী লকডাউন এবং বিপরীত অভিবাসন

মহামারীরর ফলে ভারতের অভিবাসীদের মধ্যে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষত; মহিলা এবং শিশুদের বহুবিধ মানসিক এবং অর্থনৈতিক চাপের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। জানা যায় যে, লকডাউনের কারণে যখন বিপরীত অভিবাসন ঘটে; তখন শহরগুলো থেকে ফিরে আসা অধিকাংশ মহিলা –যারা অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করতেন, তাদের অনেকেই গ্রামে কোনো কর্মসংস্থান খুঁজে পাননি। এটি মহিলাদের বিষণ্ণতা, হতাশা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছিল। এই সময়ে, পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ শতভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল; যখন মহিলারা সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের সহায়তাও পায়নি। স্মার্টফোন ব্যবহারের সুযোগ কম থাকার ফলে পিত্রালয়ের সাথে সীমিত যোগাযোগ এবং আনুষ্ঠানিক সহায়তার অপ্রাপ্যতা মহিলাদের মধ্যে উদ্বেগ এবং আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বাড়িয়েছিল। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য একটি শিশু সহায়তা কেন্দ্রের হেল্পলাইন ১০৯৮ নম্বরে বিপুল সংখ্যক কিশোরী ও যুবতী ফোন করেছিল। স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো কোভিড-১৯ ছাড়া অন্য সমস্যার দিকে নজর দিতে পারছিল না এবং দরিদ্র মহিলাদের কোভিড ও সন্তান প্রসব–উভয় চিকিৎসার বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের জন্য তাদের নিজস্ব আর্থিক সংস্থানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। সরকারি ত্রাণ অপর্যাপ্ত হওয়ায় এবং স্কুল বন্ধ থাকার ফলে শিশুরা মধ্যাহ্নভোজ না পাওয়ায় মহিলা ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি ছিল লাগামহীন। পরিবারগুলোর আংশিক অনাহার দৃশ্যমান ছিল এবং কর্মসংস্থান না থাকায় বেঁচে থাকার জন্য তাদের সামান্য সঞ্চয়ও হ্রাস পেয়েছিল।

> বন্যা

এমনকি হায়দ্রাবাদ শহরের মতো শহরাঞ্চলেও, বন্যার পানি প্রবেশ করায় বস্তি এবং ক্ষুদ্র বসতিগুলোর অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করতে হয়েছিল। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই তাদের কর্মসংস্থান এবং গৃহস্থালির জিনিসপত্র হারিয়েছিল। তাদের অস্থায়ীভাবে নতুন স্থানে

>>

স্থানান্তরিত হতে হয়েছিল এবং ভয়াবহ পরিমাণে শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক চাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। বন্যাগুলো আসলে ক্রটিপূর্ণ পরিকল্পনারই ফল, জলনির্গমন-প্রণালী এবং পানির ট্যাংক নির্মাণ কর্মসূচি নগরীর পরিবেশের ধারণ ক্ষমতা আরও হ্রাস করেছে। এছাড়াও, ২০১৪ সাল থেকে ভারতে একের পর এক ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা কেবল ভারতেরই নয়, বিশ্বের অন্যান্য অংশেরও মানবসৃষ্ট নিঃসরণ এবং দেশটির অপরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারে কোশী নদীর ভয়াবহ বন্যা ছিল নেপালের ভারী বৃষ্টিপাতের ফল– যেখানে এ নদীটির উৎপত্তি হয়েছিল; সেখানে ২৮ লক্ষ কিউসেক পানি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্যার ফলে, কোশীর বেড়িবাঁধগুলো প্লাবিত হওয়ায় প্রায় ২,২৫,০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়– যাদেও অধিকাংশই জীবন, ফসল, গবাদি পশু এবং সম্পত্তি হারিয়েছিল।

> সরকারের অবশ্যিক কাজ

সময় এসেছে নীতি নির্ধারকদের জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হওয়ার এবং সম্মিলিতভাবে বাস্তুসংস্থান এবং পরিবেশ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কাজ করার। আমরা আশাবাদী যে, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিষয়ে একটি নতুন অঙ্গীকার থাকবে। ২০২০ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোভিড-পরবর্তী বিশ্বের জন্য একটি নতুন বৈশ্বিক সূচকের আহবান জানান– যা 'মাতৃন্যায় পৃথিবী' এর দাতাসুলভ চেতনা মূখ্য বিবেচ্য করে প্রকৃতিকে সম্মান জানানোর ওপর জোর দিবে। আরেকটি উপাদান হবে একটি বিশাল প্রতিভা পুল তৈরি করা, সমাজের সমস্ত স্তরে প্রযুক্তি পৌঁছানো এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে 'শাসনের স্বচ্ছতা' নিশ্চিত করা। আঠারোটি দেশ ও চারটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেরজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিডিআর-আই) সদস্য হিসাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগের অবকাঠামোগত ক্ষতিপূরণে সহায়তা করবে–যা এখন পর্যন্ত নজরে আসেনি। দুর্যোগের ফলে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোতে জীবন ও জীবিকা রক্ষার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

বৈশ্বিক নীতিগুলো বাস্তবায়িত হতে সময় নিতে পারে কিন্তু এরই মধ্যে ভারতের এগিয়ে যাওয়ার পথটি হওয়া উচিত 'দারিদ্র্যসীমা' এর ধারণাটিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা এবং একটি 'ক্ষমতায়ন সূচক' অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা। ক্ষমতায়ন সূচকে আটটি মৌলিক চাহিদা রয়েছে। সেগুলো হলো : স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, আবাসন, মৌলিক পুষ্টি, পরিচ্ছন্ন শক্তি, শিক্ষা, নিরাপদ সুপেয় পানি এবং সামাজিক সুরক্ষা পূরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কর্পোরেট খাতকে অবশ্যই এই মৌলিক চাহিদা অর্জনে সরকারকে সহায়তা করতে হবে; ভ্যাকসিন উন্নয়নের চুক্তি জেতার জন্য তাড়াহুড়ো না করে, গুণগত ফলাফলের জন্য সংস্থাগুলোর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত–যাতে ভ্যাকসিন প্রাপ্তিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী 'অগ্রাধিকার' পায়। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) তহবিলগুলো অবশ্যই স্বাস্থ্য অবকাঠামোর প্রসার, ভ্যাকসিন প্রাপ্তি এবং কোভিড-১৯ ও জলবায়ু পরিবর্তন –উভয়ের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং প্রশমন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ব্যবহার করতে হবে। কোভিড-১৯ পরবর্তী স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারত সরকারকে অবশ্যই তার স্বাস্থ্য বাজেট বর্তমান ১% থেকে বাড়িয়ে জিডি-পির কমপক্ষে ৫% করতে হবে। আমাদের সংগঠন যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর সাথে কাজ করে তাদের মহিলা সদস্যদের ভাষায়, সরকারকে অবশ্যই তাদের 'বসবাসের জন্য একটি নিরাপদ জায়গা, মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে আরও ভালো সুযোগ এবং তাদের তাৎক্ষণিক মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য দৈবকালীন পদক্ষেপের ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ :
ই. ভেঙ্কট রামনাইয়া <vedvon@yahoo.co.in>
বিহা এমান্ডি <viha.emandi@gmail.com>

> বুনিয়াদি অর্থনীতি

সামাজিক নবায়নে চাবিকাঠী

জুলি ফ্রাউড, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, ফাউন্ডেশনাল ইকোনমি কালেকতিভের জন্য, যুক্তরাজ্য

মহামারি চলাকালীন সংকটময় সময়ে প্রায়ই তথাকথিত "অপরিহার্য কর্মীদের" প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হত, যখন স্পষ্টতই তাদের অধিকাংশই খুব কম বেতনে এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে কাজ করে থাকে এবং তারা কোভিড-১৯ এর কারনে কাজ সংশ্লিষ্ঠ নতুন কিছু ঝুঁকির মুখে পড়েছে।
কৃতজ্ঞতা: Flickr/Creative Commons.

বর্তমান মহামারীটি ফাউন্ডেশনাল ইকোনোমি বা বুনিয়াদি অর্থনীতির গুরুত্ব জোরালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। বুনিয়াদি অর্থনীতি হলো সেইসব পণ্য এবং পরিষেবা যা নিরাপদ ও সভ্য জীবনকে সম্ভব করতে দৈনন্দিন ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ, পরিবহন, খাদ্য এবং পাইপ ও তারের অবকাঠামোগুলোর নেটওয়ার্ক–যা জন-উপযোগ সেবা (ইউটিলিটিস) সরবরাহ করে। এছাড়-াও রয়েছে স্বাস্থ্য, সেবাযত্ন, শিক্ষা এবং আয়ের সহায়তার দৈবকালীন পরিষেবাগুলো। যতোক্ষণ না বিড়ম্বনা বা বড় কোনো হুমকি মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করে; ততোক্ষণ এসকল পণ্য এবং পরিষেবা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করার প্রবণতা রয়েছে। ফলে, পরিষেবাগুলো এবং এসবের সরবরাহকারী শ্রমিক উভয়েরই মূল্য হ্রাস হয়। যেমন, হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহে বাধা কিংবা খরা আমাদের অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বা জলের ওপর আমাদের নির্ভরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; তেমনি, কোভিড-১৯ চলাকালীন অনেক নাগরিকেরা বুঝতে পেরেছেন যে, খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাগুলো অনিশ্চিত হতে পারে।

এই মহামারীটি আমাদের 'প্রধান কর্মজীবী' বা 'অত্যাবশ্যক কর্মজীবী' প্রত্যয়টি দিয়েছে। পরিচয় করে দিয়েছে তাদের–যারা সংকটের সময়ে 'কাজ' অব্যাহত রেখেছেন যাতে দৈনন্দিন অবকাঠামোগত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা যায়। একই সাথে, এটা নিশ্চিত জানিয়েছে যে, এই 'অত্যাবশ্যক কর্মজীবীদের' অনেককেই নিম্ন-বেতন দেওয়া হয়। তাঁরা কোভিড-১৯ থেকে নতুন কাজের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির মুখোমুখি এবং তাঁরা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আছে।

বুনিয়াদি অর্থনীতির সমালোচনামূলক প্রকৃতির এই সময়োপযোগী সাবধানতার বাইরে দৃষ্টি দিলে, আমরা দেখবো সংকটটি যৌথ সংগঠন, যৌথ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যৌথ ভোগের অন্তর্নিহিত গুরুত্বকেও তুলে ধরেছে। এমনকি, উচ্চ আয়ে লোকেরাও এখন গণ-পরিবহন ব্যবস্থার মান বা হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের মানের ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত, ব্যক্তিগত উচ্চ আয় কোনো ভালো ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট, নির্মল বাতাস বা ভালো মানের পাবলিক পার্কের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যেকোনো মহামারীতে আমাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাদির গুণগতমান এবং পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। একইভাবে, এগুলো অর্থনৈতিক অগ্রগতির মান সূচক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে আরও ফুটিয়ে তোলে (যেমন, মাথাপিছু গড় আয় বা জিডিপি)–যা একটি ভালো জীবনমানে অবদান রাখে এমন বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের ধরনগুলো ধারণ করতে ব্যর্থ হয় এবং যা প্রায়শই যারা অত্যাবশ্যক কাজগুলো করে; তাদের যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কৃত করে না।

> নিত্যপ্রয়োজনীয় সরবরাহ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোর নবায়ন

বর্তমান মুহূর্তের সুযোগটির গুরুত্ব অনুধাবনে এই সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও দৈবকালীন পরিষেবাগুলোর সম্পর্কে স্পষ্ট চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন।

>>

সংক্ষেপে, বুনিয়াদি অর্থনীতির আলোকে এবং নীতি-কৌশলের মাধ্যমে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য দ্বৈত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। স্বল্প বিনিয়োগ, বেসরকারিকরণ, বাজারজাতকরণ এবং আর্থিকীকরণের বিভিন্ন নীতি-কৌশলের কারণে অনেক দেশে কোভিড-১৯ অতিমারী আঘাত হানার আগে মৌলিক পরিষেবাগুলোর সরবরাহে ঘাট-তি উন্মোচিত হয়েছিল। যেমন, আক্ষরিকভাবে ভঙ্গুর অবকাঠামো, বার্ধক্য সমাজের যত্নের জন্য অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ, এবং 'খাদ্য মরুভূমি'–যেখানে নাগরিকরা সহজেই পুষ্টিকর তাজা খাবার গ্রহণ করতে পারে না ইত্যাদি। এইগুলো হলো, সমস্ত মৌলিক পরিষেবাগুলোর বিধানের ব্যর্থতার উদাহরণ; যেখানে, আরও অধিকতর উন্নয়ন নাগরিকদের কল্যাণকে নিশ্চিত করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই, বর্তমান প্রজন্মের কল্যাণে মৌলিক অধিকার নবায়নের প্রয়োজনে পুঁজি এবং রাজস্ব বরাদ্দ –উভয় ধরনের অতিরিক্ত আর্থিক সংস্থান প্রয়োজন। এমনকি জার্মানির মতো উচ্চ-আয়ের দেশেও, পরিবহন ও শিক্ষাগত অবকাঠামোর অবনতি তীব্র বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে, বিনিয়োগগুলো নিজে নিজেই সমস্যাগুলোর সমাধান করবে না। কেননা, এই সমস্যাগুলো পরিষেবাগুলোকে কীভাবে সংগঠিত এবং সরবরাহ করা হয় তার একটি ফলাফল। এর অর্থ এই যে, নবায়নের ক্ষেত্রে প্রায়শই অচল ব্যবসায়িক মডেলগুলোর সংস্কার আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দে পরিচালিত সেবা-যত্ন ব্যবস্থায় (কেয়ার সিস্টেম) একটি ক্রমবর্ধমান প্রবীণ ও নাজুক গ্রুপের ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য এবং সামাজিক চাহিদা মেটাতে আরও সম্পদ প্রয়োজন।

তবে, যদি সেবা-যত্ন ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিগত ইক্যুইটি বা অন্যান্য নিষ্কর্ষক পুঁ-জির ধরনগুলো মালিকানাধীন থাকে, অতিরিক্ত সম্পদ আরও বেশি লোকবল নিয়োগ বা সেবামানের উন্নতি না করে তা উচ্চ মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত করতে পারে। আর যদি, বড় আমলাতন্ত্র সেবা গ্রহীতাদের থেকে যৎ-সামান্য পরামর্শ নিয়ে সেবা-যত্ন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে; তবে, অতিরিক্ত সম্পদ সরবরাহ ব্যবস্থার স্থানীয়করণ এবং অংশীদারদের আরও বৃহত্তর মতামতের জন্য ব্যবস্থাপনার সংস্কারের লক্ষ্যে ব্যবহার হতে হবে।

অবকাঠামো ও সেবার পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য পরিষেবাগুলোর উন্নতি করার সময় মৌলিক অর্থনীতির নবায়নের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের রয়েছে; তা হলো, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রকৃতির সংকট মোকাবিলা করা। নেট শূন্য নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে, উদাহরণস্বরূপ, আবাসন, পরিবহন এবং খাদ্যের মতো মৌলিক অর্থনীতির কার্যক্রমগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রয়োজন। এগুলো অপরিহার্য কিন্তু উৎপাদন এবং ভোগের নিবৃত্তি থেকে নির্গমন হ্রাস অসম্ভব। তবে, নতুন বিধি এবং আচরণগত পরিবর্তন থেকে উৎসাহিত উৎপাদন এবং ভোগের পরিবর্তন থেকে নির্গমন হ্রাস সম্ভব। এর মধ্যে বহুবিধ বিষয় থাকতে পারে। যেমন, বিভিন্ন নির্মাণ কৌশল এবং আরও শক্তি-দক্ষ করে বিদ্যমান ভবনসমূহকে পুনর্নির্মাণ, খাদ্য উপাদানে পরিবর্তন এবং সক্রিয় ভ্রমণ এবং ব্যক্তিগত যানবাহনের পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবস্থা।

> রাষ্ট্রের জন্য একটি স্পষ্ট ভূমিকা

এই সকল নবায়ন প্রক্রিয়াগুলোতে রাষ্ট্রের স্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কেবল এটিই নয় যে, রাষ্ট্র অনেকগুলো মৌলিক পরিষেবা সরবরাহ করে অথবা কিছু পরিমাণে হলেও রাষ্ট্রীয় অনুদানে অনেক মৌলিক পরিষেবা পরিচালিত হয়ে থাকে; সামাজিক নাগরিক দায়িত্ব পালনে একটি সংবেদনশীল জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে–যা দৈনন্দিন জীবনের অবকাঠামোগুলোতে অ্যাক্সেসের মাধ্যমে গড়ে উঠে। অনেক মূল মৌলিক অবকাঠামো যেমন, জল ও পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা, বিদ্যুতের লাইন বা পাবলিক হাসপাতালগুলো, একটি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনা এবং প্রকৌশলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল। নতুন অবকাঠামোগুলোর নবায়ন এবং সরবরাহের জন্য প্রয়োজন নাগরিকদের শক্তিশালী অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা। বিশেষত; যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন ও সুষম বাজেটের মধ্যেকার ট্রেড-অফ পরিস্থিতি থাকে অথবা যেখানে স্থানীয় সংগঠনগুলো এবং কমিউনিটির বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারে কীভাবে সমষ্টিগত সামাজিক সুবিধাদি যেমন জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আরও উন্নতি করা যায়।

বুনিয়াদি অর্থনীতির নবায়ন সর্বজনীন প্রাথমিক আয় বা সর্বজনীন মৌলিক পরিষেবাদির সহায়তায়কারী অন্যান্য নীতিগুলোর জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। জীবনের মান জনগণের জন্য সরবরাহিত পরিষেবাদিতে যেমন স্বাস্থ্যসেবা, ব্রডব্যান্ড, সামাজিক আবাসন, সংহত, সাশ্রয়ী মূল্যের গণপরিবহন এবং সবুজ পরিবেশ, ইত্যাদি সুবিধাদির ওপর নির্ভর করে। কেবল নগদ টাকা প্রদানই নাগরিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করবে না। অতিমারী থেকে যদি কোনো অর্থবহ শিক্ষা নিতে পারি তার মধ্যে অবশ্যই বুনিয়াদি অর্থনীতির নবায়ন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত–যা কিনা বর্তমান জীবনযাপনকে সামাজিক ও পরিবেশগত দিক থেকে গুণগতমান নিশ্চিত করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: জুলি ফ্রাউড <julie.froud@manchester.ac.uk>

১. দৈবকালীন শব্দটি ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য এখানে প্রভিডেন্সিয়াল এর বাংলা প্রতিশব্দ যা 'প্রভিডেন্ট' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি ভবিষ্যতে অসুস্থতা ইত্যাদির খরচ বাঁচাতে লোকদের সঞ্চয় করার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রভিশনাল সোসাইটির প্রতিধ্বনি করে। এই শব্দটি জনসাধারণ এবং কল্যাণমূলক পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

২. আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: https://foundationaleconomy.com/introduction/

৩. আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2021/01/fe-wp8-meeting-social-needs-on-a-damaged-planet.pdf.

৪. উদাহরণস্বরূপ, স্টকহোম ইনস্টিটিউট অনুমান করে যে ওয়েলসের ৫৯% পরিবেশগত পদচিহ্নের জন্য দায়ী খাদ্য (২৮%), আবাসন (২০%) এবং পরিবহণ (১১%); দেখুন: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/ecological-and-carbon-footprint-of-wales-report.pdf

> ভবিষ্যৎ-উপযোগী অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র

অ্যান্ড্রিয়াস নভি এবং রিচার্ড বারান্থলার, ভিয়েনা অর্থনীতি ও ব্যবসায় বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রিয়া

আমরা বর্তমানে গভীর অস্থিরতার মধ্যে বাস করছি যা সর্বজনস্বীকৃত। একুশ শতকে অন্তর্নিহিত পরিবর্তন আসবে কিনা তা এখন আর প্রশ্ন নয়। তবে, এই রূপান্তরটি কীভাবে ঘটবে–বিশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে, যেমন-টি আমরা বর্তমানে অতিমারী বা সম্মিলিত আকারে মোকাবিলায় অভিজ্ঞতা লাভ করছি। পরবর্তী বিষয়টি নির্ভর করছে দুইটি পূর্বশর্তের উপর যেগুলো হলো : অর্থনীতিকে নিয়ে পুনরায় চিন্তা করা এবং সরকারি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।

> বিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সীমা

গত কয়েক দশক ধরে, উনিশ শতকে বাজার-উদারনৈতিক চিন্তাধারা ইতিমধ্যে প্রভাবশালী হয়েছে এবং পুনর্জাগরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রায়শই নব্যউদারনীতিবাদ হিসাবে সমালোচিত হলেও এটি রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সাথে জড়িত এবং ডানপন্থী নীতি-নির্ধারণের বাইরেও অনেক বেশি কার্যকরী। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে (ইকো) দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দুর্লভ সংস্থানসমূহের বরাদ্দের অনুকূলকরণের ক্ষেত্রে বাজারের শক্তি একটি কৌতূহল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, বাজারের অনুকূলকরন আমাদের গ্রহের সীমানার মধ্যে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়; সবুজ বৃদ্ধি কেবল (যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত চাপের মধ্যে নিখুঁতভাবে পৃথকীকরণের অভাব, বাস্তবে সবুজ নয়) গ্রাহকের বৃদ্ধি ও ব্যবহারের সাথে দক্ষতা অর্জনকেই ভারসাম্য রাখেনা, বাজারজাত উদারপন্থী প্রভাবশালী অনাস্থাযোগ্য রুটিন, অনুশীলন এবং অভ্যাসকে উপেক্ষা করে। স্বতন্ত্র বাজার নির্বাচনের মাধ্যমে জলবায়ু সংকটকে 'সমাধান' করতে এটি সু-জ্ঞাত, যুক্তিযুক্ত গ্রাহকদের ক্ষমতায় প্রায় ধর্মীয় বিশ্বাস রাখে। বাজার সমাধানগুলোতে দেওয়া এই অগ্রাধিকারটি কেবল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসম প্রবেশকেই শক্তিশালী করে না; এটি গণতন্ত্রের জন্যও হুমকিস্বরূপ। বাজার উদারনীতিতে, রাজ্য দুর্বল বা অবাধ নীতিতে সীমাবদ্ধ নয়, তবে চুক্তি কার্যকর করার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষার জন্য শক্তিশালী নির্দেশনা রয়েছে। যাই হোক, এমন একটি দেশে যেখানে সম্পত্তি সংস্থাগুলোর মধ্যে সম্পত্তির অধিকারকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। একইসাথে বাজার-উদারপন্থী রাষ্ট্রটি নতুন, অগণতান্ত্রিক এবং অত্যন্ত অসম শক্তি কাঠামোকে উৎসাহিত করেছে। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো বিশ্বব্যাপী নিয়ম হয়ে গেছেএবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা সমাজ ও পরিবেশের জন্য ব্যয়কে বাহ্যিক রূপ দিতে এবং এই বাহ্যিকীকরণটি বেসরকারি অংশীদারের মান হিসাবে স্থানান্তর করতে সক্ষম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, উত্তর বিশ্ব এবং দক্ষিণ বিশ্বের উন্নয়নমূলক উভয় রাজ্যে কল্যাণমূলক পুঁজিবাদের ওপর ভিত্তি করে একটি 'যুদ্ধোত্তর ঐক্যমত্য' গড়ে উঠেছিল। অবকাঠামোগত বিধান সরবরাহ করা সরকারি কর্তৃপক্ষের জন্য একটি প্রাথমিক কাজ হিসাবে বিবেচিত হতো –স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রবেশাধিকার থেকে শক্তি, আবাসন এবং গতিশীলতার বিধানের উল্লেখযোগ্য পৌরসভা বা জাতীয়করণ পর্যন্ত। যন্ত্রের বৃহত্তর পুস্তিকা সামষ্টিক অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ, বাজারের ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা এবং পুনরায় বিতরণ ব্যবস্থার ফলে বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে, পশ্চিমা ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতে সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি পশ্চিম বিশ্বের জাতীয় বিকাশ ঘটে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই অর্থনৈতিক ঐকমত্য একাডেমিয়া এবং নীতিনির্ধারণীকরণের ক্ষেত্রে মারাত্মক ধাক্কা খেয়েছিল। এটি ২০০৮ সালের বৃহৎ আর্থিক সংকট পরবর্তী সময়ে প্রভাব ফিরে পেয়েছিল। কল্যাণমূলক পুঁজিবাদের একবিংশ শতাব্দীর সংস্করণ সামাজিক- বাস্তুতান্ত্রিক রূপান্তরের এক বাস্তববাদী পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটায়। বাস্তুতন্ত্র আধুনিকীকরণকে উৎসাহিত করে এবং উদ্ভাবন ও শিল্প নীতিগুলোতে রাষ্ট্রের জন্য আরও সক্রিয় ভূমিকা স্বীকার করে। তবে, লাভ ও বর্ধন প্রতিবন্ধকতা এবং ভোক্তাবাদ কাঠামোকে আমরা যেভাবে উৎপাদন এবং বাস করি সেগুলোকে উপেক্ষা করে। ফলস্বরূপ, বৈষম্য বেশি থাকে এবং জলবায়ু বিপর্যয় আরও বেড়ে যায়। সর্বোপরি, আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত 'কল্যাণ ও নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্র' এর কার্যকারিতা ক্রমবর্ধমান অ-অঞ্চলভিত্তিক অর্থনীতিতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। একইসাথে জাতীয় আইন এড়াতে এবং সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করতে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোকে সক্ষম করেছে।

> একটি উদীয়মান কাঠামো

প্রদত্ত ক্রমবর্ধমান সংকট, অর্থনৈতিক চিন্তার একটি তৃতীয় প্রবাহ উপস্থাপিত হয়েছে। এটি মার্কস, কেইনস, ব্রোডেল, নারীবাদী অর্থনীতি এবং মূল সমষ্টিগত অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য জানার জন্য অন্তর্দৃষ্টি গ্রহণ করে। যেমন : (১) অস্তিত্ব ও স্থানীয় বিধানের পাশাপাশি অবেতনভিত্তিক যত্নের কাজ সহ দৈনন্দিন কার্যক্রমের ভিত্তিগত অর্থনৈতিক অঞ্চল; (২) অপ্রয়োজনীয় স্থানীয় বিধান এবং রপ্তানিমুখী ক্রিয়াকলাপসহ মান নির্ধারণী বাজারের অর্থনীতি; এবং (৩) মূল্য গ্রহণের ভাড়াটে অর্থনীতি। জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনীতি সম্পর্কে কার্ল পোলানির উপলব্ধি সামাজিক-বাস্তুতান্ত্রিক রূপান্তরকরণের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। তিনি বুনিয়াদি অর্থনীতি (শীর্ষ অগ্রাধিকার) পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় স্থানীয় বিধান (দ্বিতীয় অগ্রাধিকার) সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ,রপ্তানিমুখী বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরকরণ এবং ভাড়াটে অর্থনীতিকে সংকুচিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন।

গ্রহসীমার মধ্যে সকলের জন্য একটি ভালো জীবন বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল উৎপাদন-জীবনযাত্রার উত্তর-পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে। তা স্বীকৃতি দেওয়ার সময়, এই পদ্ধতির গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো কীভাবে প্রবর্তন করা যায় সে সম্পর্কে একটি কৌশলের অভাব রয়েছে। কিছু সমর্থকরা রাজ্য এবং সুবিধাপ্রাপ্ত তৃণমূল আন্দোলন এবং নাগরিক সমাজের ক্রিয়াকলাপকে প্রত্যাখ্যান করে– যার ফলে বাজার-উদার-পরিসংখ্যানবিরোধী ও রাজনৈতিক জালিয়াতিবাদকে আরও শক্তিশালী করে এবং সাধারণ দশকে রাজ্য সংস্থার সাথে গত দশকগুলোর মূল-রাজনৈতিক-পরবর্তী নীতি-নির্ধারণকে জটিল করে তোলে। তবে, একাধিক স্বৈরাচারী সরকারগুলোর উত্থান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্ভাব্য শক্তি প্রদর্শন করে। যদিও তাদের কেউই না, সমসাময়িক ব্রাজিল, ভারত বা চীন আদর্শ অনুকরণীয় হলেও তারা রাজ্যটিতে অন্তর্নিহিত সার্বভৌমত্বের সীমান্তবর্তী এখতিয়ার সত্তা হিসাবে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলো দেখায়– সে পৌর-রাজ্য, জাতি-রাষ্ট্র বা ইউরোপীয়-রাষ্ট্র হোক। বৈধ নিয়ম-কানুনের উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া রাজত্বগুলোর মধ্যে থাকা সম্ভাবনাটিকে উপেক্ষা করা কেবল অকৃত্রিম এবং বিপজ্জনকই নয়; সর্বোপরি, সম্ভাব্য সমজাতীয় বিপরীত প্রকল্পগুলোর ব্যয়কে প্রকৃত উপহাস হিসেবে আটকে রযেছে।

> অ-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা

ভবিষ্যতের উপযুক্ত অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার কার্যকর কৌশলগুলোর

>>

"একটি ভবিষ্যত উপযোগী অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে কার্যকর কৌশলগুলির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সুনিদিষ্ঠ অর্থনৈতিক বি-বিশ্বায়নের মাধ্যমে গৃহিত সঠিক নীতিনির্ধারণী পরিবেশ, বৈচিত্র্যের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত স্বাধীকরের আঞ্চলিক রূপগুলির অনুসরণ করা নয় "

মধ্যে আন্তঃসংযুক্ত অঞ্চলগত স্বনির্ভরকরণের প্রকারগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন এর সাথে জড়িয়ে থাকা বিবিধ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে। তবে যেমন; শহর, অঞ্চল, জাতি এবং এর বাইরেও নির্বাচনী অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বিনির্মাণের মাধ্যমে সঠিক নীতিমালা রয়েছে। রাষ্ট্রসমূহ, সরকারি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি অঞ্চল পরিচালনা করে, তাদের অঙ্গ-রাজ্য বা কেন্দ্রীয় আমলাদের মধ্যে হ্রাস করতে হবে না। উদ্ভাবনী রাষ্ট্রের গঠনকে আরও বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতায়ন ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষার পাশাপাশি কর্মক্ষম এবং জীবনযাত্রার স্ব-পরিচালিত অ-পণ্যযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে থাকতে হবে। তবে, একটি সমালোচিত রাজনৈতিক অর্থনীতি পুঁজিবাদে এই জাতীয় প্রগতিশীল রাষ্ট্র সংস্থার সীমাবদ্ধতার উপর জোর দিয়েছে, যে পুঁজিবাদের রাষ্ট্র একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র।

আমরা একমত যে, সরকারি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল পুঁজিবাদের বাইরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নতি করতে পারে। তবে, যেহেতু অ-পুঁজিবাদী অঞ্চলগুলো সর্বদা পুঁজিবাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই পুঁজিবাদের মধ্যেও অ-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থাকতে পারে: এটি সমবায়, পৌর সংস্থাগুলো বা জনসাধারনের উত্তর বেতন পদ্ধতি হোক। যেহেতু পুঁজিবাদ ভিত্তিগত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর (বিশেষত; যত্ন এবং অবকাঠামোগত) ওপর নির্ভরশীল। তাই, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পুঁজিবাদের বৈধতা এবং কার্যকারিতা বজায় রাখে। যেহেতু পুঁজিবাদ তার নিজস্ব অবহেলার ওপর নির্ভরশীল, তাই রাষ্ট্রীয় সংস্থা ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে শক্তিশালী করতে পারে– যা সমস্ত বাসিন্দাদের সভ্য জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম করে। সাশ্রয়ী মূল্যের বিধান ব্যবস্থা (যত্ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, গতিশীলতা) -এর অন্তর্ভুক্ত প্রবেশযোগ্য বিকল্পগুলো হতে পারে (যেমন, স্বল্প-দূরত্বের বিমানের নিষেধাজ্ঞা) এবং টেকসই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলোতে বিনিয়োগের পরিচালনা (যেমন, ভর্তুকি, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, কর, সামাজিক লাইসেন্স, পুনরায় প্রশিক্ষণ) কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক-পরিবেশগত সার্বজনীনকরণ নিশ্চিত করতে পারে। স্বল্পমেয়াদে, পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে সবুজ, অ-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় রূপকে শক্তিশালী করে নব্য-উদারপন্থার বাইরে চলে যাওয়ার এটি একটি কার্যকর কৌশল।

দীর্ঘমেয়াদে, গ্রহের সীমানায় উত্পাদনের একটি পুঁজিবাদী পদ্ধতি থাকা সবার জন্য একটি ভালো জীবনের সাথে বেমানান। সুতরাং, পুঁজিবাদের অতিক্রম করার জন্য, রাষ্ট্রের নতুন রূপগুলো অবশ্যই পুঁজির পুনরুৎপাদন করার জন্য তাদের কার্যকারিতা ছাড়িয়ে জীবনের অ-পণ্যযুক্ত ক্ষেত্রগুলোর বিকাশের চারদিকে বিকশিত হতে হবে। এটি রূপান্তরিত নাগরিক সমাজ-রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। যেখানে বিনিয়োগের পাশাপাশি অবকাঠামোগত বিধান সরবরাহের কার্যক্রম আরও সামাজিকীকরণে পরিণত হয় এবং শ্রমবাজার আয়ের উপর নির্ভরতা হ্রাস পায়। সুস্থতার প্রচারের ফলে বর্ধিত মজুরির পরিবর্তে আরও মুক্ত সময় আসবে, জনসাধারণের পণ্য প্রবেশাধিকার ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে পছন্দসই হবে, জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস করা (উদাহরণস্বরূপ, সাশ্রয়ী সরকারী অবকাঠামো এবং আবাসন) উত্থাপনের তুলনায় ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সরাসরি যোগাযোগ:
অ্যান্ড্রিয়াস নভি <Andreas.novy@wu.ac.at>
রিচার্ড বারান্থলার<richard.baernthaler@wu.ac.at>

> কোভিড-১৯:
রাষ্ট্র ও অর্থনীতির নতুন রূপরেখা

বব জেসোপ, ল্যানকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য।

কোভিড-১৯ মহামারীর তাৎপর্য এখনও উন্মোচিত হচ্ছে। যতোক্ষণ না ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা নির্মূল করা যায় কিংবা এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বিষয়ে পুরোপুরি কিছুই জানতে পারবো না। কিন্তু এটি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট যে, কিছু দেশ সংক্রমণের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং যে কোনো কারণে ঘটিত অতিরিক্ত মৃত্যু কমাতে বেশি সফল হয়েছে। এটাও স্পষ্ট যে, এই মহামারীর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বেসরকারি ব্যবসাকে উজ্জীবিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষে একটি নতুন যুক্তি তৈরি হয়েছে। এই নিবন্ধটি মহামারীর এই দিকটি নিয়ে আলোকপাত করবে।

এই মহামারীকে একটা বৈশ্বিক সংকট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসব সংকটের প্রবণতা হচ্ছে বিশ্বের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে এবং এতে কীভাবে 'চলতে হবে' তা ব্যাহত করা এবং নানা তাত্ত্বিক এবং নীতিগত প্যারাডাইমের পাশাপাশি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপকেও প্রশ্নবিদ্ধ করা। যদিও নানা মহামারীকে দীর্ঘদিন ধরে একটি সম্ভাব্য হুমকি হিসাবে দেখা হচ্ছে, কোভিড-১৯ সৃষ্ট সংকট ও শুরুর দিকে মানবজাতির জন্য হুমকি স্বরূপ একটি বহিরাগত ও আকস্মিক অভিঘাত হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। জনগণের সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত জৈব-রাজনৈতিক বয়ানে এবং অভ্যন্তরীণ হুমকি (যেমন, অভিবাসী শ্রমিক, রোমা জনগোষ্ঠী) মোকাবিলায় পরিচালিত আক্রমনাত্মক বয়ানে এর প্রতিফলন দেখা যায়। এর বিপরীতে, মহামারীর সংকটের সূত্রপত্র হিসাবে পুঁজিভিত্তিক কৃষিকে ধরা যেতে পারে–যা প্রাকৃতিক জগতকে আক্রমণ করে এবং পশু থেকে মানুষে রোগের সংক্রমণ সৃষ্টি করে। কোভিড -১৯ এর বিস্তার বিশ্বব্যাপি বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণকেও প্রতিফলিত করে–যা দেশ ও মহাদেশ বদল করা সহজ করে তোলে। মহামারীর ঘটনাটি তবুও অসম: বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা এটিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে, জৈব-রাজনৈতিক নিরাপত্তা, ও আন্তশত্রুদেও বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বা স্বাস্থ্যের চেয়ে সম্পদকে অগ্রাধিকার দেয়।

> যুক্তরাজ্যের দুর্বল পদক্ষেপের ব্যাখ্যা

এই নিবন্ধটি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ওপর আলোকপাত করবে। এসব দেশের দুর্বল কর্মক্ষমতা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে আরো সরাসরি এবং স্থায়ীভাবে 'বিশ্বায়ন' এর 'বাধ্যবাধকতা' হিসাবে কথিত নব্যউদারনৈতিক বয়ানের অধীনস্ত করার কৌশল থেকে উদ্ভূত। এই কৌশল দৈনন্দিন জীবনের আর্থিকীকরণকে শক্তিশালী করার জন্য একটি অনুশাসনমূলক হাতিয়ার হিসাবে সমাজে 'অনিশ্চয়তা' তৈরি করে, পাশাপাশি সম্পদে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং নানা শ্রেণির মধ্যে আরও স্তরবিন্যাস তৈরি করে। এটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের অধিকারের যৌথতা থেকে জবরদস্তিমূলক কর্মব্যস্ততার শাসনব্যবস্থার এবং, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কারাবাসের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। নব্যউদারনীতিবাদ বাজারের শক্তিসমূহকে বিশেষাধিকার দেয় এবংতাদের সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করে। এর বিপরীতে কোভিড-১৯ রাষ্ট্রকে প্রধান শক্তি হিসাবে, বেসরকারি-সরকারি খাতের অংশীদারিত্বকে এবং নিঃশর্ত সংহতি (পারস্পরিক সাহায্য) কে বিশেষাধিকার দেয় এবং সেবামূলক সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করে।

যুক্তরাজ্য একটি নব্যউদারনৈতিক রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা যা সাংগঠনিকভাবে খণ্ডিত বিকেন্দ্রীভূত এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের দুর্বল সমন্বয়ের কারণে মহামারীর জন্য অপ্রস্তুত ছিল। একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী, যিনি তার জনমত রেটিংকে গুরুত্ব দেন, এর অধীন সরকার ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের প্রয়োজনেও বিভ্রান্ত হয়েছিল। তদুপরি, ব্রিটিশ স্বাস্থ্যব্যবস্থা এই মহামারী মোকাবিলার জন্য অপ্রস্তুত ছিল। স্বাস্থ্যসেবার জন্য জনপ্রতি ব্যয় কমানো হয়েছিল; ২০০৯ থেকে ২০১৮ সময়কালে এর গড় বৃদ্ধি ছিল ১.২%–যা স্বাস্থ্যসেবার চাহিদার প্রবৃদ্ধির সাথে মেলে না। এখানে ৪০,০০০ এরও বেশি নার্স, ২,৫০০ সাধারণ চিকিৎসক এবং ৯,০০০ হাসপাতাল চিকিৎসকের ঘাটতির পাশাপাশি নিবিড় পরিচর্যার যন্ত্রপাতিরও অভাব রয়েছে।

অতীতের সরকারসমূহ একটি মহামারী কৌশল তৈরি করেছিল–যা একটি টেকনোক্র্যাটিক পরিকল্পনা ছিল। এতে ভেন্টিলেটর এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসহ স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সেবাখাতের অবকাঠামোর দুর্বল অবস্থা ও শ্রমিক এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনিশ্চয়তার প্রতিফলন ছিল না। ২০১১ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রস্তুতি কৌশল পর্যালোচনা করে ব্রিটিশ সরকারের নীতি জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর উপস্থাপিত 'বিজ্ঞান অনুসরণ করে' । এই বিজ্ঞান ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সাথে একটি বিভ্রান্তিকর সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এতে প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, এই ভাইরাস অতিরিক্ত ২৫০,০০০ মৃত্যুর কারণ হবে–যা ট্রিয়াজের মাধ্যমে মোকাবিলা করা হবে (বয়স্করা মারা যাবে, অসুস্থদের কেয়ার হোমগুলোতে নেয়া হবে)। যখন জনমত এটি প্রত্যাখ্যান করে, সরকার ভাইরাসের বিস্তারকে বিলম্বিত করার জন্য ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের বক্ররেখাকে সমতল করার চেষ্টা করে এবং তারপর কিছু বিকেন্দ্রীকরণের সুযোগ রেখে জাতীয় কৌশল আরোপ করে। এর পরে নানা স্তরের লকডাউন দেয়া হয়েছিল, প্রায়শই খুব বেশি দেরিতে। প্রকৃতপক্ষে, অসুস্থ ভাতার পরিমাণ কম হবার কারণে আর্থিকভাবে নিরাপত্তাহীন মানুষ কাজ করতে থাকে, এমনকি অসুস্থ থাকলেও। এর ফলে বেশি মাত্রার সংক্রমণ এবং মৃত্যু ঘটেছে।

সরকার একটি কার্যকরী সনাক্তকরণ-চিহ্নিতকরণ-বিচ্ছিন্নকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং বেসরকারি খাতের প্রতি আবেশের কারণে সরকার স্থানীয় পরিষেবা এবং জাতীয় সংস্থাসমূহকে সংযুক্ত করে একটি সুসংগত পদক্ষেপ নিতে পারেনি। নির্ধারিত দেশ থেকে ফিরে আসা ভ্রমণকারীরা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্ন বা পৃথকীকরণের কোনো পদ্ধতিগত ব্যবস্থা নেই। যুক্তরাজ্যে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা জাতীয় স্বাস্থ্য সেবার (এনএইচএস)

>>

"এই অতিমারি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের এক নতুন যৌক্তিকতার জন্ম দিয়েছে যা তাদের পারস্পরিক সাহায্য এবং বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহয়তার উদ্দেশে কাজ করে।"

কাঠামোর বাইরে ভালো চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ছাড়াই (যেমনটি জার্মানি, আয়ারল্যান্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় দেখা গেছে) করা হয়। তবে, টিকা নীতি স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে ভালোভাবে পরিচালিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য কোভিড-১৯ এর মোকাবিলায় স্বাস্থ্যের চেয়ে সম্পদকে অগ্রাধিকার দিয়েছে–যা হিতে বিপরীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্থনীতি রক্ষায় আরও কার্যকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইডেন ও ব্রাজিলে সরকার প্রথমে কোভিড-১৯ এর মারাত্মক প্রকৃতি অনুধাবন এবং জীবন রক্ষা করতে অস্বীকার করেছিল আর (বড়) ব্যবসাগুলোকে চলতে দেয়াই মূখ্য বিষয় ছিল। এর ফলে, দেরিতে লকডাউন এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। তারপরে 'হালকা' লকডাউন দেয়া হয়–যা ভাইরাসকে দমন করেনি; এবং তারপরে খুব তাড়াতাড়ি শিথিলকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়–যা মহামারীর পুনরুজ্জীবন ঘটায়।

> শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের সাফল্য

কোভিড-১৯ একটি বৈশ্বিক মহামারী হলেও এ সংক্রান্ত পদক্ষেপ নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিপরীতে রাজনীতিবিদদের মধ্যে সামান্যই সমন্বয় রয়েছে। এর পরিবর্তে উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে মহামারী এবং ভ্যাকসিন বিষয়ে জাতীয়তাবাদী সমাধান লক্ষ্যণীয় এবং একটি বৈশ্বিক টিকা কর্মসূচি সমন্বয় করার জন্য সামান্য প্রচেষ্টা বা অর্থ ব্যয় দেখা যায়। গ্লোবাল নর্থের (উত্তর গোলার্ধ) ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে স্পষ্ট–যা আশা করেছিল এই মহামারী গ্লোবাল সাউথকে (দক্ষিন গোলার্ধ) আক্রমণ করবে। তবুও, একটি দেশ গণতান্ত্রিক বা কর্তৃত্ববাদী, দ্বীপ বা মহাদেশীয়, কনফুসিয়ান বা বৌদ্ধ, সাম্যবাদী বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রিক হয়, তা যদি পূর্ব এশীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বা অস্ট্রেলীয় হয়, তা যে কোনো ইউরোপীয় বা উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রের চেয়ে ভালোভাবে কোভিড-১৯ মোকাবিলা করেছে। নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের শূন্য- কোভিড নীতি–যেখানে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপ কাজ করেছে। হার্ড ইমিউনিটি কেন্দ্রিক নীতির চেয়ে ভালো –যা সহনীয় মৃত্যু, ক্রমাগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি এবং ব্যাপক টিকা কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করে। আমরা আশা করতে পারি যে, কোভিড-১৯ পরবর্তী অনুসন্ধানগুলো নব্য উদারতাবাদী পদক্ষেপের পর্যালোচনা করবে এবং কার্যকর রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের জন্য শক্তিশালী সমর্থনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত জনস্বাস্থ্য ও সেবার পরিকাঠামোতে বেশি বিনিয়োগের সুপারিশ করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ : বব জেসোপ <b.jessop@lancaster.ac.uk>

> লেভিয়াথান ফিরে এসেছে!

করোনা-রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান

ক্লাউস দোরে এবং ওয়ালিদ ইব্রাহিম, ফ্রেডরিক-শিলার-ইউনিভার্সিটি জেনা, জার্মানি

টিকাদান কেন্দ্র, এরফোর্ট, জার্মানি। "করোনা রাষ্ট্রের" সেবা কিংবা অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে একটি উপায়? কৃতজ্ঞতা: ওয়ালিদ ইব্রাহিম।

লেভিয়াথান ফিরে এসেছে! করোনা মহামারীর কারণে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যা ঘটছে, তাকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যায়। টমাস হব্‌স তাঁর লেভিয়াথান অর দ্য ম্যাটার, ফর্ম এন্ড পাওয়ার অব অ্যা কমনওয়েলথ একলিসিয়াস্টিকাল অ্যান্ড সিভিল নামক প্রভাবশালী গ্রন্থে আধুনিক রাষ্ট্রের স্ববিরোধী প্রকৃতি বোঝাতে একটি সামুদ্রিক দৈত্যের (লেভিয়াথান) নাম উপমা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। নব্যউদারতাবাদের যুগে মনে হয়েছিল যে, লেভিয়াথান পশ্চাদপদনীতি অনুসরণ করেছে। এ ধারণা কখনোই সত্য ছিল না; এমনকি চিলির জন্যও– যেখানে কেবল একটি অত্যাচারী রাষ্ট্র শিকাগো বয়েজ খ্যাত অর্থনীতিবিদদের বাজার-মৌলবাদী ধারণাগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব করেছিল।

যা হোক, সমাজতাত্ত্বিক সামাজিক পর্যালোচনা মানেই সর্বোপরি বাজারের পর্যালোচনা। এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না যে, কার্ল পোলানীই একটি 'যুগল আন্দোলনে' সৃষ্ট বাজার ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী বিস্তারের একজন প্রধান একাডেমিক স্বাক্ষী। করোনা মহামারী শুরুর পর থেকে 'যুগল আন্দোলন"-এর পেন্ডুলামটি বিপরীত দিকে দোল খেয়েছে। লেভিয়াথান রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে জরুরি অবস্থা হিসাবে মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার উদ্দেশ্যে এবং একইসাথে একটি অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপবাদী রাষ্ট্র হিসাবে বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে যাদের সামর্থ্য আছে –অর্থনীতির সুরক্ষা এবং প্রয়োজন হলে, পুনর্নির্মাণের জন্য ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে।

> করোনা রাষ্ট্রের মূল্যায়ন

এই রাষ্ট্রের মূল্যায়ন কীভাবে করা যায়? পদ্ধতিগত তাত্ত্বিকরা বিরক্ত। কারণ, তাঁরা রাষ্ট্রের এমন চরিত্র ধারণের সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন–যা প্রতিটি সামাজিক উপতন্ত্র কে কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ করে। কেইনিসিয়ান অর্থনীতিবিদরা আনন্দিত। কারণ, এখন সরকারী ঋণ অর্থনীতি চাঙ্গা করার একটি উপায়। অন্যদিকে উদারবাদী সাংবাদিকরা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন যে, অসংখ্য লকডাউন ও শাটডাউন চলাকালীন 'করোনা রাষ্ট্র' নানা মৌলিক অধিকার স্থগিত করবে।

সুতরাং কীভাবে এই নতুন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে আমাদের মূল্যায়ন করা উচিত হবে? খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে আমরা প্রাথমিক উত্তর হিসাবে এই তত্ত্ব তুলে ধরতে চাই যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপবাদিতা " 'পুঁজিবাদের একটি নতুন রূপ'-এর ধাত্রী হতে উঠতে পারে। তবে, করোনা রাষ্ট্র একটি সংকর অবস্থা; কেননা এটি মহামারী এবং অর্থনৈতিক মন্দার মতো দু'টি মৌলিকভাবে ভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত–যা কেবল দুর্বলভাবে পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। জরুরি অবস্থা দ্বারা কোভিড-১৯ কে মোকাবিলা করা একদিকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে এবং অন্যদিকে সাময়িকভাবে নানা মৌলিক অধিকার স্থগিত করে সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে। রাষ্ট্রের এই জরুরি ব্যতিক্রম অবস্থার ('স্টেট অব এক্সেপশন') একমাত্র বৈধতা হলো মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই। এই রোগের দ্রুত বিস্তার রোধে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক সামাজিক দূরত্ব বিষয়ক বিধি-বিধান প্রয়োগ করে–যা চিকিৎসা বিপর্যয় ঠেকাতে কাজ করে। তবুও মহামারীটি যতোই দমনযোগ্য হবে; এসব বিধি-বিধান ততোই এর বৈধতা হারাবে। কিছু বিশ্লেষক

>>

এখনকার জরুরি ব্যতিক্রম অবস্থার বিদ্যমান নানা ব্যবস্থা যেমন, দৈনন্দিন জীবনের মন্দাভাব, ভোগবিলাস বর্জন, ভ্রমণ পরিহার, নিজের ও অন্যের যত্ন নেওয়ার জন্য সময় ব্যয়-কে স্বাগত জানায়। মহামারীর একেবারে শেষের দিকে এসব ব্যবস্থা কেবল স্বেচ্ছাভিত্তিতে বহাল রাখা যেতে পারে। প্রাক-কোভিড-১৯ স্বাভাবিকতায় ফিরে যাবার যে তাগিদ তা ইঙ্গিত দেয় যে, এসব বিশ্লেষণ বাস্তবতা থেকে কতোটা বিচ্ছিন্ন।

অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপবাদী রাষ্ট্রকে অবশ্যই আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। কঠোর আর্থিক সংযম, ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট, 'শোয়ার্জ নাল'(কালো শুন্য) থেকে ধীরে ধীরে সরে যাওয়া এবং বিশাল সম্পদ ও উচ্চ আয়ের ওপর উচ্চতর কর আদায়ের বিষয়ে ইঙ্গিত পূর্বের বাজার-মৌলবাদী ব্যাবস্থার তুলনায় অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে। তবুও, করোনা রাষ্ট্র জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) পূরণ করে এমন একটি অর্থনৈতিক-পরিবেশগত ব্যাপক পরিবর্তনের কোনো নিশ্চয়তা নয়। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে এটিকে ঝুঁকিপূর্ণ বলা যায়। কারণ, অতিমাত্রায় সরকারী ঋণ এমনকি ধনী দেশগুলোতেও কেবল, ততোক্ষণই আশানুরূপ ফল দেয়; যতোক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থবাজার একসঙ্গে কাজ করে এবং স্বল্প সুদ হার নীতির নিশ্চয়তা দেয়। যখন প্রায়শই দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থনৈতিক এবং শিল্প বিষয়ক নীতি ব্যবস্থাপনায় কল্পনাশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়, এটি (অতিমাত্রায় সরকারী ঋণ) আরও গুরুতর হয়ে উঠে। বিচক্ষণ হস্তক্ষেপবাদের আলোকে বিনিয়োগ ও পুনর্গঠন কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত লাভ কী করে কাজে লাগানো যায়–এসব প্রতিষ্ঠান তা খুব কমই জানে।

> অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের সীমা

করোনা-রাষ্ট্রের টেকসই পরিবেশ বিষয়ক প্রভাবের ক্ষেত্রেও উচ্চ আশা রাখা উচিত নয়; কেননা, হস্তক্ষেপবাদী অর্থনৈতিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংকোচনের বিরুদ্ধে সরাসরি পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া। সরকারী ঋণ লগ্নিকৃত পুনর্গঠন কর্মসূচির বৈধতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাফল্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়। এই ক্ষেত্রে, করোনা-রাষ্ট্র একটি পরস্পর-বিরোধী সত্তা। অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপবাদী রাষ্ট্র তার অসম যমজ, মহামারীকালীন জরু-রি অবস্থার আলোকেই কাজ করবে এবং এই প্রক্রিয়ায় টেকসই প্রতিবেশ অর্জনের লক্ষ্যগুলো নজর এড়িয়ে যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরে। কেবল আপাতদৃষ্টিতে কোভিড-১৯ কে প্রতিবেশগতভাবে উপকারী বলে মনে হয়। ২০০৭ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মতো, লকডাউন এবং অর্থনৈতিক সংকট 'বিপর্যয়ের দ্বারা প্রবৃদ্ধির অবনতি' অবস্থা সৃষ্টি করে। এটি সত্য যে, সীমাবদ্ধ গতিশীলতা এবং শিল্প-কারখানার সাময়িক পতন এমন পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস করেছে–যা গত কয়েক দশকে দেখা যায়নি। তবে, অর্থনীতির পুনর্জাগরণের সাথে সাথে এ নিঃসরণ প্রত্যাশার চেয়ে আরও দ্রুত বেড়েছে। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (আইইএ) এর হিসাবে ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে বিশ্বব্যাপী নিঃসরণের পরিমাণ ৫.৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিলো–যা পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিঃসরণের সমান। তবে, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে, বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ আবার বেড়েছে এবং ডিসেম্বর মাসে এই নিঃ-সরণ পূর্ববর্তী বছরের একই মাসের তুলনায় উপরে উঠেছিল।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী প্যানেলের মতে, ১.৫ ডিগ্রি বৈশ্বিক উষ্ণতার মাত্রা এখনও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য; আর এ অবস্থা বজায় রাখতে হলে সাময়িক লকডাউনের ফলস্বরূপ নয় বরং নিরিবিচ্ছিন্নভাবে প্রতি বছর গড়ে ৭.৬ শতাংশ হারে বিশ্বব্যাপী গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করতে হবে। আইইএ'র আশঙ্কা যে, ২০১৯ সালে বৈশ্বিক নিঃসরণ শীর্ষে পৌঁছানোর ঐতিহাসিক সুযোগটি হাতছাড়া হচ্ছে। সম্পদের বন্টণকে ঘিরে যে কঠোর লড়াই –যা উচ্চমাত্রার সরকারী ঋণ এবং রাজস্ব আয়ের নিম্নহারের ফলস্বরূপ সব সমাজেই দেখা যাচ্ছে যে,এই প্রবণতাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

পরিশেষে, একটি বিষয় খেয়াল করা দরকার যে, হস্তক্ষেপবাদী রাষ্ট্র লেভিয়াথান হলেও এই দৈত্যটির উপকারী প্রভাবও থাকতে পারে। এটি মানব জীবনকে অর্থনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে রেখে তার নিজস্ব জাতীয় জনসংখ্যাকে রক্ষা করে। এর উল্টো দিক হচ্ছে, এটি মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইকে সাম্রাজ্যসমূহের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত করে। কেবল যেসব রাষ্ট্র যাদের পর্যাপ্ত টিকা রয়েছে এবং দ্রুত টিকাদান কর্মসূচি কার্যকর করতে পারে তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সুযোগ থাকবে। এর ফলে, টিকা জাতীয়তাবাদ দিয়েই বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যের হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে। সকল দেশের সংহতি প্রকাশ সত্ত্বেও ২০২১ সালের বসন্ত পর্যন্ত ১০ টি দেশ প্রাপ্য সমস্ত টিকার ৭৬ শতাংশ করায়ত্ব করেছে। ৮৫ টি স্বল্প আয়ের দেশের জনসংখ্যাকে টিকা দেয়া শুরু করতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। এটি মিউটেশনের ঝুঁকি বাড়ায় যা টিকাগুলোর প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠেকাতে সক্ষম। স্পষ্টতই, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকাকে সর্বজনের উপকারে ব্যবহৃত পণ্য হিসাবে বিবেচনা করতে এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (এসডিজি ৩) অর্জনে সহায়তা করতে অক্ষম। সুতরাং, করোনা রাষ্ট্র প্রভাবশালী হলেও তা টেকসই সামাজিক এবং পরিবেশগত অগ্রগতির নিশ্চয়তা দেবার মতো কিছু নয়। তাই সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনার জন্য আমাদের অবশ্যই আলোচ্য বিষয়বস্তুকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। রাষ্ট্রকে আরও একবার সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে হবে। করোনা রাষ্ট্র কী ও কীভাবে এটি পরিচালিত হয় তার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য আমাদের প্রয়োজন বৃহত্তর, বিশ্ব পরিসরে, আন্তঃশাস্ত্রীয় গবেষণা কার্যক্রম প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সম্প্রদায়ের এই কাজগুলো দ্রুত এবং সুস্পষ্টভাবে আয়ত্ত করার সময় এসেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগঃ
ক্লাউস দোরে <klaus.doerre@uni-jena.de>
ওয়ালিদ ইব্রাহিম <walid.ibrahim@uni-jena.de>

১. 'কালো শূন্য' একটি ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট নির্দেশ করে।

> কোভিড-১৯: জার্মানিতে অনিরাপদ স্থানগুলো যেভাবে তৈরি করা হয়েছে

ড্যানিয়েল মুলিস, পিস রিসার্স ইনস্টিটিউট ফ্রাঙ্কফুর্ট (পিআরআইএফ)

পরিত্যাক্ত উৎপাদন কেন্দ্র। কৃতজ্ঞতা: ড্যানিয়েল মুলিস

"প্রকৃতপক্ষে কাদের অথবা কোন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বা নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে?' রোজমেরী-ক্লেয়ার কলার্ড এর মতে এই আলোচনাটিই সকল বায়োপলিটিক্সের হিসাব-নিকাশকে নির্ধারণ কওে দেয়। মিশেল ফুঁকোর মতে, বায়োপলিটিক্স হচ্ছে যেকোনো জনসংখ্যার কল্যাণ বিষয়ক রাজনীতি। এটি হলো সেই সক্ষমতা যা কাউকে যেমন 'বাঁচতে শেখায়' তেমনি 'মরতেও দেয়'। ম্যাথু হান্নাহ, জেন সিমোন হুত্তা,এবং ক্রিস্টোফার সিমান দাবি করেন যে, রাষ্ট্রের কোভিড-১৯ বিষয়ক পদক্ষেপগুলোকে 'জনসংখ্যার 'পুনঃজৈবকরণ' নামক বায়োপলিটিক্যাল ভাষার ব্যবহার এবং যতোটা সম্ভব মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায় –এরকম বহুল ব্যবহৃত অনুজ্ঞাবাচক বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্পষ্টতই কিছু জীবন অন্য জীবনের থেকে বেশি মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সকল প্রান্তেই শ্রেণিগত, জাতিগত ও লৈঙ্গিক প্রান্তীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে কোভিডে সংক্রমণের হার বড়েছে। এই অতিমারীর একটি বিশেষ ভৌগোলিক চিত্র আছে–যেটি সমাজের সেই অবহেলিত অংশকে তুলে ধরে এবং সেই স্থানগুলোকে–যাদের নিরাপদ রাখতে রাষ্ট্রের কোনোরূপ ইচ্ছা নেই। জার্মানিতে রাষ্ট্রীয় (অ) হস্তক্ষেপের উদাহারণসহ আমি আমার এই দাবিটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবো।

> প্রান্তীয়করণ

'ভাইরাসটি কোথায় নিবিষ্ট বা ঘনীভূত?' সামান্থা বিগলিরি, লোরেনজো দ্যা ভিডোভিচ ও রজার কেলির মতে, এই প্রশ্ন করলে 'আপনারা এটিকে শহর এবং আমাদের সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে দেখতে পাবেন'। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকের একটি আলাপচারিতায় রজারকেলি প্রান্তীয়করণের তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত প্যাটার্ন চিহ্নিত করেন: প্রথমত; স্থানিক প্রান্তীয়করণ–যা দ্বারা সেই সকল স্থানকে বোঝায় যেগুলো সমসাময়িক সমাজের কেন্দ্রে অবস্থান করে না। দ্বিতীয়ত; প্রাতিষ্ঠানিক প্রান্তীয়করণ–যা রাষ্ট্রের সেই প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে বোঝায় যা সমাজের মানুষকে প্রান্তীয়করণের দিকে ঠেলে দেয়। তৃতীয়ত; সামাজিক প্রান্তীয়করণ–যা সমাজের জাতিগত বিভাজনের কথা বলে। আমি এর সঙ্গে শ্রেণি, লিঙ্গ, এবং জাতিগত মাত্রাকে যোগ করে এই জাতিগত বিভাজনের বিষয়টিকে আরো বিস্তৃত করতে চাই।

জার্মানিতে কোভিড-১৯ এর ভৌগোলিক বিস্তারের প্রসঙ্গে রবার্ট কচ ইনস্টিটিউট দেখিয়েছে যে, ২০২০ এবং ২০২১ এর শীতকালে সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে কম বঞ্চিত অঞ্চলের চেয়ে বেশি বঞ্চিত অঞ্চলগুলোতে কোভিডে মৃত্যুহার ছিল ৫০% থেকে ৭০% পর্যন্ত বেশি। বার্লিন,ব্রেমেন অথবা কোলোনজ বিভিন্ন শহরের তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, অতিমারী সেই সকল জেলাতেই সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে–যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি ও জনগণের গড় আয় কম এবং দারিদ্রের হার বেশি। রাষ্ট্রীয়

>>

(অ) হস্তক্ষেপের আলোচনায়, প্রাতিষ্ঠানিক প্রান্তীয়করণই তিন ধরনের প্রান্তীককীরণ প্যাটার্নের মধ্যে সবথেকে অর্থবহ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দারিদ্র্য এবং স্থানিক প্রান্তিকতা তৈরির ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত।

প্রথমত; দরিদ্রতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দারিদ্র জার্মানির জন্য একটি বড় সত্য। অ্যাজেন্ডা ২০১০ নামে পরিচিত জার্মান ওয়েলফেয়ার সংস্কার বাস্তবায়নের ফলে জার্মানিতে দারিদ্র আরো বেশি মাত্রায় বেড়ে গেছে। অন্যদিকে, অন্যান্য গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে একটি কম পারিশ্রমিকের সেক্টর বাস্তবায়ন করা হয়েছিল এবং মৌলিক-সামাজিক সাহায্যকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। এটা বলা প্রয়োজন যে ,দারিদ্র প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয় না বরং এটি তৈরি হয় অন্যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে–যাকে আবার সাহায্য করে রাষ্ট্রীয় আইন ও ক্ষমতা। এর ফলাফল প্রমাণিত। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সমাজের সমৃদ্ধ অংশের চেয়ে যে অংশ মৌলিক-সামাজিক সাহায্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিল–তারা কোভিড-১৯ দ্বারা বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হয়েছে। যাদের চাকুরী নেই; তাদেরকে চাকুরিজীবীদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। যেসব মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ তারা ঘনবসতিপূর্ণ এবং আবদ্ধ অবস্থায় প্রান্তীয় সামাজিক আবাসনে বসবাস করে। তারা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় কাজ করে; এবং ডিজিটাল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে বাড়ি থেকে তাদের পড়াশোনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সমস্ত বিষয় তাদেরকে গুরুতর দুর্বলতার দিকে ঠেলে দেয় এবং এভাবে একটি সামাজিক বিভাজনের সৃষ্টি হয়। এই মহামারীর সময়ে গরিব মানুষের উপার্জন থেমে গেছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণি কোনোমতে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে আর অন্যদিকে যারা বেশি ধনী তারা আরও ধনী হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে, স্থানভিত্তিক প্রান্তিকতা তৈরি করা প্রসঙ্গে। এটি এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যা আমাদের সমাজের কেন্দ্রে থেকে উদ্ভূত। একদিকে, যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনীতির রাজনৈতিক ও সিদ্ধান্তের কারণে কেন্দ্রিকতা এবং প্রান্তিকতার ভূদৃশ্য তৈরী হচ্ছে এবং যার কারণে সামাজিক আবাসন, শরণার্থী শিবির, গৃহহীন জনগোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল, এবং চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে একটি বিশেষ ধরণের বঞ্চনার প্যাটার্ণ তৈরী হয়েছে। নিরাপত্তাহীন এবং বিপজ্জনক কাজের পরিবেশও এর অন্তর্ভুক্ত। অতিমারীর সময়ে জার্মানিতে এই ধরনের সকল সামাজিক ক্ষেত্রগুলো কোভিড-১৯ এর হটস্পটে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক ডিসকোর্সে মূলধারার সমাজ থেকে অতিমারীকে পৃথক করতে আবাসন ভূ-সম্পত্তি এবং বিশেষভাবে; জেলা শহরগুলোকে ভয়ঙ্কর স্থান হিসেবে দেখানো হয়েছে। ঘেটো (ghettos) সম্পর্কিত ডিসকোর্সগুলো থেকে এই কৌশল সহজে বোঝা যায়। প্রথম পর্যায়ে, অতিমারীকে বিভিন্ন স্থানে ভাগ করা হয়েছে; তারপর, এই সকল স্থানের বিশেষ অংশকে অভিবাসী, দরিদ্র, অবাধ্য ইত্যাদি আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর এভাবেই এই সকল স্থান এবং সেখানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীই মূল সমস্যা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে।

> কেন্দ্রিকতা

এটা প্রমাণিত যে (অ) নিরাপদ স্থান একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফল–যা মূলত সমাজের ক্ষমতাবান গোষ্ঠীই নির্ধারণ করে। ফুঁকোর মতে, নব্যউদারতাবাদে রাজনৈতিক-অর্থনীতিই যেকোনো সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ওয়েন্ডি ব্রাউন এর সঙ্গে যোগ করে বলেন, 'রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনীতির ধারাকে সহজতর করা এবং রাষ্ট্রের বৈধতার বিষয়টি অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে সংযুক্ত করা।' কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জার্মানির গৃহীত পদক্ষেপগুলো এই নীতিরই প্রতিচ্ছবি–প্রচলিত বিভিন্ন উপাত্ত হতে তা-ই দেখা যায়। অতিমারী সম্পর্কিত বিধি-নিষেধের কারণে অর্থনীতিতে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে স্থূল মূল্য সংযোজনের মাত্র ১২.৮% । এক্ষেত্রে, সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে খুচরা বিক্রয়, ক্যাটারিং ব্যবসা, শিক্ষা, পর্যটন, বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। অন্যদিকে, অর্থনীতির বাকী ৮৭.২% ভাগে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি বরং কোনো বাধা ছাড়াই অর্থনীতি তার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে বন্ধ রেখে নিরাপত্তাহীন শ্রমিকদের সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে কখনোই কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।

প্রান্তিক পর্যায়ে কোভিড-১৯ এর যে প্রাদুর্ভাব পড়েছে সেটিও এই কেন্দ্রিকতাকেই নির্দেশ করে। এ যুক্তি কসাইখানা ও বিভিন্ন লজিস্টিক কেন্দ্রে এবং বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চ সংক্রমণের হারের জন্য প্রযোজ্য: জার্মানিতে মাংস শিল্প একটি রপ্তানিভিত্তিক অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত; যার উৎপাদনের চাকা কোনভাবেই স্থবির হতে দেয়া হয়নি। এই চিত্র বিভিন্ন লজিস্টিক কেন্দ্রগুলোতেও লক্ষ্য করা যায়। পোল্যান্ডের পোজনানের একজন আমাজন কর্মী গ্রিজ এই বিষয়টিকে সুক্ষভাবে তুলে ধরেছিলেন; তার ভাষ্যমতে যদিও তিনি এবং তার সহকর্মীরা কোভিডে আক্রান্ত হননি কিন্তু তাদেরকে বৈশ্বিক পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় সংযোগস্থলে কাজ করতে হয়েছে– যা কিনা মালামালের নির্বিঘ্ন প্রবাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট যে, যদিও সবসময় শিশু অধিকারের কথা বলা হয় কিন্তু অতিমারীর সময়ে শিশুদের কথা একেবারেই ভাবা হয়নি। শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়সমূহ খুলে দেয়া হয়নি বরং শিশুদের পিতামাতাগণ যাতে নির্বিঘ্নে তাদের কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে পারে তারই বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

> রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং হস্তক্ষেপহীনতার নমুনা

কোভিড-১৯ বিভিন্ন ধরনের স্থানিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক প্রান্তিকতার সৃষ্টি করেছে ও এই সকল স্থানেই ভাইরাস এবং নানা ধরনের সামাজিক পরিনতি সবথেকে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা মানুষকে মারাত্মক ঝুঁকি এবং দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিষয়ে, সংহতি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে স্বাধীনতাকে সংযত করার পথ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে বেশিরভাগ সরকার ভাইরাসের মোকাবিলায় যে স্বৈরাচারী আর নিরাপত্তা-ভিত্তিক পথ বেছে নিয়েছে তা তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার যেসব স্থানে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি কিংবা যে সব স্থানের নিরাপত্তা প্রদান করেনি তা আরও সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, যেখানে যারা প্রান্তিক নয় এমন জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা দিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যেভাবে শ্রেণি, জাতি, ও লৈঙ্গিক ক্ষেত্রে বিভক্তি, প্রান্তিকতা এবং প্রান্তিকীকরণের প্যাটার্নগুলোকে আরও গভীর থেকে গভীরতর করেছে । ■

সরাসরি যোগাযোগ : ড্যানিয়েল মুলিস <mullis@hsfk.de>

> হতাশার পর : উত্তর-নব্যউদারতাবাদী বিষয়

আর্থার বুয়েনো, ফ্রাঙ্কফুট বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানী এবং সদস্য, আইএসএ রিসার্চ কমিটি অন কন্সেপচ্যুয়াল ও টার্মিনোলজিকাল

একবিংশ শতাব্দীর সূচনা হয়েছিলো মূলত মন্দাভাবের মধ্যে যা প্রধানত অবসাদ, একাকিত্ব ও কর্ম-অক্ষমতা মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিলো। উৎস: অ্যাহেমেটেলর অ্যাখেরে আনঅ্যাবোনা অন আন্সপ্লাস

আমরা এক দ্রুত রূপান্তরশীল সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক ধ্বস থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে যে রাজনৈতিক প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল; সেই ধারাবাহিকতায় মহামারীর এই সময়ে গড়ে ওঠা নতুন নতুন ডানপন্থী আন্দোলন এবং এরকম অসংখ্য ঘটনা এটির আভাস দেয় যে, আমরা একটি ঐতিহাসিক যাত্রার বাঁকে রয়েছি –যেখানে একটি বিশ্বের যবনিকাপাত ঘটবে বলে মনে হচ্ছে এবং অন্য একটি পৃথিবীর জন্ম হয়নি। এই অবস্থা শুধু প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেই নয় বরং যা আমাদের কাছে অতি ঘনিষ্ঠ বলে মনে হচ্ছে তার জন্যও নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে–যা কিনা বিগত দশকগুলোতে বিরাজমান অনুভূতি, চিন্তাভাবনা এবং কলাকৌশলকেও প্রকাশ করে। আমাদের বর্তমান সংকট মূলত; একধরনের ব্যক্তিগত পরিচয়েরও সংকট। পরবর্তীকালের কাঠামো এবং তার বর্তমান রূপান্তরগুলো বিবেচনায় না নিয়ে কেউ বর্তমানের পুঞ্জিভূত বিপদ কিংবা সম্ভাবনার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানের এই বিদ্যমান সংকটের মধ্য থেকে কীভাবে কেউ এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করতে পারে?

> অবসাদগ্রস্থ উদ্যোক্তা সম্পর্কিত বিষয়

বিশ্বব্যাপী অবসাদের লক্ষণের মধ্যে দিয়েই একবিংশ শতাব্দীতে পালাবদল ঘটেছিল। তখন ফ্রয়েডের সময়কার ধ্রুপদী স্নায়ুবিক উপসর্গের মধ্যে মানসিক দুর্ভোগ আর দেখা যাবে না বলে মনে হয়েছিল; এমনকি অবসাদ, শূন্যতা আর নিজের মতো করে বলতে না পারার অক্ষমতাকে উপজীব্য বলে মনে হয়েছিল। ফ্রয়েডিয়ান নিউরোসিস 'অনুশোচনার' কথা বলে– যেটি মূলত; ব্যক্তিকে অনুমোদিত এবং নিষিদ্ধআইনের কর্তৃত্ব এবং অবদমিত চালিকাশক্তির মধ্যে এনে দোটানায় ফেলে দেয়। অপরদিকে, বিষন্নতাকে বলা যেতে পারে অপ্রাপ্তির ব্যধি –যেখানে সবকিছুই ব্যক্তির হাতের নাগালে কিন্তু ব্যক্তি তা থেকে নিজের সম্ভাবনার জায়গাগুলো খুঁজে নিতে ব্যর্থ। একজন ব্যক্তি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে কারণ তাকে জানানো হয় যে সবকিছু অর্জন করা সম্ভব। এই সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে বিভাজন, অবিরাম উপলব্ধি এবং কেউ সত্যিই যা অর্জন করার অক্ষমতাই হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তির পরিচায়ক– যা তার মধ্যে মোটিভেশনের অভাব সৃষ্টি করে।

ক্লিনিকাল ডায়াগনোসিসে স্নায়ুরোগ থেকে হতাশায় এই জাতীয় পরিবর্তন কেবল কষ্টের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে না বরং, এটিকে আরও বিস্তৃতভাবে ১৯৬০ এর দশক থেকে প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন সামাজিক শৃঙ্খলার লক্ষণ হিসাবে দেখা যেতে পারে–যেখানে ব্যক্তিকে সামাজিক সমর্থন হ্রাস, ক্রমাগত বৈষম্য, প্রতিযোগিতা এবং পূর্বসূত্রতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আত্ম-দায়বদ্ধতা এবং আত্ম-উপলব্ধির মতো কঠিনতর শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। সঞ্চয়ের একটি পোস্ট-ফরডিস্ট শাসনের বিকাশ এবং ব্যক্তিগত সত্যতার রোমান্টিক আদর্শের প্রসারের মধ্যে একটি 'বৈকল্পিক আসক্তি' এর ফলে, একটি নতুন বিষয় কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। নয়া-উদারনৈতিক ব্যবস্থায় স্ব-উদ্যোক্তার মতো ধারণাটি বাজারের সাপেক্ষে সফলতা অর্জন করেছিল। কেননা, এটি নিজের মতো হওয়া কিংবা জনপ্রিয় স্ব-নির্ভর বই এর পরামর্শ অনুসারে চালিত হচ্ছিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ বাধ্যতার পরিবর্তে এই উদ্যোক্তা বিষয়ের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো স্ব-আবিষ্কৃত এবং পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি, মানসিকভাবে যোগাযোগমূলক এবং নমনীয়ভাবে সর্বদা পরিবর্তনশীল বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া একক জীবনের জীবিকা।

>>

অবসাদগ্রস্থ ব্যক্তি সেই বিন্দুকে চিহ্নিত করে –যেখানে স্বয়ং নিজের উদ্যোক্তা হওয়ার এই প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তিকেন্দ্রিকভাবে সমস্যাজনক হয়ে ওঠে; যখন খাঁটি আত্ম-উপলব্ধির সম্ভাবনা শূন্যতা এবং ক্লান্তিতে পরিণত হয়; তখন স্বায়ত্তশাসিত আত্ম-সিদ্ধান্তের অনুসন্ধান বিচ্ছিন্নতার অর্থে শেষ হয়। শুধু একটি ক্লিনিকাল নির্ণয়ের চেয়ে বিষণ্ণতা এইভাবে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শগত প্রত্যাশার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যর্থতার জন্য একটি মূল শব্দ হয়ে উঠেছে।

> সংকট এবং অবসাদের রাজনীতি

এই যে, সামাজিক রূপরেখা–যাকে আমরা হতাশাগ্রস্ত সমাজ বলে আখ্যায়িত করতে পারি –যেটি উত্তেজনাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে; তবুও বিগত দশকগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পেরেছে। তাছাড়া, একুশ শতকের শুরুতে এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দাবী এবং সংগঠিত সামাজিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক লক্ষণগুলোর বক্তব্যকে বাধা দেওয়ার পক্ষে খুব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। আজ, এই আদেশের চাপগুলো এতোটাই তীব্র হয়ে উঠেছে যে, এর ধারাবাহিক আবির্ভাব গুরুতরভাবে আপোষজনক বলে মনে হচ্ছে; যা হতাশার অবসন্নতা নিজেই অবসাদের এক পর্যায়ে এসে পৌছেছে। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা হতাশা-উত্তর ঐক্যমত্যের কথা বলি এমন একটি পরিস্থিতিতে; যেখানে হতাশাব্যাঞ্জকতার সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো শীর্ষে পৌছে গেছে–যা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করে। যদিও দেখা যাচ্ছে, এরকম পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত নতুন ঐক্যমত এবং স্থিতিশীল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনো নির্মিত হয়নি।

এ জাতীয় বিবরণের ভিত্তি খুঁজে পাওয়াতে আমি যুক্তি দিয়ে বলব যে, বিগত বছরগুলোতে রাজনৈতিক সংগ্রামের যে রূপগুলো বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, তাকে নব্য-উদারনৈতিক ধারা তথাপি উদ্যোক্তা অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত দুটি প্রধান উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি মাথায় রাখলে, ব্যক্তির বিকাশের পথে প্রতিশ্রুতি হিসেবে বলা যেতে পারে, যে কেউ উদ্যোগের মাধ্যমে স্ব-সংকল্পে পৌঁছাতে পারে। এর জন্য দরকার একটি উদ্ভাবনী পণ্য–যা সামাজিক বাজারকে সামাজিক জীবনযাত্রার প্রেক্ষিতে ধারণ করে পণ্য সরবরাহ করবে; যেখানে যে কেউ চাইলে নিজের ব্যক্তিগত চিহ্ন রেখে যেতে পারবে এবং দরকার হলে সেটিকে নিজের প্রতিবিম্ব এবং সাদৃশ্যে রূপান্তর করতে পারবে। তবুও এই প্রতিশ্রুতি পূরণে বারবার ব্যর্থতা বরং একটি দৃঢ় ধারণার দিকে পরিচালিত করে যে, একজন পূর্ব-নির্ধারিত আইনের একটি সেটের অধীন–যা প্রায়শই উপলব্ধি এবং সংশোধন করা কঠিন। তার মানে দাঁড়ায়, 'বিকল্প কোনো পথ জানা নেই।' তবে, এটি আশ্চর্য হওয়ার মতো নয়; যে, আমাদের সময়ের বিভিন্ন আন্দোলন ক্ষমতাসীন উচ্চবিত্তদের প্রতি একটি ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং আরও অধিক হারে অংশগ্রহণের কথা বলে। এরকম পরিস্থিতিতে তাদেরকে সামাজিক বিধি-বিধানের প্রচলিত রূপগুলোর নিয়তিবাদী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে দেখা যায়।

নব্যউদারতাবাদী আনিষ্ঠাকে (নিওলিবারেল সাবজেক্টিভিটি) দ্বিতীয়বারের মতো টানাপোড়েন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এইবার বিশেষভাবে; এর অকৃত্তিমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। একের সাথে অন্যের সৌহার্দপূর্ণ্য সম্পর্ক এবং বাজারের মতো প্রতিযোগিতা হিসেবে সামাজিক জীবনের কাঠামোগত দিকের মধ্যে যে সংকট; সেটি মূলত; বিভিন্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও পরমাণুর মতো ব্যক্তিভেদে সংকট (Thatcher এর মতো বলাই যেতে পারে যে, সমাজ বলে কিছু নেই!)। সে যাইহোক, প্রতিটি ব্যক্তির স্বাবলম্বী হওয়ার দাবিটি বিচ্ছিন্নতা এবং সমাজ থেকে চ্যুত হওয়ার বোধ থেকে ক্রমশই জোড়ালো হচ্ছে। তবে, অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে, আমাদের সময়ে ঘটে যাওয়া কয়েকটি রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের মতো ঘটনা এরকম আবেগপূর্ণ আলাপচারিতার অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সামাজিক পৃথিকীকরণের মতো অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাদেরকে দেখতে পাওয়া যায়।

তথাপি উত্তর-অবসাদপূর্ণ অবস্থাকে শুধু রাজনৈতিক কর্ম বা সংস্থার একক সমন্বিত রূপ দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না। নতুন অর্ডারকে আমরা নতুন ঐকমত্য হিসেবে বিবেচনা করছি না বরং বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এবং রাজনৈতিক দিগন্তের সেট হিসেবে আমলে নিচ্ছি। নিচের অংশে দু'টি অবস্থান নিয়ে আলোচনা করবো যা কিনা বিগত বছরগুলোতে জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান সংকটে এটিই একমাত্র সমাধান তা কিন্তু নয়। কেননা, বর্তমান সময়টিকে একটি প্রশ্ন দ্বারা চিত্রিত করা যায় যে, হতাশার পরে কী? এখন পর্যন্ত এটির সদুত্তর মেলেনি।

> হতাশা পরবর্তী অতিরিক্ত উত্তেজনার স্ফূরণ

২০১০ এর দশকের অনেক রাজনৈতিক উত্থান আরব বসন্ত থেকে ওয়াল স্ট্রিট দখল, ব্রাজিলের জুন ২০১৩ থেকে ফ্রান্সের গিলিট জোন্স পর্যন্ত ঘটনাসমূহকে চিহ্নিত করা হয় সংবেদনশীল বিসর্জনের অভিজ্ঞতা হিসেবে –যেখানে সামষ্টিক যূথবদ্ধতা এবং সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের অভাব ছিল। এই দু'টি বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট অবসাদপরবর্তী অবস্থা বোঝার জন্য।

এই আন্দোলনগুলোর আদর্শবাদী এবং প্রভাবমূলক অস্পষ্টতা, যার জন্য তারা প্রায়শই সমালোচিত হতো, তাদের আবেদনের ভিত্তিও ছিল। এটি একটি যৌথ পরিবেশে অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে একত্রিত হওয়ার বোধ তৈরির কথা বলে–যা এমন একটি ধারণা যে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পার্থক্যগুলো আর অমীমাংসিত নয় বরং ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং বাইরে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রভাবক ঐক্যের জন্ম দিতে পারে। আন্দোলনের জোর বোঝার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। স্ব-উদ্যোক্তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং বিষণ্ণতা বিষয়ের বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে, প্রচুর লোকের সাথে রাস্তায় নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অভিজ্ঞতাকে অনেকে একটি প্রভাবকভাবে মুক্তিদায়ক বা 'ক্যাথারটিক' হিসাবে অনুভব করেছিলেন।

এখন, এটি স্পষ্ট যে, (বরং অনির্দিষ্ট) এই অনুভূতিটি একটি সাধারণ (এখনো প্রায় মোটামুটি সংজ্ঞায়িত) বিরোধী সত্তার সাথে সংগ্রামে লিপ্ত–যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানসমূহসহ সবকিছুই রয়েছে। সামষ্টিক উত্তেজনার অভিজ্ঞতাটি র‌্যাডিক্যালের সাথে একীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে আরও বেশি ঘনীভূত হয়েছে। পুলিশের সাথে বাকবিতণ্ডা, রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, সরকারি প্রতিষ্ঠান দখল ইত্যাদি করে এবং জীবনকে হঠাৎ করেই কোনো পরিবর্তনহীন, ভাগ্যবিড়ম্বিত, আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়না। পূর্ব প্রচলিত রীতিনীতির সাথে স্ব-উদ্যোক্তার অভিযোজন এবং হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তির নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করার বিপরীতে, যখন কেউ প্রচলিত নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করে বসে; তখন ব্যক্তি সামষ্টিক আত্ম-নির্ধারণের জন্য ক্ষমতা পুনার্জনের অনুভূতি লাভ করে।

এই ধরনের মুহূর্তগুলো অবশ্য সহজাতভাবে অস্থিতিশীল প্রমাণিত হয়েছে। শীঘ্রই এই উপলব্ধি তৈরি হলো যে, একত্রিত হওয়ার এই যে বোধ তা ভিন্নধর্মী উপাদানের সমষ্টি–যা সহজেই পুনর্গঠনযোগ্য নয়। এমনকি, এর সাথে জড়িতরাও বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের আদর্শগত দৃদৃষ্টিভঙ্গি আমূল ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে পরিচালিত করতে পারে। ফলে, আদর্শিক অস্বচ্ছতা এবং আবেগহীন অনিশ্চয়তা থেকে একধরনের নতুন উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তারা শুরু থেকেই রাজনৈতিক ধারা এবং প্রাতিষ্ঠানিক

>>

বক্তব্যকে আমলে নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সমষ্টিগত সংগ্রামের সূচনা করেছিল –যার মধ্যে অন্যান্য রাজনৈতিক সহাবস্থান ছিল এবং সেটি কট্টর ডানপন্থী আন্দোলনের নতুন ঢেউয়ের সূচনা করেছিল।

> হতাশা পরবর্তী স্বৈরাচারবাদ

সামাজিক বিভাজনের ক্রমবর্ধমান ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পাওে যে, ২০১০ সালের আন্দোলনের মতোই একইভাবে, সাম্প্রতিক কট্টর ডানপন্থীদের উত্থানটি সংবেদনশীল সম্প্রদায়ের সুগভীর আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে। যাইহোক, একটি ভিন্নধর্মী ভিড়ে নিমজ্জিত হওয়ার অভিজ্ঞতা, একটি অনির্দিষ্ট 'সাধারণ', এখানে (জাতীয়) মিলনের আর অভিন্ন এবং বর্জনীয় ধারণার পথ দিয়েছে। যেমন,ট্রাম্পের (Trump) 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কে আবারও শিখরে তুলি!' বা বোলসোনারোর (Bolsonaro) 'সবকিছুর উপরে ব্রাজিল, সবার উপরে সৃষ্টিকর্তা'।

এই রাজনৈতিক অবস্থানকে এইভাবে আক্রমণাত্মকভাবে প্রতিরক্ষামূলক ভাবে সামাজিক বিভাজনের প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখা যায়। শুধু বহির্মুখী এবং দুর্নীতিগ্রস্থ উপাদানগুলোকে বাদ দেওয়া বা এমনকি নির্মূলের মাধ্যমেই একটি সংবেদনশীল একতার রূপায়ণ সম্ভব। এক্ষেত্রে তারা 'কমিউনিস্ট' (বামপন্থীদের সাথে যুক্ত), 'অপরাধী' (বর্ণিত দরিদ্রদের সাথে যুক্ত), 'পরিবারের শত্রু' (নারীবাদী এবং এলজিবিটিকিউআই ও আন্দোলনের সাথে জড়িত) ইত্যাদি হতে পারে।

তবুও নতুন অতি ডানপন্থীরা কেবল বিভিন্ন ধরনের নৈতিক যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রভাবক বিভাজনের ধারণার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়নি; এটি ২০০৮ সালের সংকট এবং ২০১০-এর দশকের রাজনৈতিক বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে আকর্ষণ অর্জনকারী আদর্শগত বৈধতাবোধের প্রতি একটি বিশেষ উপায়ে সাড়া দিয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে যে, সমস্যাটি বিরাজমান বলে মনে হয়েছিল, তার কারণ এটি নয় যে তারা অদৃশ্য 'প্রকৃতির আইন' দ্বারা পরিবেষ্টিত বরং আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করবো যেখানে 'প্রাকৃতিক' রীতিগুলো তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। কর্তৃত্ববাদী সত্ত্বাটি নিয়তির কাছে যতোটা না ধরাশায়ী তার চেয়েও বেশি ধরাশায়ী নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্য। উদাহরণস্বরুপ বলা যেতে পারে; শৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতার সাথে সামাজিক সম্পর্কের যে যোগসূত্র আছে; সেটি আর নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

এটি ব্যাখ্যা করে যে, এই জাতীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কেন সম্মিলিত সাফল্যের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার মতো প্রচলিত নিয়ম স্থগিতের দিকে নয় বরং একটি দমনমূলক আদেশ প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং নিয়ন্ত্রণহীন হিসেবে, কর্তৃত্ববাদীরা নিজেদেরকে এমন একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে দাবি করে–যা বিভাজনকারী উপাদানগুলোকে উত্তেজিত করতে পারে এবং জবরদস্তিমূলক কিংবা ধ্বংসাত্মকমূলক উপাদানগুলোর কার্যকারিতা ধরে রাখতে পারে।

তবুও, কর্তৃত্ববাদী হওয়ার পাশাপাশি নব্য কট্টর ডানপন্থাকে (বিশেষভাবে; ব্রাজিলের ক্ষেত্রে এটি সত্য) নব্য উদারতাবাদেও মৌলবাদী প্রকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখানেই মূলত হতাশা পরবর্তী কর্তৃত্ববাদের স্ববিরোধীতা–যা নব্য-উদারতাবাদী ব্যক্তিনিষ্ঠিতার সংকটে প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং সেখান থেকে তার বিরোধী শক্তি সৃষ্টি করতে এটি ঐ ব্যক্তিনিষ্ঠ ধাচের সকল উপায়কে অব্যাহত রাখতে চায়। এক্ষেত্রে, কট্টরপন্থা অবলম্বনেও তার কোনো আপত্তি নেই। অন্যদিকে, এটি যেকোনো ভাবেই বিরোধীশক্তিকে আকড়ে ধরে থাকতে চায়, এমনকি সাব্জেক্টিভিটির সংকটকে মৌলবাদ বলে চালিয়ে দেয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এরকম বিপরীতমুখী কাঠামোর মধ্যে গিয়ে হতাশাকে ভুলে থাকার সূত্র হচ্ছে হতাশার শর্তগুলো পুনরুদ্ধার করা– যার মধ্যে বিরাট ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনার উৎসও নিহিত।

কর্তৃত্ববাদ এবং মৌলবাদী নয়া-উদারতাবাদ অদ্ভুতভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে (যাকে আমরা বলি উত্তর-হতাশাবাদ)। তাদের মধ্যকার রাজনৈতিক জোট একদিকে এই ধারণা দেয় যে, পরস্পরের মধ্যে পরম আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে–যা নিজেদের দায়মুক্ত করে উদ্যোক্তার আদর্শকে প্রত্যাখানকারী প্রত্যেককেই বাদ দেওয়া বা নির্মুলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলে 'ভালো নাগরিক' হিসেবে। অপরদিকে, এটি এই ধারণার দিকেও নিয়ে যায় যে, বাজারের আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দরকার হলে সহিংস পদক্ষেপের মাধ্যমেও যথেষ্ট পরিমাণে যুক্ত নিয়মাবলির বিধান অর্জন করা যায়; যদি ও এর বিকল্প কিছু নেই।

> হতাশার বাইরে কী?

বর্তমান পরিস্থিতিতে নব্য কর্তৃত্ববাদ এবং মৌলবাদী নয়া-উদারতাবাদের সংমিশ্রণকে একমাত্র বা প্রধান দিগন্ত হিসেবে বিবেচনা করা ভ্রান্তিকর হবে। এ বিষয়টি আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই উদ্যোক্তা-ব্যক্তির হতাশাবাদের মধ্যকার সংকটে অন্যান্য রাজনৈতিক প্রকল্পগুলো কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায় তা জানা দরকার। বিশেষকরে; যার অন্তর্নিহিত উত্তেজনা মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সাথে আরও শক্তিশালী হতে দেখা যায়। তবুও, এই বিষয়ে আমরা সম্মিলিতভাবে যে পথই গ্রহণ করতে পারি না কেন, তা এই জাতীয় ঐকমত্যের দ্বারা সৃষ্ট উত্তেজনা এবং সংগ্রাম থেকে আসতে পারে না। ■

সরাসরি যোগাযোগ: আর্থার বুয়েনো <oliveira@normativeorders.net>

> অদৃশ্য কাজের দৃশ্যমান উপস্থাপন

জেনি টিশার, ফলিত কলা বিশ্ববিদ্যালয়, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

কোভিড-১৯ মোকাবিলার গৃহীত পদক্ষেপের ফল হিসাবে আমাদের মধ্যে অনেকেরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশে সামাজিক দূরত্ব, দূরত্ব শিক্ষা, বিচ্ছেদ এবং বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রথম নজরে দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ 'আমরা', 'আমাদের'–এমনকি একটি সম্মিলিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলতে পারে বা আরও এগিয়ে গিয়ে বিশ্বব্যাপী সমষ্টিগত সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। ভিয়েনায় ফলিত কলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি পুরোপুরিভাবে এর সাথে একমত না যে এটা সম্ভব। জনসাধারণের স্থানগুলোতে ব্যক্তিগত চলাফেরার স্বাধীনতার উপর কঠোর বিধিনিষেধের সাথে, এই ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিকল্পগুলোর বিশাল পরিসীমা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো শেখার এবং অভিজ্ঞতার সম্মিলিত স্থানগুলো, পাশাপাশি পার্ক এবং খেলার মাঠের মতো পাবলিক স্পেসগুলো এখনও আংশিকভাবে প্রবেশযোগ্য –যা জীবনের লক্ষ্যকে ব্যক্তিগত জায়গাতে স্থানান্তরিত করছে। যখন চাকরিগুলো হারিয়ে যায় এবং বাচ্চাদের আর কোনো চাইল্ডকেয়ারে পাঠানো না যায়; তখন একটি বাগানসহ উইকএন্ডের বাড়িতে আশ্রয় না নিয়ে লোকেরা তাদের বাড়ির ছোট্ট জায়গায় আবদ্ধ থাকে। পরিসংখ্যান দেখায় যে, এর ফলে মানসিক, শারীরিক ও পারিবারিক নির্যাতনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে শ্রমের বৈষম্যের বিষয়টি (পুনরায়) এজেন্ডায় উঠে এসেছে। আমাদের সমাজ যে সকল কাজের ওপর নির্ভরশীল কোভিড সেগুলো মৌলিকভাবে প্রদর্শন করে : সিস্টেম রিলিভেন্ট এবং রিপ্রডাকশন লেবার। আমরা সকলেই বেতনভোগী এবং অবৈতনিক কর্মীর সেবার ওপর নির্ভর করি। প্রতিটি একক সত্তা এবং তার পরিবেশের যত্ন, পোষাক, পরিষ্কার, খাওয়ানো, ভালবাসা, যত্ন নেওয়া, অনুষ্ঠিত, উপস্থিত, নিরাময় এবং পুনর্জন্মের প্রয়োজন। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, 'সিস্টেম রিলিভেন্ট' ধারণটা বিতর্কিত। যেহেতু এটা বলে যে কিছু কাজ সিস্টেম এর সাথে সম্পর্কিত না।

যেহেতু আমরা সকলেই অভিজ্ঞ, যে সকল চাকরিগুলো আমাদের মৌলিক এবং অস্তিত্বের চাহিদা নিশ্চিত করে সেইগুলোর উপর মিডিয়া মনোযোগ বেড়েছে এবং সুপারমার্কেটে কর্মচারীদের আকস্মিক দৃশ্যমানতা মানুষকে প্রশংসা হিসাবে একটি হাততালি দেওয়ার মতো কাজ করতে পরিচালিত করে। আমার একজন শিক্ষার্থী নোরা লিকার একটি অঙ্গভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেছিল–যা সম্মিলিতভাবে একটি রাজনৈতিক আইন হিসাবে প্রকাশ এবং সমর্থন লাভ করে। তার উপসংহারটি ছিল যে, জনসমক্ষে সম্মিলিতভাবে প্রশংসার কাজটি হলো একটি দৃঢ় অঙ্গভঙ্গি–যা মানুষের চিন্তাভাবনা বদলে দিতে পারে এবং কাজটি চালিয়ে যাওয়ার আশা ও শক্তি দেয়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত, এটি সুপারমার্কেট, হাসপাতাল, ডে-কেয়ার সেন্টার ইত্যাদির কর্মীদের জন্য আরও ভালো এবং নিরাপদ কর্মস্থানে অবদান রাখবে না বা দীর্ঘমেয়াদে সমান ও ভালো বেতনের এবং কম কর্মঘন্টায় সহায়তা করবে না। এর সাথে যখন আমরা পুনরায় প্রথমে সিস্টেম-রিলিভেন্ট হিসাবে কি শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে এমন প্রশ্নে ফিরে যাই, আমরা সচেতন হয়ে উঠি যে সেখানে অদৃশ্য (এবং অবৈতনিক) কাজগুলো ছিল এবং আছে। কারণ হয় এটি গৃহস্থলির মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়ে থাকে অথবা এটি রাতে করা হয়।

এই পটভূমির বিপরীতে, আমি ২০২০ সালের আমার দুটি কোলাজ উপস্থাপন এবং আলোচনা করতে চাই–যা এই পাঠ্যের সাথে রয়েছে : 'নাইটক্লিনারস' এবং 'পরিষেবা'। নাইটক্লিনারস কোলাজে এখনও আপনি বারউইক স্ট্রিট ফিল্ম কালেক্টিভ এর পরীক্ষামূলক ডকুমেন্টারি নাইটক্লিনারসের (১৯৭২-৭৫) একটি চলচ্চিত্র থেকে কাটা এবং নকল চিত্র দেখতে পারেন এবং হার্টফোর্ড ওয়াশ : ওয়াশিং/ ট্র্যাকস/মেইটিন্যান্স : ইনসাইড (১৯৭৩) নথি ভুক্ত একটি চিত্রের থেকে কাটা দুটি শোয়ানো মার্বেল ভাস্কর্য–যা হার্টফোর্ডের ওয়েডসওয়ার্থ এথেনিয়াম যাদুঘরে শিল্পী মিয়েরেল লেডম্যান ইউকেলেসের একটি পরিবেশনা ছিল। বারউইক স্ট্রিট ফিল্ম কালেক্টিভের প্রথমিক ধারণাটি ছিল একটি ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে একদল অভিবাসী এবং শ্রম-শ্রেণির মহিলাদের পাওয়া– যাদের নারীবাদী কর্মীদের সাথে যুক্ত করে একটি মিলিত বাহিনি গঠন করা যায়। শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম মেরি কেলি, চলচ্চিত্র দলের অংশ ছিলেন এবং নাইটক্লিনারসের প্রচারে নারীবাদী কর্মী হিসাবেও জড়িত ছিলেন। প্রথম ধারণার মধ্যে একটি ছিল প্রায় আট ঘন্টা স্থায়ী একটি পিরিয়ড ফিল্ম হিসাবে একটি রিয়েল-টাইম ডকুমেন্টারি যেখানে কদাচিৎভাবে টয়লেট পরিষ্কার দেখানো হয়। কিন্তু নাইটক্লিনারস ফিল্মের পোস্টারটিতে ইঙ্গিত করে একটি মহিলার টয়লেট পরিষ্কারের ক্রমগুলো দেখায়। এমনকি, কোলাজেও রাতের বেলা অফিসের কর্মীদের অবশেষ পরিষ্কার করার সম্ভাব্য অন্তহীন, পুনরাবৃত্ত ক্রিয়াকলাপকে উপস্থাপন করে। এছাড়াও মহিলার পায়ে আমরা দেখি যে, কোনো মহিলার মাটিতে শুয়ে থাকা সাদা মার্বেলের ভাস্কর্যের দ্বৈত চিত্রটি অনুমিতভাবে শিথিল ভঙ্গিতে বন্দী।

এই ভাস্কর্যটি আমেরিকান অভিনয় শিল্পী মিয়েরেল লেডম্যান ইউকেলেসের ডকুমেন্ট করার জন্য তোলা একটি ছবির পটভূমিতে দেখা যেতে পারে–যেখানে সে একটি জাদুঘরের মেঝে পরিষ্কার করছে। ১৯৬৯ সালে ম্যানিফেসটো ফর ম্যানটিনেন্স আর্ট লেখা হয় এবং এর মূল অংশ সার্বিকভাবে গার্হস্থ্য, রিপ্রডাকশন লেবার, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার অস্বীকৃত ও অবমূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহকে চিহ্নিত করে। গার্হস্থ্য কাজকে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে জনসাধারণের মধ্যে স্থানান্তরিত করে তা দৃশ্যমান করা হয়। এই কাজকে শিল্প হিসাবে ঘোষণা করে ['আমি অনেক নরকীয় কাজ যেমন ধোয়া,পরিষ্কার করা, রান্না করা, পুরাতনকে নতুন করা, সহায়তা করা, সংরক্ষণ করা ইত্যাদি করি। এছাড়াও (এখন পর্যন্ত আলাদাভাবে) আমি শিল্পের কাজ করি। আমি কেবল এই দৈনন্দিন কাজগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করবো। এগুলো চেতনায় প্রবাহিত করবো এবং শিল্প হিসাবে তাদের প্রদর্শন করবো।' এটা প্রদর্শন করা হয়। লেডম্যান ইউকেলেস শুধু এর দৃশ্যমনতা এবং রিপ্রডাকশন কজের মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন করেননি; এছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে উপাদানের পদ্ধতিগত স্তরসমূহ (এমনকি; যখন এটি শিল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয়) অপরিহার্যভাবে উৎপাদন মূল্যের সাথে জড়িত। যদিও এই প্রক্রিয়াকে অনাদায়ী মনে হয়। কোলাজে নির্মাণগুলোর বিপরীতভাবে উপস্থাপন ক্ল্যাসিক্যাল সময়ে পটশিল্পের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা সাদা রঙের শ্রেণিবিন্যাসকে প্রশ্ন করে– যা ভাস্কর্যে যেকোনো বহুরঙের ব্যবহারকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ একরঙ এবং সম্পূর্ণ সাদারঙের ওপর ভিত্তি করে একটি বর্ণবাদী আদর্শ গঠন করে–যা প্রাচীন বিশ্বে প্রথম দিকে ছিল না।

>>

জনি টিসার, 'নাইটক্লিনার্স', কাগজে কোলাজ, ৩০x৪০ সে.মি.

জনি টিসার, 'সার্ভিস' কাগজে কোলাজ, ৩০x৪০ সে.মি.

'পরিষেবা' একটি কোলাজ–যা একটি সংবাদপত্রের একটি ছবির কপি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে–যেখানে একটি মহিলা একটি পোস্টারের সামনে পরিষ্কার করছে যেখানে তাকে হেডসেটসহ দেখা যায়। যে মহিলা মেঝে পরিষ্কার করছেন তাকে পিছন থেকে দেখানো হয়েছে এবং তিনি নীল রঙের ইউনিফর্ম পরেছেন। বিপরীতে, পোস্টারে থাকা মহিলাটি আমাদের দেখে মুচকি হাসে এবং মনে হয় যেন মনোরম ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিষেবা অপারেটরের প্রতিনিধিত্ব করছে। কোলাজটি উপস্থাপন করে যে, যদিও প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলো পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু কোলাজটিতে পালকের ডাস্টার এবং রোবট ভ্যাকুয়াম যেমন একত্রিত হয়; তেমনি কোনো ভিন্ন চিত্র বা ভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে কেবল পরিষেবা খাতে শ্রমের মূল্যায়ন পরিবর্তন সম্ভব না। শ্রেণি, বর্ণ ও লিঙ্গকে বিভক্তকারী 'নোংরা কাজ' এর নির্দিষ্ট গোপন কাঠামোকে চিহ্নিত করার জন্য প্রতিনিধিত্ব, মূল্যায়ন ও অদৃশ্য কাজের সঙ্গে জড়িত আবশ্যকতাটিকে এখন উপস্থাপন এবং প্রকাশ করা দরকার। ■

সরাসরি যোগাযোগ : জেনি টিশার <jenni.tischer@uni-ak.ac.at>

> বিশ্বব্যাপী

অতিমারী চলাকালীন পারিবারিক সহিংসতা

মার্গারেট আব্রাহাম, হফস্ট্রা ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ আইএসএ-এর প্রাক্তন সভাপতি (২০১৪-১৮) এবং রেসিজম, ন্যাশনালিজম, ইনডিজেনিটি এন্ড এথনিসিটি সম্পর্কিত আইএসএ গবেষণা কমিটির সদস্য (আরসি ০৫), সোসিওলজি অব মাইগ্রেশন (আরসি ৩১), উইমেন, জেন্ডার এন্ড সোসাইটি (আরসি ৩২), হিউম্যান রাইটস এন্ড গোবাল জাস্টিস (টিজি ০৩) এবং ভায়োলেন্স এন্ড সোসাইটি (টিজি ১১)।

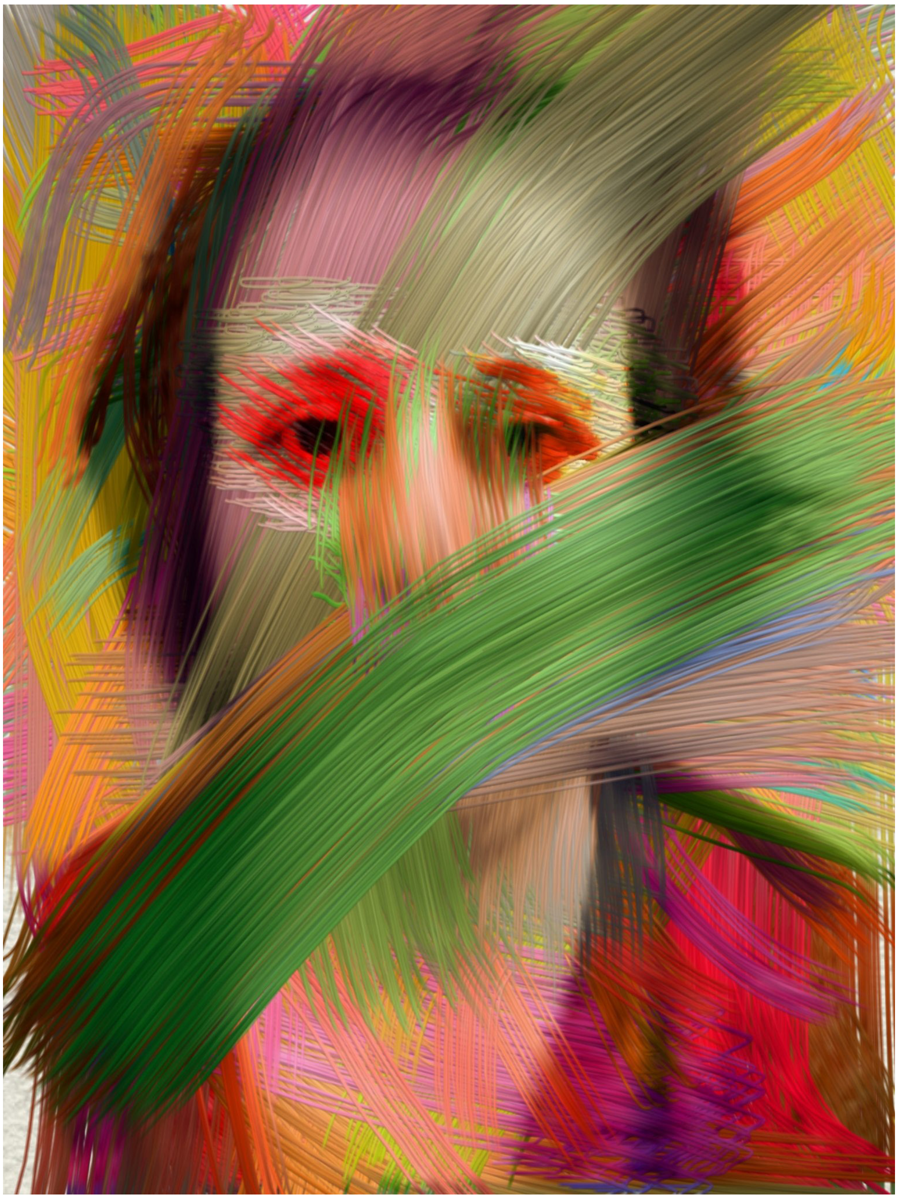

কৃতজ্ঞতা: Flickr/Jane Fox.

এটা তথ্যগতভাবে প্রমাণিত যে, যেকোনো সংকট এবং অনিশ্চয়তার সময়ে পারিবারিক সহিংসতা বেড়ে যায়। বর্তমান কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী অতিমারীটিও এর ব্যতিক্রম নয়। ২০২০ সালের মার্চ থেকে করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী 'লক-ডাউন', 'ঘরে অবস্থান', এবং 'নিরাপদ আশ্রয়'– এই সকল নির্দেশনা মানুষের গতিবিধিতে সরকারী বাধ্যতামূলক বিধি-নিষেধ নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই সকল বিধি-নিষেধ কোভিড ভাইরাসের বিস্তার কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং একই কারণে কেউ কেউ এটিকে পারিবারিক সহিংসতার 'ছায়া মহামারী' বলে অভিহিত করেছেন। জনস্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার জন্য সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক দূরত্ব নীতি অত্যাবশ্যক; কিন্তু এই নীতি একইসাথে অকার্যকর ও নিপীড়নমূলক পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রহসন অর্থাৎ কম নিরাপদ। এই অতিমারীর প্রভাবে সৃষ্ট আর্থিক এবং মানসিক চাপ কিছু পরিবারে নিপীড়নের অবস্থা তৈরি করছে–যেখানে অতীতে এমনটা ছিল না। আর যারা ইতোঃমধ্যে নিপীড়নমূলক পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ছিল, তারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুরও শিকার হয়েছেন।

পারিবারিক সহিংসতা হলো একজন ব্যক্তি দ্বারা অন্যের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার প্রয়োগ করা এবং এটি বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। যেমন, শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, যৌনতা, আবেগ এবং অর্থনৈতিকভাবেও। যদিও, পারিবারিক সহিংসতা সকল সমাজ ও সম্প্রদায়ে দেখা যায়, তবে এটিকে সাধারণীকরন করা যায় না। এর প্রতিটি উদাহরণ ও সম্পর্কের আছে নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা, অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ। অধিকন্ত সংস্কৃতি, বয়স, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জাতিবর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ, যৌনতা, অঞ্চল এবং অভিবাসী নাগরিক মর্যাদা ইত্যাদি অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এর (পারিবারিক সহিংসতার) ধরন এবং অভিজ্ঞতায় পার্থক্য রয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায় যে, মাইক্রো, মেসো এবং ম্যাক্রো লেভেলের সুবিধাবঞ্চিত-প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোতে পারিবারিক সহিংসতার অনুপাতহীন ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; কোভিড-১৯ অতিমারীটি এই সত্য প্রমাণ করেছে যে, প্রান্তিক মানুষেরাই চাকুরি হারানো, আর্থিক সংকট ও সংক্রমণের ক্ষেত্রে বেশি দুরবস্থার বোঝা বহন করছে, উচ্চমাত্রার ঝুকিপূর্ণ প্রয়োজনীয় পরিষেবা কাজের মাধ্যমে এবং স্বাস্থ্যসেবার স্বল্প অধিগমনের কারণে।

> অতিমারীর অবস্থাসমূহ

২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে বেশ কয়েকটি দেশ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, লক-ডাউন এবং জারিকৃত বিভিন্ন বিধি-নিষেধ লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা তীব্রতর হয়েছে। বিশেষত; নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা। নিপীড়ন থেকে বাঁচতে যাদের গৃহত্যাগ কিংবা বাড়ি থেকে পালানোর অক্ষমতা ও সুযোগের অভাব রয়েছে, তারা বন্ধু, পরিবার, কর্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য

>>

সহায়তাকারী নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে এটি এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে–যেখানে নিপীড়কেরা অত্যাচারীতদের ওপর ক্রমবর্ধমান এবং নিয়মিতভাবে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে–যেখানে নিপীড়করা খাদ্য, পোশাক, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্যানিটারি পণ্যগুলিতে অত্যাচারীতদের অধিগমন (বা একসেস) সীমিত করার মাধ্যমে তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও সীমাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে, অতিমারী অতি প্রয়োজনীয় সম্প্রদায়গত অবস্থা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পদের সহজলভ্যতাতেও বাঁধা তৈরি করেছে। কেবল ভয় নয় বরং কার্যকর বিকল্প নিরাপদ উপায়ের অভাব, অত্যাচারীতদেরকে তাদের র নিপীড়কদের সঙ্গে একসাথে বাধ্য করেছে।

করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত অবস্থা আমাদের সকলের জন্য বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক সহায়তাকে সীমিত করে ফেলেছে। যদিও শক্তি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ পারিবারিক সহিংসতার মূল কারণ কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, বেকারত্ব, ভয়, উদ্বেগ, হতাশা, শোক ও বিচ্ছিন্নতাসহ অতিমারী-সংক্রান্ত মানসিক চাপ এবং দুঃখকষ্ট বিভিন্ন কার্যকারণ বিষয়গুলোর বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যালয়গুলোও শিশুযত্নের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে এই চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমস্ত স্তরে প্রতিটি পরিবারের সম্পদের ওপর এর প্রভাব পড়ছে; এবং এটি নিগৃহীত পরিবারের শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার প্রকোপ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষত; জনস্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো তাদের অফিস বন্ধ রেখে অনলাইন সেবা চালু করায়, বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থান করে যোগাযোগ এবং চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা আরও সমস্যাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যা হোক, কোভিড-১৯ বিভিন্ন সংস্থাকে অনেক প্রয়োজনীয় পরিষেবা পৌঁছানোর এবং বিতরণের নতুন উপায় সম্পর্কে এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা করতে সহায়তা করছে।

অতিমারী শুরুর দিকে এই বিষয়টি উঠে এসেছিলো। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্টোনিও গুতেরেস 'বিশ্বব্যাপী পারিবারিক সহিংসতার ভয়াবহ বৃদ্ধি' মোকাবিলার জন্য এবং নারীদের নিরাপত্তা মোকাবিলার জন্য সরকারসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এমনকি, যখন সরকারগুলো অতিমারীর মোকাবিলা করছিলেন। পারিবারিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থা এবং সহিংসতা বিরোধী সংগঠনগুলো বিভিন্ন উপায়ে সাড়া দিয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জাতীয় পারিবারিক সহিংসতা হটলাইন-এর রিপোর্ট অনুযাযী, ১৬-ই মার্চ থেকে ১৬-ই মে, ২০২০–এর মধ্যে প্রাপ্ত কল ২০১৯ সালের এই একই সময়ের সাথে তুলনায় ৯.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ইতোঃমধ্যে তথ্যগতভাবে প্রমাণিত যে, নিপীড়নকারীরা কীভাবে কোভিড-১৯ কে নিপীড়ন ও অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করেছিল। অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত নিপীড়ন ও আচরণের নিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট প্রকাশ হলো খাদ্য বঞ্চিত করা এবং পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি তথা সাবান, জীবাণুনাশক এবং কার্যকরী মাস্ক আটকিয়ে রাখা। কিছু দেশে আইন ব্যবস্থা এবং পুলিশ, আশ্রয়কেন্দ্র ও আদালতের মতো বিভিন্ন সহায়তা ব্যবস্থায় অধিগমন সীমিত হওয়ার কারণে এবং মামলাগুলো বিলম্বিত হওয়ার কারণে, অপরাধীদের ইচ্ছাশক্তি সীমিত আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিবাসীদের ক্ষেত্রে নির্বাসনের ভয়ে এটি আরো তীব্রতর হয়েছে। যদিও, এটি প্রায়শই অবহেলিত হয়, তথাপি যারা পারিবারিক এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার মুখোমুখি হন তাদেরও ক্ষেত্রে, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত অভিবাসন সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সম্পর্কে অতিমারী চলাকালীন রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং সরকারের নীতি ও চচ্চার প্রভাব রয়েছে।

পারিবারিক সহিংসতা রোধে সংস্থাগুলো যেমন অতিমারী চলাকালীন নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনে চলতে হয়েছিলো; তেমনি জীবিত লোকদের সহায়তার জন্য তাদের কাজের ধরনগুলোও বদলাতে হয়েছিল। নিউইয়র্কের দক্ষিণ এশীয় নারীদের জন্য সখির নির্বাহী পরিচালক কবিতা মেহরা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

> মার্চ এবং এপ্রিল মাসে যখন নিউ ইয়র্ক সিটিতে আশ্রয়-স্থানের আদেশ কার্যকর হয়েছিল, তখন সখী দক্ষিণ এশিয়ান নারীদের জন্য একটি সম্প্রদায় ভিত্তিক সেবা প্রদান করছিল–যারা কোভিড ১৯ কেন্দ্রের কেন্দ্রস্থলে বাস করছিল। বেঁচে থাকা ও লোকদের সঙ্গে আমাদের দলের কথোপকথন বিশেষত; যারা ব্রুকলিন, কুইন্স এবং ব্রঙ্কস-এ বাস করছে, তাদের থেকে জানা যায় যে, সহিংস্রতার রূপ কতোটা বৃদ্ধি পায় এবং চরম আকার ধারণ করতে পারে তা তারা দেখেছিল। একই সঙ্গে তারা অতিমারীর ফলে অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক পতন নিয়ন্ত্রণ করেছিল–যার ফলস্বরূপ আবাসন, খাবার ও ইউটিলিটি নিরাপত্তাহীনতা অভূতপূর্ব হারে বেড়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্যাকেজ থেকে সীমিত সহায়তা কিছু বেঁচে যাওয়া মানুষ জন্য ত্রাণ হিসাবে কাজ করে; অনিবন্ধিত বেঁচে থাকা মানুষ এবং নিগৃহীত মানুষ– যাদের তাদের ও নিপীড়কদের সাথে যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল –তাদেরকে সুরক্ষা ছাড়াই রেখে দেয়া হয়েছে। আমাদের সম্প্রদায়ের সহায়তার জন্য সখী ১৩০ হাজার মার্কিন ডলার জরুরি সহায়তা বিতরণ করে এবং ২০২০ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ১৬,০০০ পাউন্ড খাদ্য বিতরণ করেছিল।

বাড়ির সীমাবদ্ধতা ও সীমার মধ্যে থাকা লোকদের সংগ্রাম, ভয় এবং গোপনীয়তার অভাবের কারণে কিছু পারিবারিক সহিংসতা সংস্থা আশানুরূপ ফোন কল পায় নি।

> সমাজবিজ্ঞানীরা কী করতে পারেন?

পারিবারিক সহিংসতার মোকাবিলা করা এই অতিমারী কাটিয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের অবশ্যই প্রাসঙ্গিক বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে ও লিঙ্গীয় সহিংসতা বন্ধ করা এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য একটি এজেন্ডা তৈরি করতে বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, নীতি নির্ধারক, কর্মী এবং অন্যান্য ও স্বার্থ সংশ্লিষ্টদেও সঙ্গে একত্রিত হতে হবে। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন লেখার জন্য আমাদের আরও ভালো পদ্ধতি প্রয়োজন। কোভিড-১৯ চলাকালীন পারিবারিক সহিংসতার অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করছে এমন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গতিশীলতাগুলো আমাদের বুঝতে হবে এবং আমাদের সেই বোঝাপড়াটি অবশ্যই আমাদের কমের্র মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে হবে। দুর্যোগকালীন নারী ও শিশুদের নিপীড়নমূলক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কী কী বিষয় সহায়তা করে এবং আমরা কোন কোন বাঁধা এবং সাফল্য দেখছি? ইন্টারসেক্শনাল দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নারী ও শিশুদের ওপর পারিবারিক ও লিঙ্গীয় সহিংসতাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্য, এতদ্ববিষয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা; সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করতে আমাদের তত্ত্ব, জ্ঞান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে ব্যবহার করতে হবে। আমাদের ঐ সকল সংস্থা ও উদ্যোগগুলোকে সমর্থন করা দরকার–যা নতুন বাস্তবতার সাথে মানিয়ে সৃজনশীল উপায়ের সন্ধান করছে। মানব ইতিহাসে এই সময়ের মধ্যে আমরা কীভাবে পারিবারিক সহিংসতা এবং সকল ধরনের লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা দূরীকরণে অবশ্যই আমাদের নিজেদেরকে পুনরায় কল্পনা ও পুনর্গঠন করতে হবে–লকডাউনে থাকা নারী এবং শিশুরা তাদের নিপীড়নকারীদের সঙ্গে একই বাড়িতে অপেক্ষা করতে পারে না।

সরাসরি যোগাযোগ : মার্গারেট আব্রাহাম
<Margaret.Abraham@Hofstra.edu>

> কোভিড-১৯ সঙ্কটঃ নব্য সমাজবিজ্ঞান ও নারীবাদ

কারিনা বাথিইয়ানি, ক্লাকসো নির্বাহী সচিব, উরুগুয়ে ও **এসটেবান তোরেস,** করডোবা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-কনিছেট, আর্জেন্টিনা।

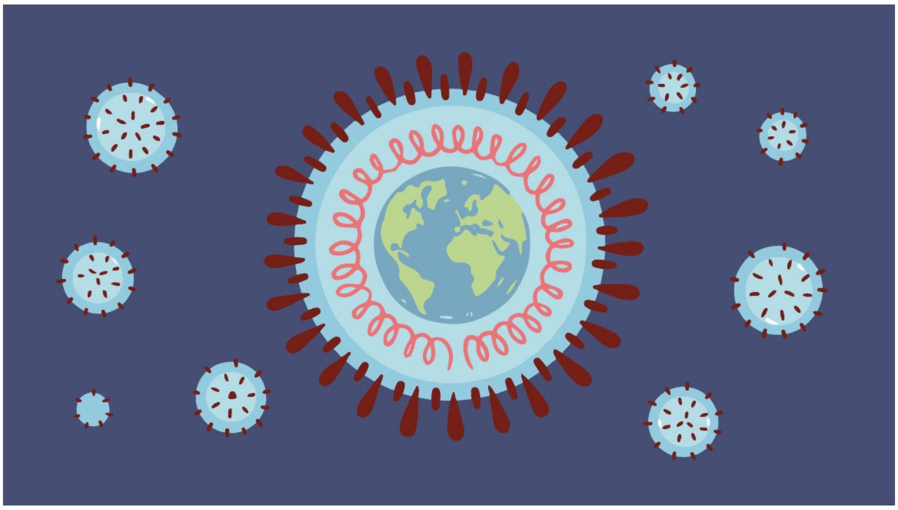

কৃতজ্ঞতা: ক্রিয়েটিভ কমন্‌স

আমরা যে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক নির্ভরশীল আঞ্চলিক সমাজে বসবাস করি তাকে উপেক্ষা করার অসম্ভবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে কোভিড-১৯ বিস্তারের ফলে সৃষ্ট মহাসংকট। আবার এটাই সামাজিক বিস্তারের জন্য অভিনব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০২০ সালের পূর্বে সমাজ বিশ্লেষণকে যদি একটা বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ কাঠামোর মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য উপযোগী করা সম্ভব হতো কিন্তু ঘটনাটি তেমন নয়। মহামারীটি স্থায়ী মনোযোগের বিষয়ে পরিণত হতে যাচ্ছে –যা এখনই অথবা পরবর্তীতে সমস্ত গবেষণামূলক বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করবে –যেখান থেকে ফেরার আর পথ থাকবে না।

উদ্বেগজনক কালবৈষম্য ব্যতিত বৈশ্বিক সমাজের অস্তিত্বকে এখন আর উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সামুদ্রিক নৌযাত্রার মাধ্যমে আমেরিকা বিজয় যদি বস্তুগত বিশ্বায়নের সুচনা করে; তাহলে, আমাদের ডিজিটাল স্ক্রিনে প্রদর্শিত কোভিড-১৯ এর দূর্দশাগুলো একবারের জন্য হলেও সুস্থির বিশ্বায়নের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানকে জাগ্রত করবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এভাবে বস্তুগত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে প্রসারিত করার পরিবর্তে মানসিক বিশ্বায়নকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ অবতার হিসেবে কাজ করে। আমরা ক্ষুদ্র সামাজিক সংবেদনশীলতা ও আত্মবাদী চৈতন্যের পরিবর্তে অজ্ঞতার দীর্ঘ পরিক্রমা এবং সমাজের ওপর বৈশ্বিক গতিময়তার মহাকর্ষীয় শক্তিসমূহের ঐতিহাসিক অস্বীকৃতির এক উলম্ব আকস্মিক ও অচিন্তার পরিসমাপ্তি প্রত্যক্ষ করছি।

> সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান উৎপাদন কৌশল

জ্ঞান উৎপাদনের বিষয়টি কীভাবে রূপান্তরিত হয় তার কৌশল সম্পূর্ণ অজানা নয়। সামাজিক পরিবর্তন সাধারণত দু'টি স্বতঃসিদ্ধ নীতি অনুসরণ করে; প্রথমত, ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রক্রিয়া সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান উৎপাদন নীতিমালা নির্ধারণ করে কিন্তু এর উল্টো নয়। অর্থাৎ এই জ্ঞান ইতিহাসকে প্রভাবিত করে না। কোভিড-১৯ সংক্রমণ একটি 'বাহ্যিক' এবং নৈব্যক্তিক ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা সামাজিক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। চার দশক পূর্বে অন্য একটি 'বাহ্যিক' আঞ্চলিক ঘটনা; যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার সামরিক একনায়কতন্ত্রের পতন কৌশল কানাডীয় সমাজবিজ্ঞানের ভীতকে দূর্বল ও ১৯৬০ সাল হতে অতি উচ্চগতি সম্পন্ন বিশ্বায়নের আবেগকে বাধাগ্রস্থ করে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ উপলব্ধি বিজ্ঞানের চেয়ে এতোই অগ্রে অবস্থান করে যে, এই উপলব্ধি বিজ্ঞানকে পরাস্থ করতে পারে। নতুন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কৌশল ও ব্যবহারিক পদক্ষেপের মাধ্যমে নিজেকে পূর্ণগঠন করার সক্ষমতা অর্জন না করেই এখানে আদিম অবস্থায় নতুন বৈশ্বিক একত্মতার ধারণাটি উপস্থিত হয়। আমরা যদি কোভিড-১৯ নামক ঘটনাটিকে গুরুত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই; যদি, গভীর মনোযোগ দিয়ে এটিকে বুঝতে চাই; তবে, আমাদের উচিত হবে এটিকে পরিপূর্ণরূপে বিস্তার লাভ করতে দেওয়া। সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমরা সাধারণত একটা প্রশান্তির সাথে এই ধারণাটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত যে, প্রচলিত সত্যটি অস্থায়ী এবং এ জাতীয় সত্যতা যে সত্যিকারের প্রমাণ দিয়ে নিরূপণ করা হয় তাও নয়; এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা নিয়মাতান্ত্রিকভাবে ধ্বংস বা যথাযথভাবে বিনষ্ট করে তা পূনরায় তৈরি করা উচিত। জানা মিথ্যাচারের মধ্যে স্বচ্ছন্দ্যে বাঁচা পরিহার করতে এখন পর্যন্ত এটিই একমাত্র পদ্ধতি।

> বিশ্ব সমাজের নতুন তত্ত্ব

বিশ্বসমাজ যেমন কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; তেমনি বিশ্ব সমাজের একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বও হতে পারে না। একটি বিশ্ব সমাজ একটি উচ্চতর আদেশের সংযোগ –যা সমগ্র জাতীয় বা আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিকও সামাজিক ক্ষেত্রগুলোকে

>>

> *"কাভিড ১৯ এর বিশ্ব সঙ্কট আমাদের সকল প্রকার সমাজবিজ্ঞানের মুখোমুখি হওয়ার জন্য বিশ্ব সমাজের নতুন তত্ত্ব তৈরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়, প্রতিটি এতিহাসিক অবস্থান থেকে, এবং সামাজিক, লিঙ্গ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের অবস্থান থেকে"*

পৃথক, সংহত এবং সম্পর্কিত করে। আমরা ধরে নিতে পারি যে, পৃথিবীর সামাজিক অবস্থানের প্রতিটি বিন্দু এই তিন মিথস্ক্রিয়ারত ক্ষেত্রসমূহের অনন্য বলয় –যা হতে পারে সংক্ষিপ্ত, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। জার্মানীয় বিশ্বসমাজ নিশ্চিতভাবে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, মেক্সিকো, চিলি বা চীন এর অনুরূপ নয়; কিন্তু এরা সকলে পারস্পারিক সম্পর্কিত। মিথস্ক্রীয়ার ভিত্তিতে বিশ্ব সমাজ তৈরি করে। এখানে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা বৈশ্বিক পুঁজিবাদের মতো একক কোনো ঘটনা নেই –যা আছে তা হচ্ছে মূর্ত পিতৃতান্ত্রিক ও বিশ্বসমাজের কেন্দ্রীয় ও উপকেন্দ্রীয় পুঁজিবাদের মধ্যস্থিত পরাধীনতার নানাবিধ গতিময়তা।

কঠোর পৃথকীকরণের এই নীতির স্বীকৃতি সর্বজনীন শৃঙ্খলা নিরূপণের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয় না; বরং এটি কাঠামোগত সম্পর্ক ও প্রক্রিয়াগুলো যে বিভিন্ন স্থানে অভিনরূপ পরিগ্রহণ করতে পারে তার সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। সমাজের প্রাথমিক ভিত্তির পার্থিবরূপ দেখেই বোঝা যায় যে, সামাজিক বিজ্ঞান এ সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পার্থিব। ১৯৬০ সাল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান 'ভিন্ন' সমাজবিজ্ঞান হবার বা সরল বিচ্ছিন্ন পুনরুৎপাদন এর অবস্থান পরিহার করে বিশ্ব সমাজবিজ্ঞানের বর্তমান ধারায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছে। এই অর্থে বিশ্বসমাজের যে তত্ত্বটি তৈরি করতে হবে তার জন্য আমাদের দরকার মধ্য অবস্থানকারী পুরো সংযোগের বিকাশমান জ্ঞানের সন্ধান করা। একে অপরের অবস্থান থেকে এই পার্থক্যমূলক সমষ্টি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় করা এবং 'নিজেকে অন্যের স্থানে' বসিয়ে প্রয়োজনীয় নৃতাত্ত্বিক অনুশীলনে সক্রিয় হওয়া। এই প্রাথমিক অনুমান থেকে বিদ্যমান সমস্ত জ্ঞান আহরণ করেও বিশ্বকে জয় করা যাবে না; বরং ঐতিহাসিক অবস্থানের প্রতিটি বিন্দু থেকে উৎসারিত এবং ভবিষ্যতের বিশ্বরূপ থেকে নতুন সংশ্লেষ তৈরি করতে সক্ষম এমন একটা নতুন বৈশ্বিক সংলাপ বিশ্বজয় করতে পারবে।

কোভিড-১৯ এর বিশ্বসংকট সমাজবিজ্ঞানের সব শাখার জন্য বিশ্ব সমাজের নতুন তত্ত্ব নির্মাণে অগ্রসর হবার সুযোগ দিয়েছে। নতুন বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি ঐতিহাসিক অবস্থান থেকে সামাজিক, লিঙ্গীয় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়ন থেকে আরও উন্নতর পরিভাষার মুখোমুখি হবার সুযোগ করে দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কাঙ্ক্ষিত বৃহত্তর বিশ্বায়ন কীভাবে কাঠামোগত সামাজিক রূপান্তর কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে সমালোচনামূলক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে হতে হবে রাজনৈতিক আন্দোলনের বস্তুগত উন্নতির সাথে সম্পর্কিত এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয় প্রক্রিয়া যা অবধারিত ভাবে বৈশ্বিক।

আধুনিক সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি আরও জটিল। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর অধিকতর বিশ্বায়ন সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান বিকাশের প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিতে পারে না। তবে, এটি সম্ভাব্য রূপান্তরিত সমাজবিজ্ঞান বিকাশে স্বল্প পরিসরে হলেও ভূমিকা রাখে। দশক ধরে কেন এটি একাডেমিক রাজনৈতিক প্রভাব ফেলছে না তা ছাড়াও বোঝার জন্য আধুনিক সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার ধারণাটিকে অতি সতর্কতার সাথে অনুধাবন করা দরকার। আমরা বিশ্বাস করি যে, সামাজিক পরিবর্তনের সাধারণ নীতিমালার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা দরকার। রাজনীতি সংশ্লিষ্ট একটি আধুনিক সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞান বিকাশে আন্দোলনের রাজনীতি ও জাতীয় দলগুলোর সাথে এক ধরনের অভিনব সম্পর্কের দাবী রাখে। এটা একাডেমিক স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা ছেড়ে দেবার একটা বিষয়; যেমনটি ১৯৭০ দশক অবধি অন্তত দক্ষিণ আমেরিকার সমাজচিন্তাবিদেরা করেছিল–যা আজকের সমালোচনামূলক নারীবাদী চিন্তাবিদেরা করছে। সমালোচনার প্রাথমিক প্রগতির প্রাথমিক সমাপ্তি এবং একটি সর্বাত্মক কল্পনাবাদ–যা কীভাবে সবার জন্য উন্নতর সমাজের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারি তার ব্যাখ্যা করতে পারে না বরং তার বিরুদ্ধে উচ্চমানের প্রতিষেধক হিসেবে জাতীয় রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বাস্তবতানীতিকে একীভূত করার দাবী রাখে। নারীবাদের সাথে একটা শক্তিশালী ও গঠনমূলক সংলাপে প্রবেশের জন্য সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানের এই রাজনৈতিক রূপান্তর হচ্ছে এক প্রয়োজনীয় শর্ত।

এটা নির্ভর করবে আমাদের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক, বিজ্ঞানমনস্ক এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠনে আমাদের সক্ষমতার ওপর। কাঠামোগত পরিবর্তনে দরকার পর্যাপ্ত সক্ষমতাসহ সম্মিলিত উদ্যোগে অংশগ্রহণের–যা এই বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে আমাদের সমাজের বর্তমান ধারাকে বদলে দিতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
কারিনা বাথিইয়ানি<kbatthyany@clacso.edu.ar>
এসটেবান তোরেস <esteban.torres@unc.edu.ar>

> বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ এর ভয়াল থাবা

মাহমুদ দাউদী, তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়, তিউনেসিয়া এবং সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস (আরসি০৮), ধর্মের সমাজবিজ্ঞান (আরসি২২), এবং ভাষা ও সমাজ (আরসি২৫) বিষয়ে আইএসএ রিসার্চ কমিটির সদস্য।

কোভিড -১৯ অতিমারী সামাজিক মিথস্ক্রিয়া তথা মানুষের সম্মিলিত অস্তিত্বের সবচেয়ে মৌলিক সামাজিক প্যারামিটারে আঘাত করেছে। সামাজিক দূরত্ব ভবিষ্যতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

কৃতজ্ঞতা: Wikimedia Commons.

যেভাবেই বলি না কেন, করোনা ভাইরাস অতিমারী পৃথিবী জুড়ে একটি অস্বাভাবিক বিপর্যয়কারী ঘটনা। এটি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদেরকে ব্যাপক মৃত্যুহার এবং আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে-বিশেষত উন্নত সমাজে-সামনের কাতারে টেনে এনেছে। ফলে কিছু সমাজ এবং অন্যান্য রাষ্ট্র একাধিকবার সপ্তাহজুড়ে সর্বব্যাপি লক-ডাউন কার্যকর করতে বাধ্য হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। অতএব, এই সংকট সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত যা কেবল সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিভাষায় নয়; অবশ্যই গুণগত পরিপ্রেক্ষিতেও বিশ্লেষণ করতে হবে। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিনগুলোতে আজকের পৃথিবীর অবস্থার অগ্রগতির জন্য এমন কিছু বিশ্লেষণ বিশেষ অর্থবহ হতে পারে।

>>

> সামাজিক বিজ্ঞানগুলো অবশ্যই এই ব্যাপারে তৎপর

কোভিড-১৯ অতিমারী সমষ্টিগত মানব অস্তিত্বের অন্যতম মৌলিক নির্দেশক-সামাজিক মিথস্ক্রিয়া-কে আঘাত করেছে। 'ঘরে থাকুন' " স্লোগানটি অনেক দেশের মুখ্য বার্তায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাপি স্বাভাবিক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বন্ধ করা হয়েছে। গতানুগতিক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সমাজভেদে ঘরে ও বাহিরে এক নয়; এবং ভবিষ্যতের করোনা ঢেউগুলোও এর ব্যতিক্রম হবে না। বিশ্বব্যাপি এর বর্তমান উপস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ বছরগুলোতে এর সম্ভাব্য ধারাবাহিকতা মূলধারার মানব ও সমাজ-জীবন ব্যবস্থার অংশ হতে পারে।

কোভিড-১৯ অতিমারীর নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা রয়েছে। সমাজতাত্ত্বিকভাবে, এই অতিমারীর ভী-তিকর পরিস্থিতি একটি নতুন বৈশ্বিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে–যার জন্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে নতুন প্রত্যয় খুঁজে বের করতে হবে এবং বিভিন্ন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন আরভিং গফম্যান (১৯২২-৮২)। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ তত্ত্বে তিনি নতুন সমাজবৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের একটি নতুন অভিধান প্রণয়ন করেছেন–যেটি ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্কের আদ্যোপান্ত বুঝতে সাহায্য করে। চলমান বৈশ্বিক অতিমারীর মধ্যেই এর পরবর্তী প্রভাবগুলোকে-যেমন, জীবনের অনিশ্চয়তা, ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাসপ্রাপ্তি, কেবল তাৎক্ষণিক বর্তমানকে নিয়েই উদ্বেগ-বিশ্লেষণের জন্য সম্ভাব্য নতুন সমাজবৈজ্ঞানিক প্রত্যয়গুলোকে উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে বোঝাপড়া করার জন্য গুণগত সমাজবিজ্ঞান উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হতে পারে। যা হোক, সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর কাজ দুই ধরনের হতে পারে। যথা :

প্রথমত; আমাদেরকে মানুষের আচরণে এবং সমাজগুলোর বিভিন্ন গতিশীলতার ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ অতিমারীর বর্তমান সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব অধ্যয়ন করা প্রয়োজন-যেগুলো ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই এই সংকটের সন্মুখীন হয়েছে। সায়েন্টিফিক আমেরিকা সাম-য়িকী তার জুন-জুলাই ২০২০ সংখ্যায় মানুষের জীবনে কোভিড-১৯ অতিমারীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের ওপর আলোকপাত করেছিল: মানুষ কীভাবে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করবে-এ সম্বন্ধে এই অতিমারী আমাদের কী শেখাতে পারে? সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এবং ক্লিনিকের চিকিৎসক ও পরিষেবা প্রদানকারকরা যে কঠিন চাপের সন্মুখীন হয়েছে জুন সংখ্যা তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল। তথাপি, আগস্ট ২০২০ সংখ্যায় সাময়িকীটি পশুদের মধ্যে অসুস্থ কারো কাছ থেকে সংক্রমণ এড়িয়ে চলার প্রবণতাকে একটি সামাজিক দূরত্বের স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত একটি স্থির সুর পরিগ্রহ করেছে। এমনকি, এটি যদি সত্যও হয়ে থাকে, তবুও মানুষের স্বাভাবিক সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব স্পষ্টভাবেই দীর্ঘমেয়াদে অনিশ্চিত থেকে যাবে।

দ্বিতীয়ত; আগামী মাস বা বছরগুলোতে যদি কোনো মৌলিক চিকিৎসা ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া না যায়; তবে, সমাজগুলোকে আজকের সামাজিক জীবনের দৃশ্যকে বর্হিবিশ্বের কাছে উপস্থাপনের আগে অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই অতিমারীর পরিণাম মোকাবিলা করার জন্য উভয় গবেষণালব্ধ তথ্য আংশিকভাবে নতুন সামাজিক বিজ্ঞান উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবে–যা বর্তমান মূলধারার সামাজিক বিজ্ঞানগুলো থেকে আলাদা। তাছাড়া সমাজগুলোর সামাজিক সংহ-তির ওপর করোনা অতিমারীর প্রভাব বিস্তৃতি এই ভাইরাসের অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমা উন্নত সমাজগুলোকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে অভি-হিত করা হয় এবং সামাজিক গণমাধ্যম নেটওয়ার্কগুলোকে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে বলতে শোনা যায়। সামাজিক অন্তরণকে কার্যকর করতে সামাজিক দূরত্ব এবং অন্যান্য করোনা প্রতিরোধী উপায়গুলোর নীতি ও চর্চাকে শুধু সেই সকল সমাজেই নয় বরং প্রাচ্যদেশীয় সমাজেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও নিঃসঙ্গতাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। এইভাবে মানুষ, গোষ্ঠী, সমষ্টি এবং সামাজগুলোতে স্বাভাবিক সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বৈশ্বিক বিপর্যয় আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে।

> জলবায়ু পরিবর্তন ও বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত দু'টি মারাত্মক সমস্যা সবচেয়ে বেশি আলোচনার দাবিদার: জলবায়ু পরিবর্তন ও বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য। কিছু বিশ্লেষকের মতে, করোনা ভাইরাস অতিমারী পৃথিবীর মানুষের কৃতকর্মের ফল–যা পৃথিবীকে দূষণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই দূষণের নেতিবাচক প্রভাব আবার জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে–যা নতুন বিপজ্জনক ভাইরাসের সম্ভাব্য উত্থান ঘটিয়েছে বলে কিছু নতুন তত্ত্ব দাবি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তারা চীনের উহান শহরকে চিহ্নিত করেছে–যেখানে প্রাথমিকভাবে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি ঘটেছিল। সাম্প্রতিক কারণগুলো যাই হোক না কেন, বৈশ্বিক করোনা ভাইরাস সংক্রমণ একটি বিব্রতকর ও উদ্দীপ্ত চ্যালেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করে–যা আধুনিক বিজ্ঞানীদের আরও নম্র ও বিনয়ী হওয়ার সংকেত দেয়। সবকিছুর আগে তাদের বৈজ্ঞানিক নীতির ক্ষেত্রে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক কাজ থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সমস্যা হ্রাস করার বিষয়ে খুবই তৎপর হতে হবে।

বিশ্বব্যাপি বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য ছড়ানোর ঘটনাটি সম্ভবত কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে এবং পরে আলোচনার তুঙ্গে উঠেছিল। বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য এমন একটি আচরণ যা মানুষকে তাদের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, এবং জাতিগোত্রের ভিত্তিতে হেয়, বর্বরোচিত, ও বিতাড়িত করে এবং তাদের সঙ্গে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে। সাধারণত; কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অথবা সমগ্র সমাজের প্রতিকূলে এক ধরনের অনুভূতি কিংবা মনোভাব থেকে এটির উৎপত্তি ঘটে। এটা মনে করা হয় যে, বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যেও তালিকায় করোনা ভাইরাসও অন্তর্ভুক্ত হবে। বিভি-ন্ন দেশের মানুষেরা-যারা বহির্দেশ ভ্রমণ করেন-করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বর্ধিত বৈষম্য এবং বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের শিকার হচ্ছে এবং হবে। একইভাবে বিশ্বজুড়ে এখন পর্যটন শিল্প মারাত্মক বিপর্যয়ের সন্মুখীন হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতের মাস ও বছরগুলোতে বিপর্যয়ের মুখে পতিত হবে-২০২০ এর আগস্ট মাসে ডাব্লিউএইচও এমনটিই নির্ণয় করেছিল। তবে, এখানে একটি স্ববিরোধীতা রয়েছে। করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক বিপর্যয়ে আজকের বিশ্বের সমাজগুলো একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু বৈষম্য এবং বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের ওপর এটার ইতিবাচক প্রভাব নিতান্তই নগণ্য। এভাবেই কেবল ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার জন্যই নয় বরং বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য ও বৈষ্যম্যের সম্ভাব্য ভয়ানক বিস্তৃতির জন্য আজকে এবং আগামীতে বৈশ্বিক পর্যটন শিল্পের বিপুল ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
মাহমুদ দাউদী <m.thawad43@gmail.com>

> মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতি

অভিযোজন থেকে সম্মিলিত শিক্ষা

আলেজান্দ্রো পেলফিনি, সালভাদোর বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েনস আইরেস, এবং এফএলসিএসও আর্জেন্টিনা, আর্জেন্টিনা

কৃতজ্ঞতা: *ক্রিয়েটিভ কমন্স*

যদিও আমরা এখনো কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে আছি এবং এর প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি এটি কবে নিয়ন্ত্রণে থাকবে তার দিনক্ষণ ঠিক কওে বলা কঠিন বা দুঃসাধ্য। তা সত্ত্বেও; সামাজিক বিজ্ঞান মহামারী পরবর্তী বিশ্বের সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাভাবনা বন্ধ করে দেয়নি। বৈশ্বিক সংকটের তীব্রতার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবন ও পুঁজিবাদের কার্যকারিতার ওপর মহামারীর এই নজিরবিহীন প্রভাব এতোটাই নাটকীয় যে, এটির প্রতিফলন ভ্যাকসিনের সহজলভ্যতা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার পুনঃবিন্যাস এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণা ছাড়িয়ে গিয়েছে! এই মহামারী মানবসভ্যতার জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হওয়ার পরেও এটি কঠিন পরিস্থিতিতে বাস্তব শিক্ষা এবং সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে সমাজের স্থিতিস্থাপকতার ওপর জোর দেয়–যেখানে সমাজ ও মানুষ একটি অভূতপূর্ব কাঠামোগত ঝুঁকিকে ভাগ করে নেয়।

> মহামারী পরবর্তী সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া

অর্থনীতিবিদ ব্যার্ঙ্কো মিলানোভিয় দেখিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট কিছু সমাজ অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বাইরে চলে যাওয়া কিছু বৈশ্বিক দুর্যোগ যেমন জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ, বা মহাযুদ্ধ যেমন ১৮৭৩ বা ১৯১৯ এর সংকটের পর কীভবে তাদের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক সংস্থার মডেলগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। সুতরাং, পুঁজিবাদ ও আধুনিকতার সক্ষমতাকে প্রদর্শন ও পুনর্বিবেচনা করে, নতুন চ্যালেঞ্জের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, এই মহামারী থেকেও এটি বিবেচনা করা কাল্পনিক নয় যে, উৎপাদন, খরচ এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতিগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যাবে। অবশ্যই এসব নিশ্চিত নয়; তবে, এসব কর্মযজ্ঞের ওপর নির্ভর করে, প্রথমে প্রতিচ্ছবি এবং তারপরে সেই রূপান্তরগুলোকে সক্রিয় করার জন্য রাজনৈতিক পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করে।

এই মুহূর্তের জন্য মহামারীর পরবর্তী সম্ভাব্য করণীয় হতে পারে বিশেষজ্ঞের পশ্চাৎপদসরণ। যেহেতু ইতিমধ্যে কিছু দেশের অভিজ্ঞতা দৃশ্যমান হয়েছে (ট্রাম্পের অধীনে আমেরিকা বা বলসোনারোর অধীনে ব্রাজিল)। তাই, এটি নিয়ে বিলম্ব করাটা ঠিক হবে না। বিদ্যমান মৌলিক আন্তঃনির্ভরতার বিশ্বব্যাপি প্রভাবগুলোর পাশাপাশি অন্য ইস্যুগুলোকে উপেক্ষা করে, যথারীতি ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে জাতিকে স্বাভাবিকতায় নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা বাড়ানো উচিত। এর পরিবর্তে মানব সমাজের সংস্থা এবং সমাজের আত্ম-প্রতিফলনের ওপর নির্ভর করে দু'টি সম্ভাব্য রূপান্তরকামী দৃশ্যের অনুসন্ধান করা আরো বেশি আকর্ষণীয়। এই অবস্থা থেকে রূপান্তরের দু'টি স্তর বা ডিগ্রি আলাদা করা সম্ভব। প্রথম পদক্ষেপটি অভিযোজনের সঙ্গে যুক্ত (পরিবেশের নতুন জটিলতার সাথে নিজের পছন্দ এবং আগ্রহের সমন্বয় হিসাবে বোঝা) এবং দ্বিতীয়, সম্মিলিতভাবে আরও চাহিদা তৈরির প্রক্রিয়া শেখা (যা ক্ষতি-হ্রাস করার নৈতিক দায়বদ্ধতার ওপর ভিত্তি করে এই পছন্দ এবং আগ্রহগুলোর বৈধতার একটি পর্যালোচনা বোঝায়)।

> অভিযোজন

তাহলে, কীভাবে প্রাথমিকভাবে অভিযোজিত দৃশ্যের ধারণা করা যেতে পারে? যেখানে তিনটি মৌলিক সামাজিক ক্ষেত্র (রাষ্ট্র, বাজার এবং নাগরিক সমাজ) ইতিমধ্যে নিস্পত্তি হওয়া পদ্ধতির যা ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত, তা পুনর্বিবেচনা বা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ না করে

>>

আরও জটিল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ পরিবেশে একটি যোগাযোগগত সামঞ্জস্য বিকাশ করতে পারে। এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহুপাক্ষিকতাকে জোরদার করবে। অপরদিকে জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র আরও সক্রিয় থাকবে। যদিও এটি জনস্বাস্থ্যে যেমন বিনিয়োগ করে একই সাথে এটি জন-নরাপত্তা এবং গোপনীয়তার নজরদারি সম্পর্কে আরও মনোযোগী হবে। কিন্তু মেধা সম্পত্তি সুরক্ষার পরিবর্তন ছাড়াই বাজার থেকে আমরা বৃহত্তর বাণিজ্যিক সুরক্ষাবাদ এবং জনসাধারণের বিনিয়োগ; আধুনিকায়নের গভীরতর রূপ; বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার প্রচার আশা করতে পারি। কিছু ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আর্থিকীকরনের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদনশীল অর্থনীতি এবং তথাকথিত প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবাগুলো পুনরুদ্ধার হবে। নাগরিক সমাজের দিকে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে, দায়বদ্ধ খরচ, ভর্তুকি এবং স্ব-যত্নকে উৎসাহ এবং টেকসই উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে যদিও সেটা করা হবে নিম্ন গণতন্ত্র কাঠামোর মধ্যেই।

> সমষ্টিগত শিক্ষা

একটি দাবিপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সাথে বৃহত্তর রূপান্তরকেন্দ্রিক সম্ভাবনা মূলত; একটি সমষ্টিগত শিক্ষার প্রক্রিয়াকেই বোঝায়–যার জন্য সাধারণ আলোচনার নিয়ম এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বাইরে যাওয়া প্রয়োজন হতে পারে–যাতে বিশ্বব্যাপি প্রশাসনের জায়গাগুলো জনগণের পণ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণ, ঝুঁকি হ্রাস এবং বিপর্যয় রোধে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। জাতীয় পর্যায়ের এমন একটা রাষ্ট্রে এর প্রতিফলন হয়–যেটাকে কেন্দ্র করে তত্ত্বাবধান এবং জনসাধারণের পণ্য অধিগত করার ক্ষমতার বৈষম্য হ্রাস বিষয়ক সরকারি নিয়মনীতিগুলো থাকে। ছোট ছোট শহরগুলোকে শক্তিশালী করে এবং অর্থনীতিভিত্তিক প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপগুলোর পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে উৎপাদন এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যয়ের পণ্য এবং স্থানীয় বাণিজ্যকে প্রচার করে। পরিশেষে, বর্তমানে বুদ্ধিগত সম্পদ আর আইনগত মালিকানা নিয়ে উত্তর বা দক্ষিণ দ্বন্দ্ব আরও নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করবে। সুশীল সমাজ ক্রমবর্ধমান ভাবে একটি পেশাদারদের নেটওয়ার্ক হিসেবে স্থাপিত হবে (জি. রিফকিন)– যেখানে স্থানীয় ও বৈশ্বিক স্তর তৈরি হবে এবং লিঙ্গ পার্থক্যের প্রতি সংবেদনশীল সংঘগুলো প্রসারিত হবে। রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়াতে উত্তর-পরবর্তী উন্নয়ন এবং অবক্ষয়ের মতো বিকল্প ধারণাগুলো থেকে অনুপ্রাণিত রূপান্তরকরণের জন্য সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। যে, ধারণাগুলো সমতা এবং সুযোগের ক্ষেত্রে মৌলিক গণতন্ত্রায়নের জন্য বিবেচনা করা হয়।

এই বিকল্পগুলোর মধ্যে কোনোটির আরও বেশি সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি কার ওপর নির্ভর করে? আমরা প্রথম অ- রূপান্তরকৃত প্রতিক্রিয়ার সীমা সম্পর্কে ইতিমধ্যে সচেতন এবং এর থেকে খুব কমই আশা করা যায়। যাইহোক, এটি সর্বদা বিবেচনা করার একটি সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর অনুসারীগণ এখনও বিদ্যমান। পুঁজিবাদ এবং আধুনিকতা তাদের অভিযোজন এবং নবায়নের জন্য তাদের সক্ষমতা দেখিয়েছে। এমনকি তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া মৌলিক সমালোচনাও সংযুক্ত করেছে (যেমন, বল্টানস্কি এবং চিয়াপেলো দ্য নিউ স্পিরিট অব ক্যাপিটালিজমে প্রদর্শিত হয়েছে)। অতএব, এটি ভাবা অযৌক্তিক নয় যে, অভিযোজন প্রতিক্রিয়া সর্বাধিক সম্ভাব্য বিকল্প এবং এটি বিশেষজ্ঞ সিস্টেম, বৃহত্তর কর্পোরেশন (বিশেষত; যারা ডিজিটালাইজেশনের সাথে যুক্ত) এবং স্বল্প মেয়াদে চিন্তাশীল রাজনৈতিক অভিনেতাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া থেকে প্রায় যান্ত্রিকভাবে ঘটবে। এদিকে, সর্বাধিক দাবিতে সম্মিলিত শিক্ষা সামাজিক আন্দোলন এবং জনপ্রিয় সংস্থাগুলোর সহজাত এবং সক্রিয়করণের ওপর নির্ভর করে। যা বিশ্বব্যাপি নতুন সবুজ চুক্তির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধের একটি দুর্দান্ত পরিকল্পনা হতে পারে বা আরও ভালো, দক্ষিণের বাস্তুসংস্থান চুক্তি–যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচারকে সর্বদা একটি উত্তর-দক্ষিণের সংলাপে পরিবেশগত বিচারের সাথে একত্রে বিবেচনা করা হয় এবং যার মধ্যে একবারে উৎপাদনশীল কাজের কেন্দ্রবিন্দুটি জীবনের আধ্যাত্মিকতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। নিঃসন্দেহে, এই বিকল্পটি সম্ভাব্য বিকল্প। তবে, এই গুরুত্ব বিবেচনার আলোকে এটিই অতীব জু-রুরি এবং তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ■

সরাসরি যোগাযোগ :
আলেজান্দ্রো পেলফিনি
<pelfini.alejandro@usal.edu.ar>

> নাগরিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে সমাজবিজ্ঞানী

ফ্রেডি আল্ডো ম্যাসাডো হুয়ামান, ইউনিভার্সিডেড আইবেরোইমারিকানা (আইবারো), মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো।

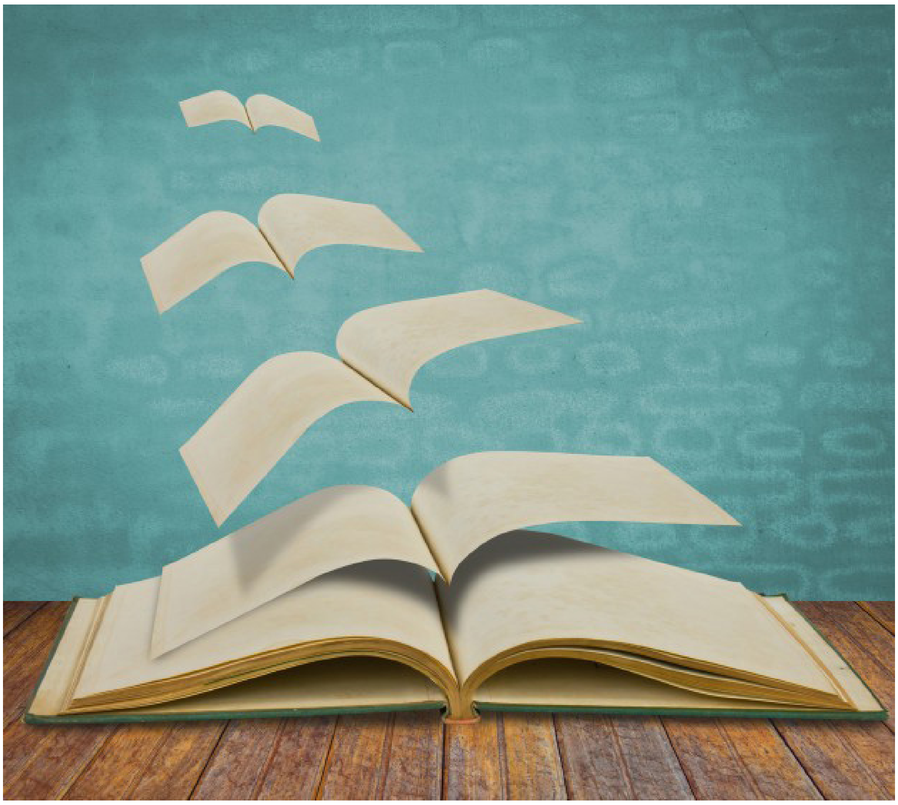

কৃতজ্ঞতা: *ক্রিয়েটিভ কমন্স*

শুরু থেকেই সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের সমাজের জনসাধারণের বিষয়গুলোতে জড়িত ছিলেন (যেমন, এমাইল ডুরখাইম, ম্যাক্স ওয়েবার, মেরিয়ান শ্নিটগার এবং জেন অ্যাডামস)। এমনকি, এটি অসমতা, বৈষম্য, দুর্দশার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃত শ্রোতাদের সতর্ক করার পাশাপাশি অন্যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার, অধিকারকে পদদলিত করা, এবং সমাজের বৃহত্তর অংশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনস্বার্থ পরিষেবাগুলোতে সরকারি অবহেলা বা অবহেলিত জনগণের বিতর্ককে উদ্বুদ্ধ করা হিসাবে কাজ করে। সমাজবিজ্ঞানীরা একটি প্রাঞ্জল এবং উদ্দীপক ভাষা অবলম্বন করে, একটি সমালোচনামূলক মনোভাব এবং অনুসন্ধানমূলক পেশা ত্যাগ না করে, বিবেক বোধকে নাড়া দেয় এবং প্রশ্ন করার ক্ষমতা প্রেরণের মধ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক সামাজিক ইস্যুতে জড়িত থাকে। সম্প্রতি, একজন সমাজবিজ্ঞানীর প্রোফাইল–যা এখানে প্রকাশিত প্রতিচ্ছবিগুলোর সাথে ভালো মানায়–তিনি হেলেন জেফারসন লেনস্কিজের। জনগণের বুদ্ধিজীবী হিসাবে একাডেমিকদের ভূমিকার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে তিনি যে গবেষণাটি করেছেন তার সাথে সম্পর্কিত। হেলেন বলেছেন, 'তারা অলিম্পিকের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলোর মতো সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবিলা করে, তাদের উৎস এবং তাদের সমর্থনকারী নিপীড়নের ব্যবস্থা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করে।' আমরা সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করি এবং ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ জানাতে সম্প্রদায়গুলোর সাথে কাজ করি এবং কখনও কখনও সফলভাবে আবার কখনও কখনও ব্যর্থভাবে। আমাদের লক্ষ্যগুলো প্রায়শই স্পর্শকাতর বিষয়ে যেগুলো অলিম্পিক অথবা সংগঠিত ধর্ম, উদাহরণস্বরূপ (এবং সেখানে সমপাতিত অংশ রয়েছে) এবং আমাদের অনুসন্ধানগুলো প্রায়শই প্রমাণ করে যে 'সম্রাটের কোনো পোশাক নেই'।

বিস্মিত হলেও আজ অশান্ত ও অনিশ্চিত যুগের মুখে সামাজিক বিজ্ঞানীদের সৃজনশীল প্রজন্ম খুব অস্থির অবস্থায় রয়েছে। তাদের শৃঙ্খলাগত উত্তরাধিকার বজায় রেখে, তারা তাদের সহকর্মী ও নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি সংবেদনশীল যাতে তারা উদ্ভাবনী এবং প্রতিচ্ছবিবদ্ধ কাঠামো তৈরি করতে পারে। যা আমাদের বর্তমান মুহুর্তের মুখোমুখি হতে সহায়তা করে। আমার মতে, ডেভিড এম ফারেল এবং জেন স্যুটার–তাদের আইরিশ সমাজে নিমজ্জিত করতে এবং তাদের নাগরিকদের মধ্যে একটি 'রিইমাজিনিং ডেমোক্রেসি' (২০১৯) গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য তাদের পুনর্বিবেচিত গণতন্ত্রের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাদের কাজ আয়ারল্যান্ডের নাগরিকদের সমাবেশগুলোতে জনসাধারণের নজরে এনেছিল যেগুলো গণভোটেরর জন্য সহায়ক হিসাবে কাজ করেছিল–যা সকলের জন্য গর্ভপাত এবং বিবাহকে বৈধতা দেয়। সুতরাং, একাডেমিয়াতে উত্থিত তত্ত্বটি সামাজিকভাবে একটি প্রতিক্রিয়া, অন্যদিকে সক্রিয় নাগরিকদের সাথে সংযোগগুলো অনুসন্ধান করা হয়–যা প্রশ্ন ও সমস্যা উদ্দীপনা ছাড়াও সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণের জন্য সংলাপের অনুমতি দেয়।

যদি দৈনন্দিন পর্যায়ে অনেক সক্রিয় নাগরিক তাদের আগ্রহ প্রচার এবং দাবি উপস্থাপন; তাদের শিক্ষা, সহযোগিতা, সাংগঠনিক আদর্শ, চ্যানেল উদ্যোগসমূহ এবং কার্যক্রম প্রক্রিয়া শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে

>>

রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সমালোচনামূলক সমস্যায় জড়িত হওয়ার জন্য একত্রিত হন। –যা অংশগ্রহণমূলক চ্যানেলগুলো এবং গণতান্ত্রিক উদ্ভাবনগুলো একত্রিত করার চেষ্টা করে। তাদের পাশে রয়েছে সমাজবিজ্ঞানী এবং অন্যান্য পেশাদারদের দল–যারা তাদের সমর্থন এবং প্রচার করতে আগ্রহী।

> সমাজবিজ্ঞানীদের নতুন ভূমিকা

সুতরাং শিক্ষাঙ্গন এবং নাগরিক-রাজনৈতিক অঙ্গনের মধ্যে, নাগরিক সংস্থায় অবদান রাখার লক্ষ্যে সমাজবিজ্ঞানীরা সমসাময়িক গণতন্ত্রগুলোতে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে, প্রশিক্ষণ এবং কার্য সম্পাদনের ে ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীদের কোনো ধরনের অবদান, জড়িত থাকা এবং পুনর্বিবেচনা বিবেচিত হতে পারে । সাধারণভাবে, বৃহত্তর জটিলতা ও আন্তঃব্যবস্থাপনা, ক্ষেত্র এবং সক্রিয় নাগরিকদের ব্যবস্থার বৈচিত্রকরণের বর্তমান পরিস্থিতি দ্বারা ঐতিহ্যবাহী পাঠ্যসূচিবিষয়ক পেশাদার বিভাজন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো এমন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হচ্ছে–যা এখনও বিশেষভাবে বিবেচনা হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, সমাজবিজ্ঞানীদেও ক্ষেত্রে, নীতিগতভাবে এই জটিলতার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোতে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও গবেষণা কেন্দ্রগুলো নাগরিক এবং রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে আরও প্রাসঙ্গিক করার ক্ষেত্রে জড়িত থাকবে; তাদের প্রয়োজনীয়তা, সীমাবদ্ধতা, সম্ভাব্যতা এবং সাধারণ কাঠামোগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে। দ্বিতীয়ত, এই পরিবর্তনশীল অঙ্গনে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতাগুলো ইতিমধ্যে যা বিদ্যমান রয়েছে তার আলোকে কি পরিকল্পনা করা হয়েছে তা সুযোগ এবং পরিমার্জন করা সম্ভব করবে, পাঠ আঁকবে এবং এইভাবে নাগরিকদের লক্ষ্য করে উপযুক্ত শিক্ষামূলক উদ্ভাবন এবং দক্ষতার প্রচার করবে।

গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং নাগরিক অনুশীলনের স্তরে, শৃঙ্খলায় বিবেচনা করার মতো একটি বিষয় হলো নাগরিক পরামর্শক-মধ্যস্থকারী হিসাবে সমাজবিজ্ঞানী।

নাগরিক খাতগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণাত্মক-প্রয়োগগত সক্ষমতাগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্য সম্পাদনের প্রচার করতে হবে। সৃজনশীল, পাঠশাস্ত্রীয়, সংলাপমূলক, প্রস্তাবিত এবং সংবেদনশীল দক্ষতা, পাশাপাশি আত্মসংজ্ঞা, সংহতি ও স্থিতিস্থাপকতাগুলোর দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তাদের সমর্থন করবে (বা সহ-উৎপাদন) –যারা নাগরিকের ভূমিকা এবং রাজনৈতিক কর্মীদের ভূমিকা গ্রহণ করে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে গণতান্ত্রিক জীবনের মূল মূল্যবোধের ভিত্তিতে (ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, বহুত্ববাদ, সহনশীলতা, সংহতি, সমালোচনা এবং মতপার্থক্য, শ্রবণ এবং সহযোগিতা) নীতিশাস্ত্রের প্রতি সমাজতাত্ত্বিকদের প্রতিশ্রুতি তাঁদেও জড়িত হওয়ার দিকনির্দেশক অক্ষ গঠন করে।

আরও সুনির্দিষ্ট অর্থে, এই নতুন সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলোর উত্থানের পূর্বশর্তগুলো বোঝায় যে, এগুলো গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, যেমন :

- সাংগঠনিক বিবর্তনের অভ্যন্তরীণ (বা ভাগাভাগি করা) প্রক্রিয়াতে আরও ভালো উপাদান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন–যা বিভিন্ন মানদণ্ডে গণতান্ত্রিকভাবে তাদের শক্তিশালী করাকে বোঝায়;
- তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে তাদের পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু (গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানবাধিকার অনুসারে) একটি লক্ষ্যযুক্ত ও টেকসই অগ্রিম এবং আদর্শগুলোর বাস্তবকরণ;
- নাগরিক তদবিরের একটি কার্যক্রম ধরে নেওয়ার কাজ–যার লক্ষ্য নীচে তাদের প্রভাব এবং এর বাইরে নীতি পুনর্গঠনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা; এবং
- তাঁরা তাঁদের গণতান্ত্রিক অনুশীলনের মাধ্যমে (অন্যান্য সামাজিক প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে যুক্ত) বিভিন্ন অঙ্গনে যে অবদান রাখবে তার স্পষ্টতা এবং কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের সংযুক্ত করার অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উদ্ভাবনী উপায়ে পুনর্নির্দেশ করে।

সমাজবিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে, এই ধরণের কাজের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং কেন্দ্রীয় ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ; তারা যা হিসেবে কাজ করবেঃ

- বৃহৎর তাৎপর্যপূর্ণ যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রকল্পগুলোতে ও তাঁদের পুনঃপ্রসারণের জন্য বক্তৃতা, আখ্যানগুলো এবং পরিকল্পনাগুলোর সংকেতমোচক হিসেবে;
- সংস্থার মধ্যে বা বাইরে সংঘাত এবং উত্তেজনার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে;
- সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষমতাগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, নাগরিক এবং সরকারিপদক্ষেপের প্রক্রিয়াগুলোর সহকারী এবং অনুবাদক হিসেবে; এবং
- একটি নাগরিক, গণতান্ত্রিক এবং জননীতির সুযোগের প্রকল্পগুলোর নিবন্ধ (বা সহ-উৎপাদক) হিসেবে–যা তাঁদের সাথে কাজ করা নাগরিক দলগুলো গ্রহণ করবে।

সংক্ষেপে, আজ যে দু'টি মারাত্মক হুমকি রয়েছে তার মধ্যে অবস্থিত চরম ডানপন্থী জনতুষ্টীবাদী এবং প্রযুক্তিগত কর্পোরেশনগুলোর বিশাল ক্ষমতা (সরকারী নজরদারি পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত)। নাগরিকদের সাড়া জাগাতে হবে প্রাঞ্জলতা এবং একটি প্ররোচক ওরিয়েন্টেশন দিয়ে। তাদের গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বর এবং প্রশাসনের সক্ষমতা উভয়ই স্পষ্ট করে বলার মাধ্যমে–যা তাঁদের শক্তিশালী এবং টেকসই করে তুলবে। সুতরাং, জরুরি প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক প্রকল্পটি পুনর্নবায়নের সাথে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা, জ্ঞানের সংহতকরণ, নাগরিক বন্ধুত্ব এবং সাংগঠনিক দিকনির্দেশকে পুনর্বিবেচনার চেষ্টা করবে। এর পাশাপাশি তাঁদের সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নৃ-বিজ্ঞানের মতো অনুশাসনের অনুশীলনকারীদেরসহ অন্যান্য সক্রিয় নাগরিকদের সাথে সেতুবন্ধন তৈরি করা দরকার। যারা আরও কর্মশক্তিপূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল প্রবণতার সাথে যুক্তিবাদী এবং সহানুভূতিশীল পদ্ধতির সমন্বয় করে জড়িত হওয়ার জন্য উৎসাহিত হবে।

সরাসরি যোগাযোগঃ
ফ্রেডি আন্ডো ম্যাসাডো হুয়ামান <fredy.macedo@gmail.com>

১। আরো দেখুন
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/irish-referendums-deliberative-assemblies/.

> ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে

ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সহিংসতাকে ঘিরে নীরবতা

এমেন্ডা চিন প্যাঙ, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সেন্ট অগাস্টিন, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে (টিএন্ডটি) নারী, পুরুষ ও শিশুরা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সহিংসতা (আইপিভি) অথবা গ্যাং সংক্রান্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে নিহত হলে এটি অবিলম্বে মনযোগ আকর্ষণ করে। যাই হোক, অতিদ্রুতই অপরাধের শিকার এবং বেঁচে যাওয়া ভুক্তভোগীর কান্না নীরব হয়ে যায় এবং অপরাধীরা সহিংসতা সম্পর্কে শুধু গতানুগতিক কিছু অজুহাত উত্থাপন করে। এভাবে চিরস্থায়ী নির্যাতনের একটি আসন্ন নরক সৃষ্টি করে দেয়।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সহিংসতা (আইপিভি) এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার পরিস্থিতি দ্বারা নারী, পুরুষ ও শিশুরা নিহত হলে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত নীরবতা বিরাজ করে। এন্ড্রিয়া ভারাট নামে একজন নারীর মৃত্যু একটি আশাজনক অনুঘটক হিসেবে নির্যাতন এবং সহিংসতার শিকার ব্যক্তিবর্গ ও বেঁচে যাওয়া ভুক্তভোগীর কান্নাকে জনসম্মুখে এনে দেয়।

> একটি সহিংসতার সংস্কৃতি

কোভিড-১৯ এর জন্য 'স্টে এট হোম' বা ঘরে থাকা বিধানের কারণে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে – পারিবারিক সহিংসতা মাঝে মাঝে আইপিভির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে – এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে বর্ণিত ঘটনাগুলো মূলত দুজন প্রাপ্তবয়স্ক ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।

ভুক্তভোগীর নীরবতা ও চলমান সহিংসতা থেকে পরিত্রাণের সুযোগের অভাব আমাকে ভাবিয়ে তোলে একটি সহিংসতার সংস্কৃতি সম্পর্কে, যেটি ত্রিনবাগোনিয়ানদের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। এরকম পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মুখ স্তব্ধতার আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত থাকে। আমি সহিংসতার ক্ষেত্রে নীরবতা যেটির গভীর ঔপনিবেশিক মূল রয়েছে – এর ভাঙ্গনের ডাক দিচ্ছি। বার্গনার (১৯৯৫) তাঁর "হু ইজ দ্যাট মাস্কড ওম্যান? অর, দি রোল অব জেন্ডার ইন ফ্যানোন্স ব্লাক স্কিন, হোয়াইট মাস্ক" লেখাটিতে পদ্ধতিগত বর্ণবাদেরই শুধু নয় পুরুষের অধীনে থাকা নারীদের সু-বিধাবঞ্চিত অবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরেছেন। অন্তরঙ্গ সঙ্গীদ্বয় এবং এদের নির্ভরশীলদের ওপর আইপিভির প্রগাঢ় প্রভাব থাকার পরও এই সংক্রান্ত সরাসরি কোনো নীতিমালা এবং গবেষণার অভাব আমাকে ভাবতে নির্দেশ করে যে কিছু ক্যারিবিয়ান লোকজন সহিংসতার এই ধরনের সঙ্গে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আমি এটিকে "কালচার অব ভায়োলেন্স" বা সহিংসতার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করি, ঠিক যেভাবে ব্রেরেটনের (২০১০) "দি হিসটোরিকাল ব্যাকগ্রাউন্ড টু দি কালচার অব ভায়োলেন্স ইন ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো" তে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ দেশটিতে এটি স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

> সহিংসতার স্বাভাবিকীকরণ

এই সমস্যাটিকে ঘিরে আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারি। ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সম্পর্কসমূহে সহিংসতা ক্যারিবিয়ান মিথস্ক্রিয়ায় একটি সুস্পষ্ট স্বাভাবিক বিষয়। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মতো একটি ছোট জমজ দ্বীপ প্রজাতন্ত্রে সহিংসতাকে স্বাভাবিক করতে কোন বিষয়টি ভূমিকা পালন করছে? এটি কি সম্পর্কের সমস্যাগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অক্ষমতা হতে পারে? নাকি অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কাছে এই ধরনের সহিংসতা গ্রহণযোগ্য? নাকি উভয়ই? টিএন্ডটি সংস্কৃতির কোন বিষয়গুলো এই সহিংসতাকে ত্বরান্বিত ও উপেক্ষা করে – যেখানে জনগণের প্রতিবাদ খুবই সীমিত বা একেবারেই অনুপস্থিত? আইপিভিকে কি সম্পর্কগুলোর একটি ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা যায়? পুরুষ এবং নারীরা কি ভীত?

পৃথিবীব্যাপী আইপিভির ব্যাপকতা দেখা যায় অনেক সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যেই। ডাব্লিউএইচও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ফ্যাক্টশিট প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রতি তিনজনে একজন নারী অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইপিভির শিকার হয়ে থাকে এবং পৃথিবীব্যাপী নারীহত্যার ৩৮ শতাংশই সংঘটিত হয়ে থাকে পুরুষ অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বারা (ডাব্লিউএইচও, ২০১৭)। যদিও এই তথ্যগুলো নারী ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে পুরুষের সহিংসতার চিত্র তুলে ধরেছে, পুরুষের বিরুদ্ধে নারীকর্তৃক সংঘটিত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সহিংসতা এবং সমলিঙ্গের সম্পর্কগুলোতেও আইপিভি পাওয়া যায়। ইউএসএর পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে জাতীয় জোট (এনসিএডিভি, ২০২০) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতি নয়জন পুরুষের একজনই কোনো না কোনো ধরনের আইপিভি, যৌন যোগাযোগ সহিংসতা, এবং উত্যক্তকরণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। এমনকি এই প্রতিবেদন অনুযায়ী ধর্ষণের শিকার ও অনাকাঙ্খিত যৌন সম্পর্কের শিকার পুরুষেরা অভিযোগ এনেছে পুরুষ অপরাধীদের বিরুদ্ধে।এটি ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর একই রকম একটি অবস্থাকে প্রতিফলন করে। লে ফ্র্যাঙ্ক এট অল. (২০০৮) তাঁদের "ইন্টারপার্সোনাল ভায়োলেন্স ইন থ্রি ক্যারিবিয়ান কান্ট্রিস: বার্বাডোস, জ্যামাইকা, এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো" কাজটিতে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে শারীরিক ও যৌন সহিংসতার অভিযোগের প্রমাণ উত্থাপন করেছেন, যেখানে, দেখিয়েছেন যে, ৪৭.৭ শতাংশ পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং পুরুষদের ৫২.৫ শতাংশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌন জবরদস্তি সহ্য করেছেন।

উইল্টশায়ার (২০১২) তাঁর "ইয়ুথ ম্যাসকিউলিনিটিস এন্ড ভায়োলেন্স ইন দি ক্যারিবিয়ান" এ মত প্রকাশ করেছেন যে, কৌতূহলোদ্দীপকভাবে, পুরুষত্বকে শেখা হয় ক্ষমতা দ্বারা আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিবার সামাজিকীকরণ, ধর্ম, বিদ্যালয়, মিডিয়া, এবং বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে বলবৎ করা হয়। বিশেষত, উইল্টশায়ার লক্ষ করেন যে, সহিংসতা এবং আগ্রাসনমূলক কাজের মাধ্যমে পৌরুষকে প্রকাশ করা হয় এবং কিছু পুরুষ মনে করে যে নারীদেরকে তাদের পুরুষ সঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদিও নারী এবং পুরুষ উভয়ই ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সহিংসতার অপরাধী হয়ে থাকে, ঘনিষ্ঠ পুরুষ সঙ্গী কর্তৃক নারীকে হত্যার ঘটনাগুলো দ্বারা টিএন্ডটি এর সংবাদ প্রতিবেদনগুলো প্লাবিত হয়। এর কারণ হল, পুরুষের বিরুদ্ধে আইপিভি সংঘটনকারী নারীর হারের থেকে নারীর বিরুদ্ধে আইপিভি অপরাধকারী পুরুষের হার অনেক বেশি।

>>

"সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলা এবং সহিংসতাকে নিজের ও সম্পর্কের মধ্যে অগ্রহণযোগ্য এবং অসঙ্গত হিসাবে বিবেচনা করাকে একটি প্রথাসিদ্ধ আচরণ বানানো নীরবতা ভেঙে দেবে -চূড়ান্তভাবে, অন্তরঙ্গ অংশীদার সম্পর্ককে ভালোর লক্ষে পরিবর্তন করবে"

পুরুষত্ব এবং নারীত্বের এই বিশ্বাসগুলো যা পুরুষ ও নারী উভয়েই ধারণ করে থাকে – এটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলোতে পুরুষ সহিংসতার অপরিহার্যতা এবং এই বিষয়টির স্বীকৃতি ও এটিকে ঘিরে নীরবতাকেই প্রকাশ করে। এমনকি, নারীদেরকে 'অসৎচরিত্র' হিসেবে চিহ্নিত করে এই ধরনের নির্যাতনকে বৈধ করা হয় – যখন কোনো নারী ক্যারিবিয়ান সৎচরিত্রতার প্রত্যাশার সীমাকে লঙ্ঘন করে থাকে। নারীদের যৌনতা ও নারীত্ব প্রকাশ সম্পর্কে পুরুষদের ভাবনাগুলো তাই নিশ্চিতভাবেই অবমাননাকর।

> নীরবতা আইপিভি সমাধানের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা

উল্লেখ্য যে, এই নীরবতাকে ভেঙ্গে ফেলতে এবং ভুক্তভোগীর আওয়াজকে প্রকাশ করতে অনেক প্রচেষ্টাই করা হয়েছে। দি ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কমার্স (টিটিসিআইসি) কর্মক্ষেত্রে পারিবারিক সহিংসতা পলিসি (২০১৮) এবং দি ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো পুলিস সার্ভিস (টিটিপিএস) লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ইউনিট হলো আইপিভি সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু নীতিমালা। ইউএনের স্পটলাইট ইনিশিয়েটিভ কোভিড-১৯ এর কারণে বৃদ্ধি পাওয়া পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাগুলোকে জনসম্মুখে তুলে ধরছে। এসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও টিএন্ডটিতে সহিংসতার সংস্কৃতি ও পুরুষত্ব এবং নারীত্বের ধারণাগুলোতে বিশ্বাস এই দেশটিতে একটি সহিংসতার সংস্কৃতির সাধারণ স্বীকৃতিকেই ফুটিয়ে তোলে।

বেঁচে যাওয়া আইপিভি ভুক্তভোগীদেরকে সুরক্ষা ও সমর্থন পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা, সাহস যোগানো, সঙ্গীদের জন্য ও অপরাধীদের জন্য চিকিৎসাবিদ্যাগত উপায়ের ব্যবস্থা, নারী ও পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা, পুরুষদেরকে সহায়তা করার জন্য আহবান করা – এগুলো সহিংসতায় নীরবতার সংস্কৃতিতে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন এনে এমন একটি সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারে যেটিতে সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় এবং প্রকাশ্যে এটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

এছাড়াও, পুরুষ এবং নারীদেরকে তাদের যৌনতার প্রকাশ ও লিঙ্গ ভূমিকাগুলো সম্পর্কে পুনরায় সামাজিকীকরণ একটি জরুরি বিষয়। আমি মনে করি ভুক্তভোগী এমনকি অপরাধীদের জন্য আইপিভি সংশ্লিষ্ট লজ্জা ও ভীতি এবং এই পরিস্থিতির জন্য বেঁচে যাওয়া ভুক্তভোগীর নিজেদেরকে দায়ী করার মিথ্যা ধারণা থেকে সহিংসতার ক্ষেত্রে নীরবতার জন্ম হয়। যেমনটি ওয়ালেস (২০১৯) তাঁর "ডমেস্টিক ভায়োলেন্স; ইন্টিমেট পার্টনার ভায়োলেন্স ভিক্টিমাইজেশন নন রিপোর্টিং টু দি পুলিস ইন ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো" তে বলেছেন পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করার ক্ষেত্রে তাই পুরুষ এবং নারী ভুক্তভোগীদের জন্য একটি প্রধান বাধা হলো কুণ্ঠা বা লজ্জা।এই কারণটি সত্ত্বেও নীরবতাবই হলো প্রতিক্রিয়া, যেটি প্রায়ই হত্যার মতো ঘটনার জন্ম দেয়।

সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা গেলে, সহিংসতাকে নিজের অভিব্যক্তি হিসেবে এবং সম্পর্কের মধ্যে অগ্রহণীয় ও অসংগতিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হলে নীরবতাকে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হবে এবং ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সম্পর্কগুলোতে মঙ্গলের জন্য পরিবর্তন সাধিত হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: এমেন্ডা চিন প্যাঙে <amandalall91@gmail.com>

> পৃথিবীর যত্ন নেয়ার সক্ষমতা সম্পর্কে

ফ্রান্সেসকো লারুফা, জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়, সুইজারল্যান্ড।

ব্যক্তিদেরকে সামাজিক পরিবর্তনে অবদানকারী ‘এজেন্ট’ হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ। অংকন: ম্যাটেও লোরাফা (বয়স: সাত)।

কোভিড-১৯ অতিমারীটি ‘করোনার পরবর্তী পৃথিবী’ এবং ‘আমরা কেমন ভবিষ্যৎ চাই’ সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। অতিমারী-টি কেবল নব্য-উদারতাবাদী পুঁজিবাদ এবং এর স্বভাবজাত প্রকৃতির অত্যধিক শোষণের করুণ পরিণতিই নয় (যেমন, বন উজার); অন্যভাবে, অতিমারীটি আমাদের সমাজ এবং এটি যেভাবে সংগঠিত হয়েছে সে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ দেয়। তবে, কল্পিত ভবিষ্যতের ব্যাপারে সবাই একমত নয়। অনেকে ‘ ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক সবুজ প্রবৃদ্ধি’ এবং ‘পরিবেশবান্ধব সবুজ কর্মসংস্থান’ প্রচার করবে এরকম একটি গ্রিন ডিলের জন্য চাপ দেয়। মানুষের জীবনযাত্রা (যেমন, ভোক্তাবাদ) বা পুঁজিবাদী কাঠামোর (যেমন, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষমতার অসামাঞ্জস্যতা) পরিবর্তন না করে পরিবেশগত স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য, এখানে শুধু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। অন্যরা আরও গভীর ‘সামাজিক-বাস্তুসংস্থানীয় রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে–যেখানে অর্থনীতি মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক এবং পরিবেশগত চাহিদার যোগান দিবে।

এখানে আমি আমাদের অধিকতর মুক্তি ও টেকসই ভবিষ্যতের কল্পনা করতে সহায়তা করতে পারে তা অন্বেষণের করতে অমর্ত্য সেন এবং মার্থা নসবাউমের ‘সামর্থ্য পদ্ধতির’ একটি মৌলিক ব্যাখ্যার প্রস্তাব করেছি। স্পষ্টততই, একটি মূল্যবান ভবিষ্যতের কথা বর্ণনা করা সমাজবিজ্ঞানের একচেটিয়া কাজ (বা দর্শন) হতে পারে না বরং ভবিষ্যৎকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্মাণ করা প্রয়োজন; যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে। এক্ষেত্রে আমার দাবি হচ্ছে যে, সামর্থ্য পদ্ধতিটি ‘আমরা যেমন ভবিষ্যৎ চাই’ ঠিক সেরকম একটি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করবে।

> সক্ষমতার একটি মৌলিক ব্যাখার জন্য

সামর্থ্য পদ্ধতি অনুযায়ী জনসাধারণের কাজের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সক্ষমতার উন্নতি করা; অর্থাৎ একটি মূল্যবান জীবন যাপনের মধ্যেই তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা নিহিত আছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক অগ্রসরতা আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এক জিনিস নয়। সামাজিক অগ্রসরতা বলতে বোঝায় মানুষের অগ্রসরতার পথে যেসব বাধা-বিপত্তি আছে তার দূরীকরণ। এক্ষেত্রে সরকারি নীতিসমূহের উর্চিত প্রত্যক ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রসারিত করা যাতে তারা নিজেদের ‘মানুষ হিসেবে’ এবং ‘কাজকর্মে’ মুল্যমান অর্জন করতে পারে; অন্যকথায়, উন্নত জীবনচ সম্পর্কে তাদের যৌক্তিক ধারণাটি অনুসরণ করতে পারে। এই মনযোগ আমাদেরকে ‘কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিতর্কের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতির কথা

>>

গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে। সামর্থ্য পদ্ধতি গণতন্ত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করে। গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের কেবল একটি সহায়ক ভূমিকা আছে তা নয় (নাগরিকদেরকে বাক স্বাধীনতা দেয়া যাতে তারা কাজকর্মে আগ্রহী হয়ে ওঠে); এর একটি গঠনমূলক ভূমিকাও আছে, সামাজিক অগ্রাধিকারগুলো গঠন করে এবং এমনকি ব্যক্তির মূল্যবোধেও (যেহেতু ভালো জীবনের ধারণাগুলো ইচ্ছাকৃত প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়)।

এর ভিত্তিতে আমি দাবি করছি যে, নীতিনির্ধারনী মহলে প্রচলিত প্রভাবশালী সামর্থ্য পদ্ধতিটিকে আমরা আরো বৈপবিক উপায়ে রূপায়ন করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, সক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে প্রচলিত যোগসূত্রটিকে আরও গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা সম্ভব। লক্ষ্যণীয়ভাবে, সামর্থ্য পদ্ধতির প্রভাবশালী ব্যাখ্যা আমাদের দৃষ্টিগোচর করে যে, প্রবৃদ্ধিই শেষ কথা নয়, এটি মূল্যবান কোনো কিছু অর্জনের একটি উপায়মাত্র। তবুও, পরিবেশের ওপর এর বিপর্যয়কর পরিণতি এবং মানব কল্যাণে এর খারাপ প্রভাব সত্ত্বেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উপযুক্ত কোনো উপায়ের সন্ধান দিতে পারে না; এবং এই লক্ষ্যটিকে জনমুখী পদক্ষেপগুলোর পুরোপুরি ত্যাগ করা উচিত। বহুক্ষেত্রে অর্থনীতি মানুষের দুর্ভোগ এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে: একটি ভূমিকম্প থেকে নির্মাণ শিল্পে অর্থনৈতিক বিকাশের ইঞ্জিন হয়ে ওঠা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার দূষণ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি, যা প্রথম দিকে ইতিবাচক বলে মনে হয় তা আসলে হতাশাব্যঞ্জক। উদাহরণস্বরূপ, উদারতা ভালো জীবনের একটি আগ্রহী-বস্তুবাদী এবং প্রতিযোগিতামূলক-স্বতন্ত্রবাদী দৃষ্টিকে উৎসাহ দেয়-যা শেষ পর্যন্ত কল্যাণকে ক্ষুণ্ন করে। একারণে, একটি কল্যাণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পশ্চিমা জীবনযাত্রা কেবল অ-টেকসই নয় বরং এই বিকাশ নির্ভর 'উন্নয়ন' মডেলের আকাঙ্ক্ষাটি বেশ প্রশ্নবোধক।

একইভাবে, পলিসির জগতে সামর্থ্যে পদ্ধতির কেন্দ্রীয় ধারণাটি ব্যক্তিকে এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করে অনেকেই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তবুও, একটি সংকীর্ণ অর্থে লোকদের যারা এজেন্ট হিসাবে কল্পনা করা হয়, যেমন অর্থনৈতিক ক্রিয়াশীল ব্যক্তি হলো– যারা বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে। অথচ, যে সকল গণতন্ত্রমনা নাগরিকবৃন্দ সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সহমত পোষণ করেন– তাদেরকে বরং প্রান্তিকতার শিকার হতে হয়। এই প্রসঙ্গে, সামর্থ্য পদ্ধতিটি 'ক্ষমতায়ন' এর নব্যউদারতাবাদের ব্যক্তিবাদী ব্যাখ্যগুলোতে সীমাবদ্ধ থেকেছে–যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে-বিশেষত শ্রমবাজারে অর্থনীতিতে অংশ নেওয়ার স্বাধীনতাতে হ্রাস করেছে। সামর্থ্যের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছে মানব মূলধন: একজন দক্ষ অর্থনৈতিক কর্মী হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির যেসব দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জনগণের অন্তর্ভূক্তি–উভইয়কেই প্রত্যাখান করে জনমুখী পদক্ষেপের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হিসাবে সামর্থ্য পদ্ধতিটির আরও মৌলিক ব্যাখ্যা হলো: নাগরিকদেরকে সামাজিক পরিবর্তনের দিকনির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা প্রদান–যা অভিষ্ঠ্য লক্ষ্যের প্রশ্নে উন্নয়ন, অগ্রগতি, এবং জীবন মানের ধারণাগুলো নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই উপলব্ধিটি আমাদের সম্মিলিত ভবিষ্যৎ রূপায়ণে বাজারের প্রভাবকে হ্রাস করবে, আংশিকভাবে অংশগ্রহণমূলক সুচিন্তিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিস্থাপিত করবে।

> 'পৃথিবীর যত্ন নেয়ার সক্ষমতা': জনসাধারণের পদক্ষেপকে কেন্দ্রীকরণ

এ পর্যায়ে নারীবাদী তাত্ত্বিকদের দ্বারা বিকাশিত 'যত্নের নৈতিকতার' সাথে সামর্থ্য পদ্ধতির ধারণাটিকে একত্রিত করা যেতে পারে। জোয়ান ট্রন্টোর বলেছেন, আমরা একটি সমাজ হিসেবে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেই যত্নের দৃষ্টিভঙ্গি সেই বিষয়গুলো তুলে ধরে। পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম যা মুনাফাকে গুরুত্ব প্রদানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে– যেখানে মুনাফায় অবদানের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়। তবে, আমরা এমন একটি সমাজ তৈরি করতে পারি, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তির (যেমন, শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষ), পরিবেশের (পরিবেশ সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবেশ পুনরুদ্ধার উভয়ের আকারে), গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এবং নিজেদের (খেলাধুলা, কলা, শিক্ষা ইত্যাদি) যত্ন নেয়াকে অর্থনৈতিক মুনাফার চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, পুরস্কারগুলো উৎপাদন থেকে সামাজিক পুনরুৎপাদনে স্থানান্তড়িত হতে পারে এবং কাজকর্মকে পৃথিবীর যত্ননেয়ার ক্রিয়াকলাপ হিসেবে পুনরায় সঙ্গায়িত করা যেতে পারে। পৃথিবীর যত্ন নেয়ার এই বিষয়টিকে গণতান্ত্রিক আলোচনার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। এভাবে সমাজের কোনো কোনো অবদানকে মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করা হবে তা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে, গণতন্ত্র আংশিকভাবে বাজারকে প্রতিস্থাপন করবে। এই অতিমারীর সময়ে বাজার মূল্যের পরিবর্তে 'সামাজিক উপযোগিতা' নির্ভর কাজের এই ধারণা 'অত্যাবশক' কর্মী সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। এই কাঠামো অনুসরণ করে যেকোনো আলোচ্যসূচি 'বাজে কাজ'(ডেভিড গ্রাবার) পরিবেশবান্ধব সবুজ কাজ বা অন্য যে নামেই হোক তা বিস্তাররের বিরোধিতা করবে; একই সাথে, অর্থবহ কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে। এখানে অর্থবহ কাজ বলতে সেই কাজকে বোঝায় যা শ্রমবাজারের মধ্যে বা বাইরে সম্পন্ন হতে পারে এবং যা এই কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের জন্য মানবিক সমৃদ্ধির সুযোগ দেয়। শুধু তাই নয়, এই কাজ সমাজে ' নৈর্ব্যক্তিকভাবে মূল্যবান উপায়ে অবদান রাখে– যেখানে সকল নাগরিক সমভাবে কোন বিষয়টি মূল্যবান সে সংক্রান্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারে (রুথ ইয়োমন)।

উপসংহারে বলা যায়, একবার পুঁজিবাদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে, সামর্থ্য পদ্ধতিটি প্রগতিশীলদের অনুপ্রেরণা যোগাতে পারবে–যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অথবা শ্রমবাজারে কর্মীদের অন্তর্ভূক্তির পরিবর্তে জনকল্যাণমূখী কাজে মনোযোগ দিতে আহ্বান জানাবে এবং সেখানে কোন কোন বিষয় যত্ন নেয়ার যোগ্য তা নিয়ে বিতর্ক করার অধিকারও থাকবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ : ফ্রান্সেসকো লারুফা
<Francesco.Laruffa@unige.ch>

> হোমো কালচারাস হিসাবে মানুষ

মাহমুদ ধাউডি, তিউনিশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, তিউনিশিয়া এবং সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস (আরসি০৮), ধর্মীয় সমাজবিজ্ঞান (আরসি২২) এবং ভাষা ও সমাজ সর্ম্পকিত আই এস কমিটির সদস্য।

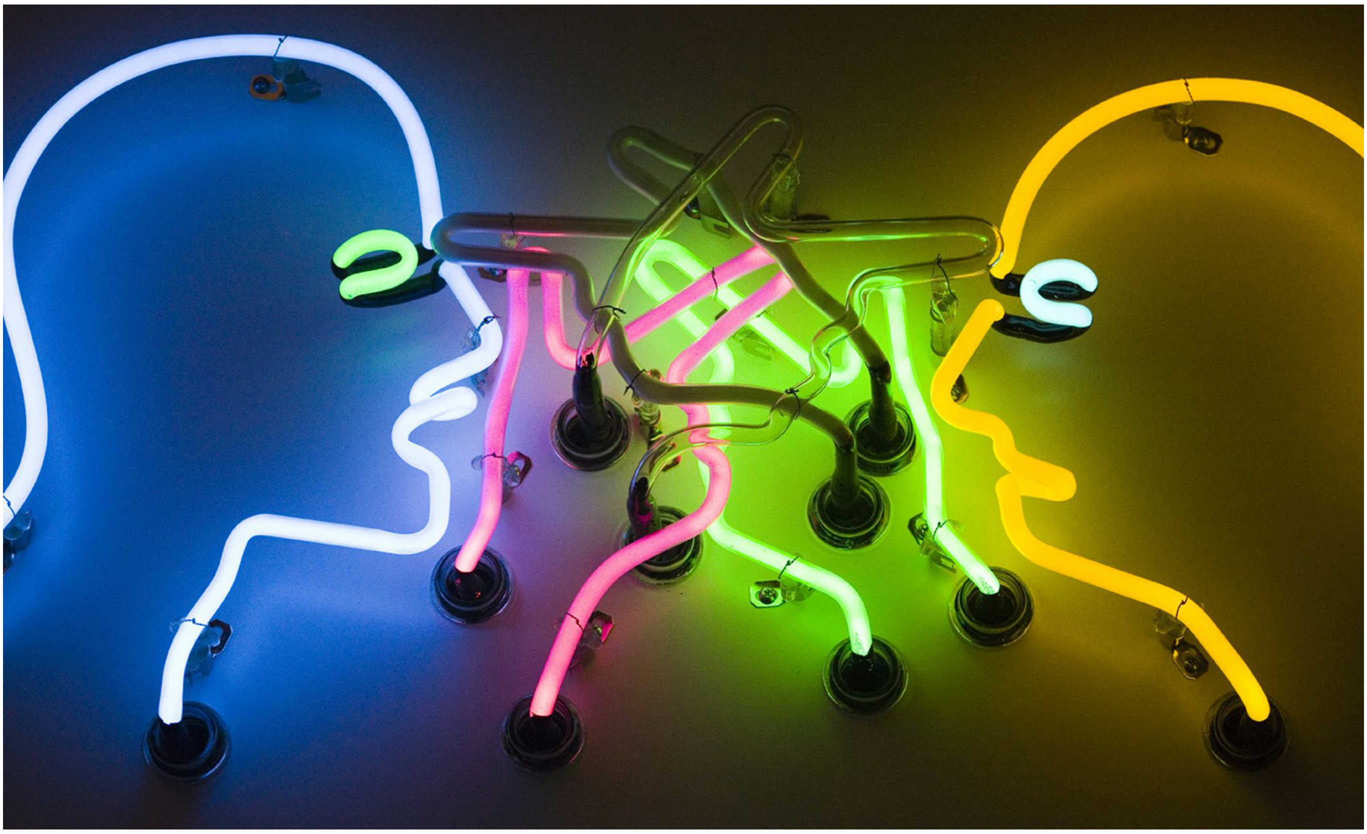

মানুষ শুধু একটি কথা বলতে পারা প্রাণী নয়, বরং বিভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী। ভাষাকে সকল সংস্কৃতিরই ভিত্তি ও অংশ হিসেবে বুঝতে হবে।

কৃতজ্ঞতা: Flickr/ Thomas Hawk.

হোমো কালচার ধারণাটি সামাজিক বিজ্ঞানে হারিয়ে যাচ্ছে। বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গির লোকজন এবং অর্থনীতিবিদরা মানুষকে হোমো ওকোনোমিকাস হিসাবে বর্ননা করেছেন–যেখানে রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা এটিকে হোমো পলিটিকাস হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীরা মানুষকে সামাজিক জীব বা হোমো সোসিওলোজিকাস হিসাবে দেখেন। বর্তমানে সংখ্যার ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে অনেকে হোমো নিউমোরিকাস বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। যা হোক, সংস্কৃতি অধ্যয়নের প্রতি দুর্দান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সমসাময়িক নৃতাত্ত্বিকরা মানুষকে হোমো কালচারাসের প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যাখ্যা করার জন্য সংস্কৃতির সাথে সর্ম্পকিত কোনো পরিভাষা ব্যবহার করেননি। দৃষ্টবাদী জ্ঞানতত্ত্ব সামাজিক বিজ্ঞানে প্রবলভাবে বিরাজমান। এখানে সংবেদনশীল অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের মূল ভিত্তি দাবি করা হয়। শীর্ষস্থানীয় নৃবিজ্ঞানীরা এই জ্ঞানতত্ত্বের প্রভাবকে প্রত্যক্ষ করেন। লেসলি হোয়াইট ১৯৭৩ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ‘দি কনসেপ্ট অফ কালচার’ এ উল্লেখ করেন যে, রাল্ফ লিন্টন, র‍্যাডকিল্ফ ব্রাউন এবং অন্যরা সংস্কৃতিকে একটি বিমূর্ততা অথবা এমন কিছু যার কোনো অস্তিত্ব নেই বা এটি কোনো বাস্তবতাকে নির্ধারণ কওে না বলে মনে করতো। দৃষ্টবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা সংস্কৃতিকে একটি অসংবেদনশীল এবং অস্পষ্ট ঘটনা হিসাবে খুব কমই চিহ্নিত করতেন।

> দৃষ্টবাদের স্থায়ী প্রভাব

পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও সংস্কৃতি সর্ম্পকে উপরোক্ত সংরক্ষনশীল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালের পূর্বে সংস্কৃতি সর্ম্পকে যে সকল তাত্ত্বিক ছিলেন; যেমন, ওয়েবার, মার্ক্স, পারসন, মিল এবং অন্যরা ও যাঁদের সংস্কৃতি সর্ম্পকে প্রকাশিত কাজে ‘দুর্বল প্রোগ্রাম’ ব্যবহার করার জন্য পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা সংস্কৃতিকে সামান্য গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এছাড়াও বামিংহাম স্কুল, বুর্দো ও ফুকো সংস্কৃতি অধ্যয়নে ভালো কিছু করতে পারেননি। কারণ, সংস্কৃতি অধ্যয়নে তারাও একটি ‘দুর্বল প্রোগ্রাম’ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯০ সালের পর ‘সাংস্কৃতিক পরিবর্তন’ ধারাটি আবির্ভাবের কারণে যখন সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞানে ‘শক্তিশালী প্রোগ্রাম’ (যা সংস্কৃতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়) ক্রমবর্ধমানভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে; তখনও সমাজতাত্ত্বিক

>>

গবেষনায় ‘দুর্বল প্রোগ্রাম’ প্রাধান্য বিস্তার করছে।

> হোমো কালচারাসের অনুসন্ধান :

ঘটনাচক্রে আমার গবেষণা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃতি অধ্যয়নের সাথে সখ্যতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। নব্বইয়ের দশকে আমার বুদ্ধিগত কৌতূহল আমাকে তাত্ত্বিক কাঠামোতে কাজ করার চেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল–যা মানুষের আচরণ এবং মানব সমাজের গতিশীলতা বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করবে। সমাজবিজ্ঞানী সুইড বার্গ, ২০১৪ সালে তাঁর প্রকাশিত বই ‘দি আর্ট অফ সোশ্যাল থিওরি’ -তে যুক্তি দেন যে, সমাজবিদ্যাগত তাত্ত্বিকতা ভালো অবস্থানে নেই। আমি অনুভব করছি, তত্ত্বীকরণের যে দুঃসাহসিক কর্মচেষ্টা আছে তার জন্য আমার ঝুঁকি নেয়া উচিত। আমি এই পদ্ধতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করে শুরু করছি যে, মানুষের আচরণ এবং সমাজের গতিশীলতার পেছনে থাকা বিভ্রান্তিকর যে শক্তিগুলো আছে তার অন্বেষনের সূচনা কোথায় থেকে শুরু করা উচিত? আমি ভেবেছিলাম কতোগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে আমার শুরু করা উচিত–যার মাধ্যমে মানব প্রজাতিকে অন্য প্রজাতি থেকে আলাদা করা যায়। আমি অনুভব করেছি এই বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে আমার গবেষণাটি একটা মানানসই জায়গা থেকে শুরু করা উচিত। সম্ভাব্য স্বতন্ত্র মানব বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসরণ করে সাংস্কৃতিক চিহ্ন অর্থাৎ ভাষা, চিন্তা, জ্ঞান, ধর্ম, আইন, পৌরনিক কাহিনি, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং মানদণ্ড–যা আমি উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছি তার জন্য চেষ্টার কোনো অবকাশ রাখিনি। মানুষের আচরণ এবং সামাজিক ঘটনা বোঝার জন্য এবং ব্যাখ্যা করার জন্য সাংস্কৃতিক চিহ্ন মৌলিক বিষয় হিসাবে প্রতিয়মান হবে। সাংস্কৃতিক চিহ্ন তৈরির পেছনে ভাষাকে বাধ্যকারী শক্তি হিসাবে দেখার জন্য আমার তাত্ত্বিকতা আমাকে পরিচালিত করে, কারণ, ভাষা হচ্ছে সাংস্কৃতিক চিহ্নের ‘জন্মধাত্রী’। প্রাচীন দার্শনিক এবং সামাজিক চিন্তাবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী মানুষ শুধু কথা বলার প্রাণি নয়; সে সাংস্কৃতিক চিহ্নেরও বড় ব্যবহারকারী। যেমন, আমার সংস্করণে এর ভাষান্তর হচ্ছে, আমি ভাষা ব্যবহার করি। সুতরাং আমি মানুষ।

এই তাত্ত্বিক অনুমানগুলো মাঠ পর্যবেক্ষণকে প্রাধান্য দেয় যা হোমো কালচারাস ধারণাকে প্রবলভাবে সমর্থন করে। আমি চারটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পেয়েছি যেগুলো মানুষ কেন হোমো কালচারাস ব্যক্তি তা ব্যাখ্যা করতে পারে। নিম্নে তা উপস্থাপন করছি :

> মানুষের স্বাতন্ত্রের উপর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

মানব পরিচয়ে সাংস্কৃতিক চিহ্নের যে কেন্দ্রিকতা তা সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানে নতুন ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত হতে পারে–যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মানব পরিচয়ের (হোমো কালচারাস) মূল অংশ হিসাবে সাংস্কৃতিক চিহ্ন সম্পর্কে আমার যে ধারণা তা নিম্নোক্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে :

১. মানব দেহের বৃদ্ধি এবং পরিপূর্নতা অন্যান্য প্রানীর তুলনায় ধীর গতি সম্পন্ন। উদাহরনস্বরূপ: গড়ে মানব শিশুরা এক বছর বয়সে হাটা শুরু করে, যেখানে অন্যান্য প্রানীর বাচ্চারা জন্মের পর সরাসরি বা কয়েক ঘন্টা বা দিনের মধ্যে হাটতে পারে।

২. বেশিরভাগ প্রানীর চেয়ে মানুষের দীর্ঘ আয়ু রয়েছে।

৩. এই গ্রহে মানব জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন প্রভাব বিস্তার করার ভূমিকা রয়েছে।

৪. মানুষ সাংস্কৃতিক চিহ্নের দ্বারা সুবিধাভোগী।

৫. দুটি অংশ নিয়ে মানুষের পরিচয় গঠিত: শরীর এবং সাংস্কৃতিক চিহ্ন। এটি দ্বি-মাত্রিক নিদর্শন, যা দেহ এবং আত্মা দ্বারা গঠিত, যাকে ধর্ম ও দর্শনের দ্বৈত পরিচয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

> সাংস্কৃতিক চিহ্ন দ্বারা প্রদত্ত অর্ন্তদৃষ্টি

মানুষের শরীর এবং সাংস্কৃতিক চিহ্ন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মানুষের সামগ্রিক বিকাশ হচ্ছে দ্বি-মাত্রিক। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক চিহ্ন এবং পরিশীলিত মানবিক বোধের অভাবে অ-মানব প্রজাতিগুলোর বৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণতা একচেটিয়া (কেবল শারীরিক ভাবে) হয়ে থাকে। তাই মানুষের শরীরের ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতার পেছনে দু'টি স্তরের অগ্রগতির প্রয়োজন দেখা যায়। এটি হলো; মানবদেহের বৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণতায় মন্থরতার একটি প্রক্রিয়া। কারণ, মানুষের বৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণতা একটি দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে– যা সাংস্কৃতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সায়েন্টিফিক আমেরিকান-এ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত ‘মানুষ: কেন আমরা গ্রহের মধ্যে অন্য প্রাণি থেকে ভিন্ন’ এই প্রচ্ছেদের পেছনে যে বিভ্রান্তি আছে তার উত্তর দিতে সাংস্কৃতিক চিহ্ন অবদান রাখতে পারে। উপরের আলোচনা অনুযায়ী সাংস্কৃতিক চিহ্নের গুণাবলি দ্বারা মানুষ অন্যান্য প্রজাতি থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং সাংস্কৃতিক চিহ্ন হচ্ছে তা, যা তাদেরকে অন্যান্য প্রজাতি থেকে আলাদা করে তোলে। মানুষ কেন হোমো কালচারাস তা নিম্নলিখিত চিত্রটি দ্বারা ব্যাখ্যা করবো।

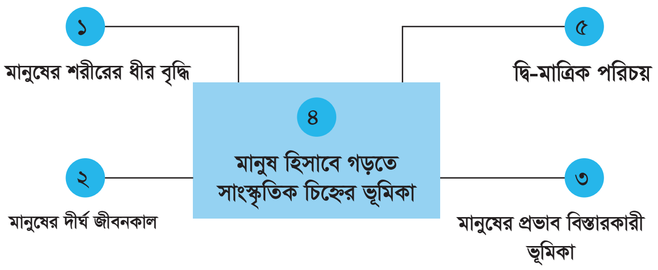

> হোমো কালচারাস এবং মিতব্যয়িতার নীতি

এই চিত্রটি এই কারণে আঁকা হয়েছে যে, সাংস্কৃতিক চিহ্ন মানষের চারটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে। সাংস্কৃতিক চিহ্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট আচরণের পাশাপাশি সমাজ ও সভ্যতার গতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারে। সুতরাং সাংস্কৃতিক চিহ্ন এর সাথে মিতব্যয়িতা নীতি সামঞ্জস্যপূর্ন। আর এটি হলো, সম্ভাব্য সর্বাধিক ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সংখ্যক চলক ব্যবহার করা। ■

সরাসরি যোগাযোগ : মাহমুদ ধাউডি <m.thawad43@gmail.com>

> নরওয়ের ২০১১ সালের ২২ জুলাই সন্ত্রাসী হামলা

পল হ্যালভরসেন, জার্নাল এডিটর, স্ক্যানডেনেভিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস, নরওয়ে।

ইউটোয়া দ্বীপের প্রধান ভবন যেখানে উনসত্তর জন মানুষকে হত্যা করা হয়। কৃতজ্ঞতা: প্যাল হ্যারভেসন।

'ঘটনা ঘটে যায়, কিন্তু তাদের বর্ণনা-ব্যাখ্যা অজানা হয়ে রয়।'
– আলেকজান্ডার, জে সি ও গাও, আর (২০১২)

২২ জুলাই, ২০১১; জোটলফ হ্যানসেন (এ্যানদার্‌স বেহ্‌রিং ব্রেইভিক নামে সর্বাধিক পরিচিত) নরওয়েতে দু'টি সন্ত্রাসী হামলা চালায় –এর একটি ছিল নরওয়ের সরকারের কোয়ার্টারে এবং আরেকটি ইউটিয়াতে –যেখানে ওয়ার্কার'স ইয়ুথ লীগের গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প চলমান ছিল। আজ দশ বছর পরেও নরওয়ের নাগরিক সমাজ সন্ত্রাসী হামলা হওয়ার পরে যে সকল প্রশ্ন জনমনে তৈরি হয়েছিল তা উত্তর খুঁজতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। উল্লেখিত সন্ত্রাসী হামলায় মারা গিয়েছিল ৭৭ জন মানুষ কিন্তু আহত হয়েছিল আরো অধিক মানুষ। হামলাকারীরা শুধু একটি জাতি হিসেবে নরওয়েতে হামলা চালায়নি বরং সমগ্র বিশ্বকে হামলা করেছিল–আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীরা গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে এসেছিলেন এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবেদন সম্প্রচার করেছিল। জনমনে তাৎক্ষণিকভাবে যে সকল প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে এ হামলার পেছনে আন্তর্জাতিক অনুপ্রেরণার বিষয়টি অন্যতম।

যা হোক, নরওয়ের জনগণ সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তীতে, তাৎক্ষণিক বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্তসমূহের সাথে মানিয়ে চলতে অধৈয্য হয়েছিল। অনেকে সন্ত্রাসী হামলা ঘটার সময়টাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। যেমন, গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে বেশিরভাগ মানুষ ছুটিতে থাকার ফলে অসলো প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। একারণে এ ধরনের ভয়াবহ হামলা সামলে নেয়ার মতো প্রত্যাশিত বা চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত সমস্যা সমাধানের যথেষ্ট

>>

প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে, একজন সন্ত্রাসী তাঁর আসল নামে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং ঘটনার পূর্বে ব্যাপকভাবে একটি 'ইশতেহার' বিলি করেছিল –এরকম কিছু সহজপ্রাপ্য উপাদান দিয়ে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু করা যেতে পারে।

ব্রেইভিক পাগল ছিল কি? অথবা, ব্রেইভিক পাগল ছিল না? এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য মনস্তত্ত্ব বিষয়ক ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একই ধরনের দু'টি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। দু'টি কমিটিই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদন দিয়েছে। প্রথম কমিটি সন্ত্রাসী ব্রেইভিককে ভ্রমগ্রস্থ ভগ্নমনস্ক বা প্যারানোইড সিজোফ্রেনিক হিসেবে উল্লেখ করেছিল। দ্বিতীয় কমিটির মতে, যদিও ব্রেইভিকের আত্মরতিমূলক ব্যক্তিত্ব মানসিক ব্যধি (নারসি-সটিক পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার) ছিল, হামলার সময়ও সে পাগল ছিল না। অসলো জেলা আদালত শুনানির মাধ্যমে ব্রেইভিককে মানসিকভাবে সুস্থ এবং দোষী সাব্যস্ত করে রায় দিয়েছিল। তাঁকে নরওয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি ২১ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল–যা সম্ভব হলে আরো বাড়ানো হতে পারে। মজার ব্যাপার হলো, যদিও ব্রেইভিক জেলখানায় তার নাম পরিবর্তন করেছে; ২০১৯ সালের ১৫ মার্চে নিউজিল্যান্ডের খ্রিস্ট চার্চে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলায় ব্রেনটন টরান্ট তাঁর এ ধরনের কাজে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে স্পষ্টভাবে ব্রেইভিক-এর নাম উল্লেখ করেছে। ফলে, আবারও ২২ জুলাই তারিখটি আন্তর্জাতিক খবরে গুরুত্ব পায়।

এ সকল সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে '২২ জুলাই' সাংস্কৃতিক-মান-সিক আঘাতের একটি অন্যতম বিকল্প প্রত্যয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। '২২ জুলাই' শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপস্থাপন করে না বরং তা '৯/১১' -এর মতো ২২ জুলাই পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাতেও প্রভাব ফেলে। এ ঘটনাগুলো বিদ্যমান সমষ্টিগত পরিচয় নিয়ে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল এবং যে ধারণাগুলোর ওপর ভিত্তি করে নরওয়েজিয়ান পরিচয় গড়ে উঠেছিল–সেগুলোকে হুমকির ও প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। 'কীভাবে আমাদের নিজেদের একজন, গণহত্যাকারী হয়ে এরকম হামলা করতে পারে?' যেমনটি নরওয়ের ট্রেড ইউনিয়নের সংঘ প্রশ্ন করেছিল। এভাবে আলোচনার জন্য সকল সামষ্টিক ভিত্তির উন্মোচন হবে সাংস্কৃতিক–মানসিক আঘাতের একটি অন্যতম নির্দেশক।

নরওয়ের লেখালেখির প্লাটফর্মগুলোর পাশাপাশি '২২ জুলাই' নিয়ে অসংখ্য আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এস্নে সেইর্স্টাড-এর লেখা 'ওয়ান অব আস' নামক নন-ফিকশন বইটি সম্ভবত সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। একাডেমিক লেখার মধ্যে নৃ-বিজ্ঞানী সিন্দ্রে ব্যাংস্টাড ২০১৪ সালে 'এ্যানদার্স ব্রেইভিক এন্ড দ্য রাইজ অব ইসলামোফোবিয়া' নামে একটি বই লেখেন–যেখানে সন্ত্রাসবাদকে আদর্শগতভাবে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে স্পষ্টভাবে প্রশ্ন তোলা হয়। একদিকে ব্যাংস্টাড দৃঢ়ভাবে তাঁর লেখার মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়ার ভয়াবহতাগুলো তুলনামূলক বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যদিকে স্টেইনাং স্যান্ডবার্গ ব্রেইভিক-এর ইশতেহারে উপস্থাপিত স্ব-ব্যাখ্যাত বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ মতে, বক্তব্যটির চারভাবে বিশ্লেষণ করা য়েতে পারে। তা হলো 'কৌশলগত, দৃঢ়, একত্রিত অথবা বিকৃত' । তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ব্রেইভিক-কে ব্যাখ্যা করার এ সকল উপায় কীভাবে ইসলাম বিদ্বেষী এবং বামপন্থীদের মধ্যকার একটি সংঘাতের আলোকপাত করে; যেখানে ইসলাম বিদ্বেষীরা ব্রেইভিক-এর এজেন্সিকে গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করছে এবং বামপন্থীরা কাঠামোগত ধারণাগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য গবেষণাকর্মের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে মিডিয়া বিষয়ক বিশ্লেষণ, বহুসংস্কৃতিবাদের প্রশ্নে নানা বিতর্ক, বিশ্বস্ততা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং সন্ত্রাসবিরোধী নী-তিমালা গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে, এই সকল উদাহরণগুলো মূলত ২২ জুলাই এর পরবর্তী প্রভাব নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। উল্লেখযোগ্য একটি প্রভাব হলো সন্ত্রাসী হামলার প্রাক্কালে নরওয়ে সরকার কর্তৃক সেন্টার ফর রিসার্চ অন এক্সট্রিমিজম (ঈ-জউড) প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত এ গবেষণা কেন্দ্রটি, সিনথিয়া মিলার-ইদ্রিস-এর মতে, 'বর্তমানে বৈশ্বিকভাবে ডানপন্থী মৌলবাদের ওপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং পাবলিক পলিসি বিশেষজ্ঞ সমৃদ্ধ একটি অন্যতম সমন্বিত কেন্দ্র।'

২২ জুলাই বা তৎ-সম্পর্কিত সকল জ্ঞানচর্চা ও আলোচনা করার মতো জায়গা এটি নয় কিন্তু নিম্নে উল্লেখিত প্রবন্ধগুলো একটি ভূদৃশ্যের উদাহরণস্বরুপ তুলে ধরা যেতে পারে–যেখানে আমি এবং টোরে রাফোস নরওয়ে জার্নাল অব সোসিওলজিতে 'জুলাই-এর ২২ তারিখ' নিয়ে থিমেটিক ইস্যুর ওপর কাজ করে চলেছি। এ সকল প্রবন্ধে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। 'নরওয়ে, ফ্রান্স এবং স্পেনে সন্ত্রাসবাদের পরবর্তী সময়ে আস্থা' নামক প্রথম প্রবন্ধটিতে সন্ত্রাসী হামলার পরে রাজনীতিবিদ এবং সমাজের প্রতি নাগরিকদের আস্থার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধারাবাহিক বর্ণনার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে তুলনীয় ঘটনা হলো ২০১৬ সালে নিস শহরে এবং ২০১৭ সালে বার্সেলোনার সন্ত্রাসী হামলা।

'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ' শিরোনামের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হলো স্মৃতিমূলক কাজ। এখানে অকলাহোম সিটি ন্যাশনাল মেমোরিয়াল এবং নিউইয়র্কের ৯/১১ ন্যাশনাল মেমোরিয়ালের সঙ্গে অসলো এবং ইউটিয়াতে জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির প্রক্রিয়াসমূহের তুলনামূলক বিবেচনা করা হয়েছে। কীভাবে জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভসমূহ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং স্মরণমূলক কার্যক্রমের রাজনৈতিক দিককে ঢেঁকে রাখে –এ বিষয়গুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে।

'২২ জুলাই-এর পর আদালতের ভূমিকা' নামক তৃতীয় প্রবন্ধটি আদালত ও সন্ত্রাসী আক্রমণে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কের এবং স্মৃতিশক্তি ও ঘটনার পুনর্গঠনের দলিল দ্বারা আইনের সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে একটি গবেষণার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হলো ভয়াবহ ঘটনাগুলোতে আদালত কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তার একটি ধারণা তৈরি করা।

যে বইগুলো পর্যালোচনা করা হবে; সেগুলো হলো: সিনথিয়া মিলার ইদ্রিস-এর হেট ইন দ্য হোমল্যান্ড, অ্যান্নে জেলসভিক-এর সম্পাদিত অ্যান্থোলজি বিয়ারবেইদেলসার [ওয়েস অব ওয়ার্কিং থ্রো], ইরিক হোয়ার লেভেস্টাড-এর ফ্রিক্ট অগ অভস্কি আই ডেমোক্রেটিয়েট [ফিয়ার এ্যান্ড লোদিং ইন ডেমোক্রেসি], এবং হালভার্ড নোটাকের- এর ' আরবেইডারপারটিয়েট অগ ২২ জুলাই ' [দ্য লেবার পার্টি এ্যান্ড ২২ জুলাই]

এ সকল প্রবন্ধ এবং বই পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি বোধগম্য যে '২২ জুলাই' কে গবেষণা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সরাসরি যোগাযোগ: পল হ্যালভরসেন
<pal.halvorsen@universitetsforlaget.no>